মাসিক
তথ্য ও তত্ত্ববহুল

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE DARPON

১ম বর্ষ ❑ ১১তম সংখ্যা ❑ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ❑ পৃষ্ঠা ৮

ছাত্র-শিক্ষকদের নৌবিহার '৯৭-এ অংশগ্রহণ

(১) বিশাল তাকওয়া লঞ্চে ছাত্র-শিক্ষক বেরিয়ে পড়েন নৌবিহারে (২) নৌবিহারের প্রধান খাবার পদ্মার তাজা ইলিশ (৩) ভ্রমণকালে লটারী প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার দেখছেন সমন্বয়কারী জাহিদ হোসেন, সর্বডানে অধ্যাপক বাহার উল্যা।

বিষ্ণুপদ বণিক ॥ গত ২৯ ও ৩০ আগষ্ট আমরা ঢাকা কমার্স কলেজের ৩৩০ জন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী বরিশালে নৌবিহার '৯৭-এ অংশগ্রহণ করি। আমরা বিশাল এম. ভি. তাকওয়া লঞ্চে ফতুল্লা লঞ্চ ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করি ২৯ আগষ্ট সকাল ৯-২৫ মিঃ এ। মৃদু ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে লঞ্চ বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্মা হয়ে মেঘনায় আসে। দুপুর ১২-৩০-এ চাঁদপুরের কাছাকাছি লঞ্চ ২ মিনিটের জন্য প্রচন্ড ঢেউয়ের কবলে পড়ে। এতে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখা যায়। তবে অধিকাংশই তা অত্যন্ত কৌতুহল নিয়ে উপভোগ করে। প্রকৃতিতে কখনও হালকা আবার কখনও ভারী বৃষ্টি বাড়তি আনন্দ জোগায়। কেউ কেউ বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করে। আমাদের লঞ্চ বরিশালের মুলাদী ও মেহেন্দীগঞ্জ থানা হয়ে বাবুগঞ্জ থানাধীন দোয়ারিকা ফেরিঘাট পৌছে বিকাল ৫-৩৫ মিঃ এ। সেখানে সকল ছাত্র-শিক্ষক লঞ্চ থেকে নেমে এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে।

রাত ৮ টায় লঞ্চের ডেকে শুরু হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সকল বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রী আলাদাভাবে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করে। রাত ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলে। ভ্রমণকালে আবৃত্তি পরিষদ আয়োজন করে লটারী প্রতিযোগিতার। রাতের খাবারের পর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাসেট বাজিয়ে নেচে গেয়ে উল্লাস করে। এভাবে চলে রাত ২ টা পর্যন্ত। পরে কেউ ঘুমিয়ে কেউ না ঘুমিয়ে স্মরণীয় করে রাখে রাতটিকে।

৩০ আগষ্ট ভোর ৫-১৫ মিঃ-এ লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বেলা ১১-৪৫ মিঃ এ লঞ্চ নারায়ণপুরে থামে। সেখানে লঞ্চ থেকে নেমে ছাত্র-শিক্ষকগণ নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে রূপালী তাজা ইলিশ ক্রয় করে। প্রচুর ইলিশ দিয়ে ভুরি ভোজে কারো পেটে ইলিশের প্রতিক্রিয়ার কথাও শোনা গেছে। সর্বোপরি 'ইলিশ ভ্রমণ' নামে পরিচিত এবারের নৌবিহার ছাত্র-শিক্ষকদের যথেষ্ট আনন্দ যুগিয়েছে।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

দর্পণ রিপোর্ট ।। গত ৮ আগষ্ট ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৯-১১ আগষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মৌখিক পরীক্ষা এবং ১২-১৩ আগষ্ট অভিভাবক সাক্ষাৎকার হয়। ২৪ আগষ্টের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়। এ বছর ৬৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান হবে।

এ বছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৫ জন এস.এস.সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে। তারা হল ঃ (১) সাদ্দাম হোসেন মল্লিক, প্রথম স্থান, প্রাপ্ত নম্বর-৮৯৬, ঢাকা বোর্ড (২) মোঃ রাইসুল হাসান, সপ্তম স্থান, প্রাপ্ত নম্বর-৮১৬, কুমিল্লা বোর্ড (৩) মোঃ আব্দুল মান্নান, অষ্টম স্থান, প্রাপ্ত নম্বর-৮১৪, কুমিল্লা বোর্ড (৪) মোঃ সালাহ উদ্দিন, ১৪ তম স্থান, প্রাপ্ত নম্বর-৮৪৫, ঢাকা বোর্ড ও (৫) ফারজানা হাসান, ২০ তম স্থান, প্রাপ্ত নম্বর-৮২৯, ঢাকা বোর্ড।

সাদ্দাম হোসেন
S.S.Cতে ১ম স্থান

রাইসুল হাসান
S.S.Cতে ৭ম স্থান

আব্দুল মান্নান
S.S.Cতে ৮ম স্থান

সালাহ উদ্দিন
S.S.Cতে ১৪তম স্থান

ফারজানা হাসান
S.S.Cতে ২০তম স্থান

"একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাবলম্বী হও"

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক

অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) বাংলা বিভাগের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, ইউসিস ডেপুটি ডিরেক্টর রবার্ট কার, ভিওএ সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও ক্লাব সভাপতি আলী আজম।

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ১৬ আগষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা (VOA) ফ্যান ক্লাবের প্রথম কার্যকরী পরিষদের অভিষেক 'সৃষ্টি-৯৭' অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের এ বছরের মূলভাব 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাবলম্বী হও।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রধান আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাংবাদিক জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউসিস ডেপুটি ডিরেক্টর ও আমেরিকান এম্বাসীর প্রতিনিধি মিঃ রবার্ট কার এবং ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাংবাদিক ও প্রাক্তন বেতার, বিটিভি সংবাদ পাঠক মিসেস রোকেয়া হায়দার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ সংবাদদাতা ও বাসস সাংবাদিক জনাব জহিরুল আলম, ভিওএ ফ্যান ক্লাব কেন্দ্রীয় সংগঠক জনাব শফিকুর রহমান এবং ভিওএ ফ্যান ক্লাব সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আজহারুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাব সভাপতি ও ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক জনাব এস.এম. আলী আজম। ক্লাব কর্মসূচী ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব ফয়সাল উদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। অনুষ্ঠানে নব গঠিত ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিল অভি, ফারহানা ও রাখি। উল্লেখ্য, কলেজে এই প্রথম ক্লাবের কোন পরিষদের ব্যাপক আয়োজনে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী তার মূল্যবান ভাষণে বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব-অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ জেনে আমি আনন্দিত। চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকলে এদেশেও ভাল কিছু করা সম্ভব। যা বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারে। যেমন-গ্রামীন ব্যাংক মডেল আজ আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তিনি আরো বলেন, ভিওএ-এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মিঃ রাবার্ট কার বলেন, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী অবহিত হবে।

মিসেস রোকেয়া হায়দার বলেন, এ শ্রেষ্ঠ কলেজে একটি ভিওএ ফ্যান ক্লাব গঠিত হয়েছে দেখে আমি অভিভূত। আমি আশা করি ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও এ ক্লাবের সদস্য হবে। তিনি এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষায় বিদেশ গমনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ক্লাব সভাপতি জনাব আজম বলেন, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট আর মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ছাত্র সমাজকে এখনই সচেতন, কর্মঠ ও আত্ম-নির্ভরশীল হতে হবে।

অভিষেক অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ ফারুকী বলেন, আমরা স্বাবলম্বী হতে চাই। সরকারের সাহায্য ছাড়াই আমাদের কলেজ অবকাঠামো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে। প্রফেসর ফারুকী বলেন, আমাদের কলেজের লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ ভিওএ ফ্যান ক্লাবের কার্যক্রমের মিল রয়েছে। এ ক্লাব নিশ্চয় আন্তর্জাতিক অংগনে এ কলেজকে স্বাবলম্বী হিসেবে পরিচিত করতে পারবে।

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রচারিত

গত ২৯ আগষ্ট '৯৭ ভয়েস অব আমেরিকার 'মিতালী' অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারিত হয়।

প্রচারিত সংবাদের পূর্ণ বিবরণ

সৈয়দ জিয়াউর রহমান (সাংবাদিক) ঃ রোকেয়া (রোকেয়া হায়দার, ভিওএ সাংবাদিক), আপনারা যে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শুরুতে সে সম্পর্কে বলুন।

রোকেয়া হায়দার ঃ ঢাকা শহরের মিরপুর এলাকার চিড়িয়াখানা রোডে গত ১৬ই আগষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক উদযাপন অনুষ্ঠিত হল। ক্লাবের আমন্ত্রণে এ অনুষ্ঠানে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের বাংলা বিভাগের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী এতে যোগ দেন প্রধান অতিথি হিসেবে। এছাড়া ঢাকা ইউ.এস.আই.এস.এর ডেপুটি ডিরেক্টর রবার্ট কারও সেখানে ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমাদের ঢাকা সংবাদ দাতা জহিরুল আলম, ফ্যান ক্লাবের কেন্দ্রীয় সংগঠক শফিকুর রহমান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আজহারুল ইসলাম। স্বাগতিক ভাষণ দেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এস.এম.আলী আজম। অনুষ্ঠানে আগামী এক বছরের কর্মসূচী ঘোষণা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল উদ্দিন আহম্মেদ। আর সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী।

সম্পাদক ঃ এস.এম.আলী আজম, উপদেষ্টা সম্পাদক ঃ মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহী সম্পাদক ঃ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদকঃ বিষ্ণু পদ বণিক, সাহিত্য সম্পাদক ঃ মামুন উর রশিদ মুরাদ, ক্রীড়া সম্পাদক ঃ হাফিজ হারুনুর রশীদ সুমন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ হাবিব শরিফ উল্লাহ টিপু, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ঃ আমানত বিন হাশেম মিথুন। ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্যোতি প্রসেস ও প্রভাতী প্রিন্টার্স, ২৭ গোপীমোহন বসাক লেন, নবাবপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত,ফোনঃ৮০ ৫৬ ১০ (কলেজ)।

"সদস্যদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করব"

ভয়েস অব আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎকারে ভিওএ ফ্যান ক্লাব সভাপতি আলী আজম

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ২৯ আগষ্ট '৯৭ ভয়েস অব আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎকারে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) ফ্যান ক্লাবের প্রথম সভাপতি এস.এম. আলী আজম বলেন, সদস্যদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করব। ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক আলী আজম ছাত্র জীবন থেকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি সন্ত্রাস দমনে সাধারণ ছাত্রদের সচেতন করতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট সাইক্লিষ্ট দলের সাথে সাইকেলে চড়ে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণের মত ঝুঁকিপূর্ণ কার্য করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা- সংস্কৃতি-ক্রীড়ায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তারই উদ্যোগে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ জেনালের স্টুডেন্টস কাউন্সিল'। রাজনীতিমুক্ত দেশের এ প্রথম মেধাবী ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরও প্রশংসা পেয়েছে। বর্তমান দলীয় ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে তার স্পষ্ট লেখা প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় পত্রিকাসমূহে। 'অসৎ রাজনীতিকরাই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী,' 'সন্ত্রাস দমনে রাজনৈতিক ইচ্ছাই যথেষ্ট', 'এই মুহূর্তে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে দুই নেত্রীর ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট, 'সন্ত্রাসীরাও প্রশিক্ষণ নেয়', 'সন্ত্রাসীদের কাছে একটি ব্যতিক্রমী আবেদন', 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে দরকার সাধারণ ছাত্র সমাজের সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধতা', 'বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি ও উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ', 'শিক্ষাঙ্গনে দলীয় ছাত্র রাজনীতি (৩০টি সাক্ষাৎকারসহ ধারাবাহিক) ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামে তার বলিষ্ঠ লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

আলী আজম ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব সভাপতি এবং ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক।

ভয়েস অব আমেরিকার 'মিতালী' অনুষ্ঠানে প্রচারিত আলী আজমের সাক্ষাৎকার ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে রেকর্ড করেছিলেন সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার।

প্রচারিত সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ

রোকেয়া হায়দার ঃ ঢাকা শহরের একটি কলেজে ফ্যান ক্লাবের তৎপরতা সম্বন্ধে এ ক্লাবের একজন কর্মকর্তার কিছু বক্তব্য আমি রেকর্ড করেছি। সেটি শ্রোতা বন্ধুদের আজকে শোনাতে চাই।

জিয়াউর রহমান (ভিওএ সাংবাদিক)ঃ খুবই ভাল কথা। --- সেটি শোনা যাক।

রোকেয়া হায়দার ঃ ঢাকা কমার্স কলেজ ভিওএ ফ্যান ক্লাবের সভাপতি আলী আজম এর সাথে কথা বলেছিলাম, সেটি এখন শ্রোতা বন্ধুদের শোনাচ্ছি।

আপনারা সম্প্রতি কমার্স কলেজে ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব গঠন করলেন। তো আপনারা কি লক্ষ্যাদর্শ নিয়ে এই ক্লাব গঠন করলেন ?

আলী আজম ঃ এ ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করণ, মেধা ও মননের পরিস্ফুটন, সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বের বিকাশ, নেতৃত্বের গুণাবলী জাগ্রতকরণ, পেশা উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্তকরণ এবং ভিওএ-এর বিভিন্ন সংবাদ ও অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রকাশ।

রোকেয়া হায়দার ঃ আলী আজম, আপনারা তো নতুন ক্লাব গঠন করলেন। এখন আগামী এক বছরে আপনারা কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছেন ? উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচী আছে কি, যেটা আমাদের আপনারা বলতে পারেন ?

আলী আজম ঃ হ্যাঁ, প্রথম বছরেই আমরা বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছি এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্ষম হব ইন্‌শাল্লাহ। কেননা আমরা প্রথম যে অভিষেক অনুষ্ঠান করেছি তা অনেক ক্লাবই অত ব্যাপক আয়োজন করতে পারেনি।

আগামী ১৩ই নভেম্বর আমার সম্পাদিত ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ভিওএ ফ্যান ক্লাবের সঙ্গে যৌথভাবে ফ্যান ক্লাব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ Free Dental Camp এর আয়োজন করা হবে। এছাড়া আমরা শিল্প সফর, বনভোজন, বৃক্ষরোপন, রক্তদান, সেমিনার, কনফারেন্স এবং Self-Reliant নামে একটি মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছি।

তাছাড়া প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার আমাদের সাধারণ সভায় থাকবে চলতি ঘটনা নিয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

রোকেয়া হায়দার ঃ আপনি এখন শিক্ষক, আপনি ছাত্র থাকা কালে নিজে 'সন্ত্রাস থেকে শিক্ষা বাঁচাও' এ ধরনের শ্লোগান নিয়ে সাইকেলে করে বিভিন্ন যায়গা ভ্রমণ করেছেন। এখন আপনি শিক্ষক হিসেবে আপনাদের ছাত্রদেরকে এ ধরনের কোন কিছুতে উদ্বুদ্ধ করবেন কি এবং সেটা কি ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের আপনাদের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে নেবেন?

আলী আজম ঃ হ্যাঁ। আপনারা জানেন ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সে কারণে এখানে রাজনীতি করা যাবে না। কিন্তু এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি সচেতন করা হয়। ছাত্ররা যাতে সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকে এবং বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে যে সন্ত্রাস আছে, দলীয় রাজনীতি, তা থেকে দূরে থাকে সেজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সভা-সেমিনারে বলা হবে।

আর আমি ঢাকা ইউনির্ভাসিটি সাইক্লিং ক্লাবের সভাপতি থাকা অবস্থায় জানুয়ারী '৯৪-এ সাইক্লিং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে 'সন্ত্রাস থেকে শিক্ষা বাচাও' স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশের সকল ইউনিভার্সিটি ভ্রমণ করি এবং ভিসিসহ ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিকদের সাথে সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা করি। এ বিষয়ে আমি বিটিভিতেও সাক্ষাৎকার প্রদান করি এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের সদস্যরাও যাতে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকে সে বিষয়ে আমরা তাদের উদ্বুদ্ধ করব।

রোকেয়া হায়দার ঃ জনাব আলী আজম, আপনাদের এ সমস্ত লক্ষ্যাদর্শ বাস্তবায়িত হোক। আপনারা সফল হোন। এ কামনাই করব যে, আপনি ছাত্রাবস্থায় যা করেছেন এখন ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের সভাপতি হিসেবে এবং একজন শিক্ষক হিসেবেও আপনি আপনার সেই গুরু দায়িত্ব পালনে সফল হবেন।

আলী আজম ঃ আপনাকেও ধন্যবাদ। আমরা যাতে আমাদের কার্যক্রম ঠিকভাবে চালাতে পারি সেজন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের সকল সদস্যদের আমার অভিনন্দন এবং ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাংবাদিক, কর্মকর্তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জিয়াউর রহমান ঃ শ্রোতা বন্ধুরা, ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের সভাপতির বক্তব্য শুনলেন।

"সরকার বা দেশ-বিদেশের কোন এজেন্সীর থেকে অর্থ সাহায্য চাইনা"

ভয়েস অব আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎকারে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ২০ আগষ্ট ৯৭ ভয়েস অব আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎকারে ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ **প্রফেসর কাজী ফারুকী** স্পষ্টভাবে বললেন, ঢাকা কমার্স কলেজ এর বিশাল প্রজেক্ট সম্পাদনের জন্য সরকার বা দেশ-বিদেশের কোন এজেন্সী থেকে অর্থ সাহায্য চাই না। অধ্যক্ষ বলেন, আমরা স্ব-অর্থায়নে চলছি। 'সরকার করে দিবে, আমরা ভোগ করব' এ বিষয়ে অধ্যক্ষ ভিন্নমত পোষণ করেন। বিশ্বব্যাংক, এনজিও সহ দেশ-বিদেশী সংস্থার অনুদান সাহায্য কখনও নেয়া হবে না বলে অধ্যক্ষ বলেন। ইতোপূর্বে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ফারুকী বলেন, আমরা স্বাবলম্বী হতে চাই। অন্যের দ্বারে ভিক্ষার হাত পাততে চাই না। সরকারের সাহায্য ছাড়াই আমাদের কলেজ অবকাঠামো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে। প্রফেসর ফারুকী বিভিন্ন সভায়, পত্র-পত্রিকায় ও বিটিভি সাক্ষাৎকারেও স্ব-অর্থায়নে ঢাকা কমার্স কলেজের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলেন।

২০ আগষ্ট ভয়েস অব আমেরিকার 'শিক্ষা জগত' অনুষ্ঠানে দীর্ঘ ৯ মিনিট অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য, এই প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের সংবাদ প্রচারিত হল। অধ্যক্ষের ধানমন্ডীস্থ বাসায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার।

প্রচারিত সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ

শরফুল আলম (সাংবাদিক) ঃ গত সোমবার (১৮ আগষ্ট ৯৭) রোকেয়া হায়দার ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা কমার্স কলেজের পাঠক্রম এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আসুন, এখন আপনাদের শোনাব টেলিফোনে পাঠানো রেকর্ড করা সেই সাক্ষাৎকার।

রোকেয়া হায়দার ঃ ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী এবং বেসরকারী কলেজের মধ্যে সেরা কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে বিশ্বে এখন বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যে আধুনিকীকরণ চলছে ঠিক সেই পদ্ধতি অনুযায়ী এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে এবং তার পর থেকে এ কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী সবাই তারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে শুধু দেশের মানচিত্রে নয় বিশ্বের মানচিত্রে এ কলেজটিকে একটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন বিদ্যাপীঠ হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করা যায়। এই কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টায় কলেজের অগ্রগতি তার নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। প্রফেসর ফারুকীর লক্ষ্যাদর্শ বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে এবং তারই কিছু কথা তার কাছ থেকে আমরা শুনি, প্রফেসর ফারুকী এই কলেজ তো ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হল এবং আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বলেছেন যে আপনি এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তো আসুন আমরা শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরি আপনার সেই প্রচেষ্টার কথা।

প্রফেসর ফারুকী *ঃ ১৯৮৯ সালে আমাদের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের লক্ষ্য হল যে, বাংলাদেশে যে প্রেক্ষাপট আছে, বর্তমানে সেটাকে International Standard- এ আমরা যাতে নিয়ে যেতে পারি ওভাবে আমরা কাজ করছি। আমাদের এখন এখানে ৯টি Subject এ অনার্স আছে এবং আমরা এ বছর থেকে B.B.A কোর্স Introduce করতে যাচ্ছি আমাদের প্রজেক্ট মোটামুটিভাবে এখন যে অবস্থায় আছে সেখানে আমরা শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় Seventy'র মত। আর ছাত্র-ছাত্রী আছে আমাদের ১৮শ'র মত। এখানে অনার্স ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী সবটাই পড়ানো হচ্ছে এবং প্রতি বছরই আমাদের এখান থেকে ঢাকা বোর্ডে স্ট্যান্ড করছে, First, Second, Third এভাবে এবং গত বছর Out of Twenty ১৩ জন আমাদের স্ট্যান্ড করেছে প্রথম স্ট্যান্ডসহ এবং ডিগ্রী, অনার্স লেবেলেও আমাদের সেই ফলাফল মোটামুটিভাবে একই রকম এবং আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের দেশের যাতে মানি ফান্ডটা ইন্টারন্যাশনাল মানে আমরা নিতে পারি সেই প্রচেষ্টা আমরা করছি।*

রোকেয়া হায়দার ঃ প্রফেসর ফারুকী, এখানে আমরা যেটা জানতে আগ্রহী এই যে বিরাট আপনারা যে বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলছেন তার জন্য তো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের সংস্থান আপনারা কিভাবে করছেন, কারণ আপনি বলেছেন যে আপনারা কোন সরকারী বা বেসরকারী অনুদান, অর্থ সাহায্য কোথাও থেকে না নিয়ে এই বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলছেন?

প্রফেসর ফারুকী *ঃ আমাদের এখানে সাধারণতঃ একটা প্রবণতা হল, সরকার সব করে দিবে, আমরা সেটাকে ভোগ করব। আমরা এখানে করেছি যে আমরা নিজেরাই করব এবং করে সরকার থেকে কোন প্রকার সাহায্য অথবা কোন International Organisation থেকে কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই আমরা চলার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যেই আমরা ইনশাল্লাহ্ Success ও হয়েছি। কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা আমাদের বাহির থেকে নিতে হয়নি এবং আমরা স্বঅর্থায়নে চলছি। আর যেটা আমাদের বিশ্বাস যে বর্তমানে আমাদের প্রজেক্ট যেটা আছে বাংলাদেশের টাকায় প্রায় ৭০ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট। ইতিমধ্যে আমরা সেটায় প্রায় ২০ কোটির মত টাকা খরচা করেছি এবং এ টাকা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব। আমাদের লক্ষ্য হল যে, সরকার তরফ থেকে অথবা কোন এজেন্সী থেকে কোন টাকা পয়সা নিব না।*

রোকেয়া হায়দার ঃ আপনারা কি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ব ব্যাংকের মত কোন বিরাট অর্থ প্রতিষ্ঠান আছে তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য কামনা করছেন বা সেরকম সাহায্য সহায়তা পেয়েছেন ?

প্রফেসর ফারুকী *ঃ না। আমরা ওরকম কোন সাহায্য সহযোগিতা পাইনি এবং ভবিষ্যতে নেওয়ারও আমাদের ইচ্ছা নাই। আমাদের দেশের সম্বন্ধে সবার একটা ধারণা যে, আমরা সবার কাছে হাত পাতি। আমরা হাত পাততে চাইনি। আমরা নিজেরাই করতে চাই। আমরা নিজেরা নিজেরাই করতে চাই এবং দেশ বিদেশের কোন এজেন্সী থেকে কোন প্রকার টাকা পয়সা নিতে চাইনি। এই হল আমাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ Self Help-এ আমরা চলতে চাই।*

রোকেয়া হায়দার ঃ প্রফেসর ফারুকী, এখানে আমরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেখি শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে বিনিময় কর্মসূচী থাকে, তো আপনার এই ঢাকা কমার্স কলেজে সে ধরনের কোন বিনিময় শিক্ষা কর্মসূচী কি আপনারা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন ?

প্রফেসর ফারুকী *ঃ ওধরনের কর্মসূচী আছে। দেশী ও বিদেশী ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃবিনিময় Exchange Program করার আমাদের পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে আমরা অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ইনডিপেন্ডেন্ট লীডস ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের সাথে তাদের Colaboration করার জন্য এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির under এর ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের সাথে আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে যে আমাদের শিক্ষকদের তারা প্রশিক্ষণ দিবেন এবং তাদের সাথে আমরা শিক্ষক বিনিময় করব। এ কার্যসূচী আমাদের আছে এবং আমরা সেভাবে আগাচ্ছি।*

রোকেয়া হায়দার ঃ আপনি আশা করছেন যে ঢাকা কমার্স কলেজকে আপনারা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দিবেন। তো সেই কাজ আপনারা কিভাবে করছেন ?

প্রফেসর ফারুকী *ঃ আমরা ক্রমান্বয়ে এটাকে একটা, Independent Business University-তে পরিণত করা, কাজেই এর নাম দিয়েছি Bangladesh University of Business and Technology এবং সেখানে আমরা Modern Technology'র World-এর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে আছে তাদের সাথে Exchange Program আমরা এখানে Introduce করার চেষ্টা করব। আর Modern Technology'র Communication Field অথবা Management Field-এ যে সমস্তগুলো হয়েছে সে সমস্ত আমরা*

৫-এর পাতায় দেখুন

কলেজে কার্ড ফোন উদ্বোধন

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ২৭ আগষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজে একটি কার্ড ফোন সেন্টার উদ্বোধন করা হয়। বিভাগীয় প্রকৌশলী মাজহারুল মান্নান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ওহাব মুন্সীর সাথে ফোনে কথা বলে কার্ড ফোন উদ্বোধন করেন। পরে জনাব মুন্সীর সঙ্গে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীও কার্ড ফোনে কথা বলেন। কলেজ শিক্ষকদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন প্রকৌশলী আজিজুল হক, প্রকৌশলী মিজানুর রহমান। উল্লেখ্য ৫ জুলাই কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ কলেজে কার্ড ফোন স্থাপনের আশ্বাস দেন।

টেবিল টেনিস ক্লাব গঠিত

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ৩ আগষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ টেবিল টেনিস ক্লাব গঠিত হয়েছে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রদের টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এসব লক্ষ্যে এ ক্লাব গঠিত হয়েছে।

কার্যকরী পরিষদ

সভাপতি ঃ শেখ বশির আহমেদ, **সহ-সভাপতি ঃ** মঈন উদ্দিন আহমেদ, মোঃ মঈন উদ্দিন, দিদার মাহমুদ, খান আহমদ শুভ, **সাধারণ সম্পাদক ঃ** হাফিজ হারুনুর রশীদ সুমন, **সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ** মোঃ আসিফ চৌধুরী রনি, শাফকাত মোস্তফা শুভ, **কার্যকরী সদস্যঃ** খালিদ আনওয়ার, হাসানাত কাইয়ুম শাহীন, মোঃ হারুনুর রশীদ, মোঃ শরিফুল ইসলাম, এ. এম. শওকত ওসমান, মোঃ আওলাদ হোসেন ও কাজী আশরাফুল আলম।

ক্লাব সভাপতি শেখ বশির আহমেদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক। ক্লাব সাধারণ সম্পাদক হাফিজ রশীদ সুমন ফিন্যান্স সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ ক্রীড়া সম্পাদক এবং ভিওএ ফ্যান ক্লাব ক্রীড়া সম্পাদক।

শুভ বিবাহ

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইলিয়াছ এর সঙ্গে ২১ আগষ্ট কামরুন্নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সৈয়দা মাসউদা লাবীব রুহীর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

মোস্তাফিজুর রহমান

ফিন্যান্স বিভাগের প্রভাষক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান গত ২৪ আগষ্ট যশোর জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহাবুজ্জামানের কন্যা নাসরীন সুলতানার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ভিওএ ফ্যান ক্লাবের বিভিন্ন পরিষদ

গত ১৫ মে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস.এম. আলী আজমকে আহবায়ক এবং হিসাববিজ্ঞান সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র ফয়সাল উদ্দীন আহমেদকে সদস্য সচিব করে গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের ৫ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি।

৫ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়।

ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। **পৃষ্ঠপোষক ঃ** উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু আহমদ আবদুল্লাহ, **উপদেষ্টাঃ** সকল বিভাগীয় প্রধান ও চেয়ারম্যান।

ক্লাবের কার্যকরী পরিষদ

সভাপতি ঃ এস.এম. আলী আজম, **সহ-সভাপতিঃ** নাঈম মোজাম্মেল, সুভাষ চন্দ্র দাস ও এইচ.এম. গোলাম কবীর, **সাধারণ সম্পাদকঃ** ফয়সাল উদ্দীন আহমেদ, **যুগ্ম সম্পাদক ঃ** শেখ মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ, **সহকারী সম্পাদক ঃ** সাখাওয়াত হোসেন মামুন, **ভিওএ মনিটর ঃ** সাদিক ইবনে রউফ, **ভিওএ সহকারী মনিটর ঃ** জহির আহসান, **কোষাধ্যক্ষঃ** আবুল কাশেম, **সাহিত্য সম্পাদক ঃ** মামুন-উর-রশিদ মুরাদ, **সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ** উম্মে কুলসুম রুমা, **ক্রীড়া সম্পাদক ঃ** হাফিজ হারুনুর রশীদ সুমন, **সমাজকল্যান সম্পাদক ঃ** শাফকাত মোস্তফা, **আপ্যায়ন সম্পাদক ঃ** আবদুল্যাহ আল মামুন, **আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ** হাবীব শরিফ উল্লাহ টিপু, **অনুষ্ঠান ও জনসংযোগ সম্পাদকঃ** হাসান নূরুদ্দিন চৌধুরী, **প্রচার সম্পাদক ঃ** খুরশিদ আলম খান ইউছুফজাই, **কার্যকরী সদস্য ঃ** মাসুম রাব্বি, সাফায়েত-এ-হাবিব জয়, রাকিব উদ্দিন খান, বিশ্বজিৎ সাহা ও হাসিব কামাল।

বিদেশে পড়া

ভারতে সার্ক শিক্ষা বৃত্তি

ভারত সরকার সে দেশে উচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বেশ কিছু বৃত্তি দিয়েছে। এমন একটি বৃত্তি হচ্ছে সার্ক বৃত্তি। ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদেরকে এই সার্ক বৃত্তি দেয়। বৃত্তির সংখ্যা দুটি। বৃত্তি দেয়া হয় স্নাতকোত্তর, এমফিল এবং পি.এইচডি পর্যায়ে। এ ছাড়া পোষ্ট ডক্টরাল রিসার্চের জন্য একটি ফেলোশিপও দেয়া হবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা

সার্ক, বৃত্তি এবং সার্ক ফেলোশিপের জন্য প্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে।

(১) স্নাতকোত্তর কোর্সের ক্ষেত্রে ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীর স্নাতক। (২) এম.ফিল, পি.এইচ.ডি কোর্সের ক্ষেত্রে ঃ উপরোক্ত যোগ্যতাসহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রি। (৩)পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের ক্ষেত্রে : উপরোক্ত সবগুলো যোগ্যতাসহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের নম্বর ৭০% থাকতে হবে।

আবেদনপত্র সংগ্রহ ঃ আবেদনপত্র ভারতীয় দূতাবাস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার

৬-এর পাতার পর

এখানে Introduct করার চেষ্টা করছি এবং সেই লক্ষ্যে আমরা দু'হাজার সালের মধ্যে এটাকে Independent University হিসেবে ঘোষণা করার চেষ্টা করছি এবং সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। ইতিমধ্যে Physical Facilities Develop করার জন্য আমরা ২০ তলা একটা ভবন নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। আর ১১ তলা একটা ভবন already আমাদের হয়ে গিয়েছে। আরো ৩টা ১২ তলা ভবন আমরা নির্মাণ করতে যাচ্ছি। ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। এগুলো আমরা সব চেষ্টা করছি, এমনভাবে যে যাতে নাকি অডিও ভিডিও সিস্টেম এ ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতে পারে। আর সার্বক্ষনিক ভাবে তারা যে কোন প্রকার help নিতে পারে। ই-মেইল, ইন্টারনেট এসব সিস্টেম-এর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছি। এবছর আমরা ইন্‌শাল্লাহ আশা করছি এসবের সাথে সম্পৃক্ত হব।

রোকেয়া হায়দার ঃ বিদেশ থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে আসে। তো আপনাদের কলেজেও কি বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আগ্রহী হয় তাহলে তাদের ভর্তি আপনারা আশা করেন ?

প্রফেসর ফারুকী ঃ *নিশ্চয়, আমরা এটা আশা করি, ইতিমধ্যে আমাদের SAARC Countries থেকে বিভিন্ন দেশের থেকে পড়ালেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা আসিতেছে এবং এটা ব্যবস্থা নিব। আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম যেহেতু আছে আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালেখার ব্যবস্থার চেষ্টা করছি। সেই উদ্দেশ্যে আসলে আমরা অবশ্যই তাদের ওয়েলকাম করব।*

রোকেয়া হায়দার ঃ প্রফেসর ফারুকী, আজকে আমাদের সঙ্গে এ আলোচনায় যোগ দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

প্রফেসর ফারুকী ঃ *আপনাদেরকে ও সাবইকে ধন্যবাদ। আপনারা যারা ভোয়াতে আছেন সবাইকে এবং আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ।*

শরফুল আলম ঃ শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা এতক্ষণ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকীর সঙ্গে রোকেয়া হায়দারের সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ শুনলেন।

ক্ষণিকের এই বিশ্বে সেবার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে পারলে শান্তি অবশ্যই নিশ্চিত।

মাদার তেরেসা

আন্তঃ কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নজরুল সংগীতে রুমা প্রথম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলামের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে রুমা, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ (বাম থেকে ৩য়)।

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ২৯ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '৯৭ নজরুল সংগীতে গ-বিভাগে প্রথম হয়েছে মোসাঃ উম্মে কুলসুম রুমা। রুমা ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্রী। সে ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

উল্লেখ্য, 'আনন্দের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা' স্লোগান নিয়ে এ বিশাল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শেখ বোরহান উদ্দিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ। প্রতিযোগিতা উদযাপন কমিটির আহবায়ক ছিলেন উক্ত কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর ঢাকার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

রুমা ঢাকা কমার্স কলেজ অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৭-এ নজরুল সংগীত ও দেশাত্ববোধক গান উভয়ে প্রথম এবং ক্যারাম ও দাবা উভয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। সে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯১-এ ভোলা জেলায় উচ্চাংগ নৃত্যে ২য় এবং '৯২-এ উচ্চাংগ নৃত্যে ১ম হয়েছে। রুমা শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা '৯১-এ ভোলা সদর থানায় নজরুল সংগীত ও উচ্চাংগ সংগীত উভয় বিষয়ে ২য়, '৯২-এ উচ্চাংগ সংগীতে ২য় ও দেশাত্ববোধক গানে ৩য় এবং '৯৩ সালে উচ্চাংগ সংগীতে ৩য় স্থান অধিকার করে। রুমা ভোলা সরকারী কলেজ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '৯৫ নজরুল সংগীতে ২য় ও দেশাত্ববোধক গানে ৩য় এবং '৯৬-এ নজরুল সংগীতে ১ম ও দেশাত্ববোধক গানে ২য় স্থান অধিকার করে।

হিসাববিজ্ঞান (এম.কম) ছাত্র-ছাত্রীদের ইপিজেড পরিদর্শন

রাশিদুল আক্তার মারুফ।। ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে আমরা এম.কম. (পার্ট-১) হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা গত ১৪ইং আগষ্ট শিল্প কারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সাভার ইপিজেড পরিদর্শনে যাই। শিল্প কারখানা পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন বিভাগীয় শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ এবং সুভাষ চন্দ্র দাস।

সকাল ৮ টা ৪০ মিনিটে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে যাত্রা শুরু হয় এবং ১২টা ৩০ মিনিটে আমরা ইপিজেড-এ উপস্থিত হই। ইপিজেড পরিদর্শনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন ইপিজেড এর সিনিয়র সেক্রেটারী জনাব নুরুল হক। ইপিজেড এর ভিতরে বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন শেষে সফিপুর আনসার ক্যাম্প পরিদর্শনে যাই এবং এখানকার বনভোজন স্পটে লাঞ্চ সম্পন্ন করি। এই শিল্প কারখানা পরিদর্শনে আমরা ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করি। ইপিজেড পরিদর্শন ছাড়াও সেদিন সাভার স্মৃতি সৌধ এবং ওয়াটার ফ্রন্ট ভ্রমণে যাই। শিল্প কারখানা পরিদর্শন শেষে আমরা রাত ৮ টার সময় কলেজ প্রাঙ্গণে ফিরে আসি।

কলেজে গভীর নলকূপ চালু

দর্পণ রিপোর্ট॥ বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও নির্মাণ কার্যে পানি সমস্যা সমাধানে গত ২৫ আগষ্ট কলেজে গভীর নলকূপ চালু করা হয়। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৭ফেব্রুয়ারী পরিচালনা পরিষদ সদস্য জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী সুইচ টিপে নলকূপ স্থাপন কার্যের উদ্বোধন করেছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭

রচনা প্রতিযোগিতায় দর্পণ সাহিত্য সম্পাদক মহানগরে প্রথম

মামুন উর রশিদ

দর্পণ রিপোর্ট॥ জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭-এ রচনা প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীতে প্রথম হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সাহিত্য সম্পাদক মামুন উর রশিদ মুরাদ। রচনার বিষয় ছিল 'একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা'। মুরাদ এম.কম (মার্কেটিং) ১ম পর্বের ছাত্র এবং ঢাকা কমার্স কলেজ ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাবের সাহিত্য সম্পাদক। গত ১৩ আগষ্ট মতিঝিল গভঃ বয়েজ হাই স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুরাদ শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে সাদেক থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে।

সে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯১ এ ঢাকা জেলায় সুন্দর হাতের লেখায় গ-বিভাগে ৩য় স্থান লাভ করে এবং বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর আয়োজিত অমর ২১শে ও ভাষা আন্দোলন দিবস উপলক্ষে 'সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতায়' গ-বিভাগে ঢাকা মহানগরের মধ্যে সম্মান প্রথম স্থান অধিকার করে।

তাছাড়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৯২, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৬ সালে গ-বিভাগে (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে।

মার্কেটিং (সম্মান) ১ম বর্ষ শিক্ষার্থীদের মিল্ক ভিটা পরিদর্শন

দিদার মাহমুদ ও মামুন-উর-রশিদ মুরাদ।। গত ১৭ আগষ্ট মার্কেটিং (সম্মান) ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড' (মিল্ক ভিটা) পরিদর্শন করে। এই পরিদর্শনে অংশ নেয় ৪০ জন ছাত্র এবং ৮ জন ছাত্রী। দলটির নেতৃত্ব দেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং জনাব দিদার মাহমুদ।

এই শিক্ষা সফরটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী ও বিশেষ করে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার-এর অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি বিভাগীয় তিনজন শিক্ষকসহ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ-এর ক্যামিষ্ট ডঃ মাহাবুব-ই-ইলাহী, জনাব সিদ্দিকুর রহমান, কোয়ালিটি সুপারভাইজার নাজিম উদ্দিন এবং দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানটির সফরকালীন সময়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, যাদের উদ্যোগী ভূমিকা ও সম্মিলিত সহযোগিতা সফরটি সার্থক করে তুলেছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড একটি জনহিতকর সমবায় প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান। যার অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ এলাকা উল্লাপাড়া থানার লাহেরী মোহন গ্রামে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক সফলতার দরুন ১৯৭৫ সালে ঢাকার মিরপুর ৭-এ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর ঢাকায় ১টি এবং ঢাকার বাহিরে ৫টি শাখা রয়েছে। প্রতিদিন মোট চাহিদার প্রায় ৬০০০০ লিটারের বেশী দুগ্ধ এ প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করছে। গত বছর এর মুনাফা ছিল ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এদের প্রধান উদ্দেশ্য জনসেবা।

প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীরা এদের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা, কার্যাবলী, বাজারজাতকরণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া, বন্টন পদ্ধতি, সংরক্ষণ, মান নির্ধারণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, সংগ্রহ পদ্ধতি, সরকারী নীতিমালা, By Product উৎপাদন, প্যাকেজিং ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করে।

দর্পণ কুইজ-৫

উত্তর ঃ

১। চেচনিয়ার প্রেসিডেন্টের নাম আসলাম মাসখাদভ।

২। মঙ্গল গ্রহে পাথ ফাইন্ডার অবতরণ করে ৪ ঠা জুলাই ১৯৯৭।

৩। নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয় নরওয়েকে।

৪। সম্প্রতি গঠিত অর্থনৈতিক জোট BISTEC-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Bangladesh, India, Srilanka and Thailand Economic Co-operation.

৫। 'ডি-৮' ভুক্ত দেশগুলোর নাম বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও মিশর।

পুরস্কার ঃ কুইজ পরিচালকের সৌজন্যে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে লটারীতে ৫০ টাকা করে পুরস্কার পেল ঃ আবুল কালাম আজাদ, ফিন্যান্স (সম্মান) এফ-২৫ ও মাহমুদুল হক শাকিল, দ্বাদশ (বি)-৩১৯৬।

অন্যান্য সঠিক উত্তরদাতা ঃ জেসমিন আক্তার জুঁই-৩০৭৯, মমিনুল হাসান জয়-৩৪৬৯, রেজাউল কবীর-৩৫২৯, রাইসুল ইসলাম, হিসাব বিজ্ঞান (১ম বর্ষ), ঢাকা কলেজ।

দর্পণ কুইজ-৬

১। চীনের কাছে বৃটিশ উপনিবেশ হংকং হস্তান্তরিত হয় কোন্ তারিখে ?

২। আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস কোন দিন?

৩। জাতিসংঘ ও WHO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ?

৪। ICC ট্রফি '৯৭-এ শ্রেষ্ঠ উইকেট কীপারের নাম কি ?

৫। জাপান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মুদ্রার নাম কি ?

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা ঃ **অধ্যাপক নরুল আলম, পরিচালক, দর্পণ কুইজ, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ, চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা-১২১৬।**

কবিতা

শ্রেষ্ঠ কলেজ

ইসমত আরা খালিদ নীতু
এইচ.এস.সি. পরীক্ষার্থী-৯৭
রোল নং-২৫৫২

কে শোনেনি নাম তার
কমার্স কলেজ নাম যার।
লেখাপড়া যদিও কড়া
সকল কলেজ থেকে সেরা।
হয়নি ইহা একটি দিনে
পিটিয়ে গাধা মানুষ করে।
তারাই আবার এনেছে
সম্মান বয়ে কলেজে।
ফারুকী স্যারের কৃতিত্ব
তাই কলেজ পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।
থাকবে কলেজ যতকাল
ফারুকী স্যারের নাম অম্লান।

দর্পণ শব্দকূট-১

সমাধান ঃ

গো	লা	প		আ
ম		তা	ম্বু	ল
তি		কা		আ
	খু		দা	মী
কো	কি	ল		ন

শব্দকূট পরিচালকের সৌজন্যে সঠিক সমাধান দাতাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ঃ রেজাউল কবীর, দ্বাদশ-৩৫২৯।

অন্যান্য সঠিক সমাধান দাতা ঃ আবুল কালাম আজাদ, এফ-২৫, আলীয়া মুশতারী, এম-১৪৫, মোঃ মাজেদুল আলম, এম-১৫১, উজ্জ্বল হোসেন, এ-৩১৬৪, ইমরান পারভেজ-৩৩১১, মেহেদী জামান-৩৫১৩, মুমিনুল হাসান খান-৩৪৬৯, রেজাউল কবীর -৩৫২৯, মাহমুদুল হক শাকীল-৩১৯৬, খন্দকার জিয়াদুল হাসান এস-২০, সাব্বির উদ্দীন আহমেদ-৩২৬৭, এবং রোল নং ৩১৪৮, ৩০৮০, ৩০৮৫ ও ৩০৯০।

দর্পণ শব্দকূট- ২

পাশাপাশি ঃ ১। ফুলের নাম ৫। মৃত্যু ৬। ঘোড়া ৮। মাতামহ ৯। দোজখের সংখ্যা ১০। নজরুল ইসলাম কবর থেকে যার কণ্ঠ শুনতে চেয়েছেন।

উপরনিচ ঃ ২। ইস্ট মন্ত্রাদি মনে মনে উচ্চারণ করা। ৩। শস্য বিশেষ।

৪। ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ৭। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ১১। অন্তর ১২। গমের মোটা গুড়া।

	১	২		৩		
৪						৭
৫					৮	
			×			
৬					৯	
		১১		১২		
	১০					

সাদা কাগজে কেবল উত্তর লিখে পাঠাতে হবে। সমাধান পাঠানোর ঠিকানা ঃ **অধ্যাপক নাঈম মোজাম্মেল, পরিচালক, দর্পণ শব্দকূট, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ, চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা-১২১৬।**

প্রেসক্রিপশন

রিফাত জাহান, বি.কম (সম্মান) ১ম বর্ষ ঃ আমার মনে সব সময় দুশ্চিন্তা। কোন কাজই ভাল লাগেনা। পড়ায় মন বসে না। গান শোনায়ও বিরক্তি। এখন কি করি ?

ডাঃ এ.এইচ.এম.ফিরোজ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞঃ *মনে হয় আপনার 'অবসেশন' হয়েছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সরাসরি পরামর্শ নিন। আপাতত Triptin 10.mg ট্যাবলেট দিনে ২ বার করে ১ মাস খাবেন।*

বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত

সব দেশেরই রয়েছে একটি করে জাতীয় সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে থাকে গোটা জাতির অন্তহীন ভালোবাসা। 'আমার সোনার বাংলা' সুরে এমন কোনো বাঙালি আছে যার হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে না ? এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর গর্বের অনুভূতি সিক্ত করে না তাকে ?

এখানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের নাম, সেই সঙ্গে এর রচয়িতা ও সুরকারের নামও দেওয়া হলো।

বাংলাদেশ ঃ'আমার সোনার বাংলা', রচয়িতা-সুরকার-বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অষ্ট্রিয়াঃ 'অস্টেরেইশিশবানভেস হাইম',-কথা ভিক্টর কেলডকার, সুর-মোজার্ট।

বেলজিয়ামঃ 'লা ব্রাবানকনে', কথা-জিনেভাল, সুরকার-এফ ভ্যান কম্পেনহাউট।

ব্রাজিলঃ'হাইটো ডি প্রক্ল্যামাকাও ডিরিপাবলিকা', কথা-মেদেইরান আলবুকুয়েক, সুরকার-লিওপোল্ডো মিগুয়েজ।

কোস্টারিকা ঃ 'ডি লা প্যাট্রিয়া', কথা-জে এম জিলেডন, সুরকার-এম এন গুটিয়েরেজ।

ইকুয়েডর ঃ 'সালভে ও পাট্রিয়া' কথা-জে এল মেরা।

ফিনল্যান্ড ঃ 'ভার্ট ল্যান্ড', কথা - জে, এল, রুনেবার্গ, সুরকার-এফ প্যাসিয়াস।

ফ্রান্স ঃ 'লা মার্সেইলে', কথা ও সুর-রুগেট ডি লাইল।

ব্রিটেনঃ 'গড সেভ দা কিং', কথা বিভিন্ন কবিতা থেকে নেওয়া, সুরকার-হেনরি ক্যারি।

গ্রিস ঃ 'সঙ্গ অথ গ্রিস কাম এ রাইজ', কথা-ডিওনিসিস-সলোনস, সুরকার-এন মান্টজারোস।

হাঙ্গেরী ঃ 'ইসটেন আন্ড মেগ এ ম্যাগিয়ার্ট', এক. এর্কেল।

ভারত ঃ 'জন গন মন অধিনায়ক', কথা ও সুর-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইজরাইল ঃ 'হাটিক ভাহ', কথা-নাফটালি হার্জ ইম্যার।

ইতালি ঃ 'ফ্রাটেলি ডি ইটালিকা', কথা গফ্রোদো মামেলি, সুরকার-মিশেন নভোরা।

জাপান ঃ 'কিমি গা ইয়ো ওয়া', সুর-হামাশি হিরোনোকামি

আমেরিকাঃ 'ষ্টার স্প্যাংগলভ ব্যানার', কথা-ফ্রান্সিস স্কট কি, সুর-পুরনো এক লোকগীতির (টু অ্যানাক্রিওন ইন হ্যাভেন)।

নরওয়ে ঃ 'স্যাং ফর নর্জ', কথা- জনস্টার্ন জনসন।

পোল্যান্ড ঃ জেসজে পোলস্কা নিয়ে গিনেলা', কথা ও সুর-জেনারেল জোসেফ ওয়াইবিকি।

সূত্র ঃ ALMANACAND YEAR BOOK-1983

দিলরুবা আক্তার লীনা

ফিনান্সিয়াল টার্মস

শেয়ার সমর্পণ (Surrender of Share) : শেয়ার বন্টনের পর কখনো কখনো শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার তলবের টাকা দিতে অপারগ হয়ে তার নামে বরাদ্দ শেয়ার কোম্পানীকে বাতিলের জন্য ফেরত দিয়ে থাকে। এভাবে শেয়ারহোল্ডারগণ নিজের ইচ্ছায় কোম্পানীকে যে শেয়ার ফেরত দেয়, তাকে শেয়ার সমর্পণ বলে।

মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৪

স ॥ ম্পা ॥ দ ॥ কী ॥ য়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়াল লিখন

গত ১০ আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দেয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়েছে। এমনকি সম্প্রতি অংকিত সূর্যসেন হলের মুজিব ও জিয়ার ছবি এবং মুহসীন হল ও জহুরুল হক হলের মুজিবের প্রতিকৃতি মুছে ফেলা হয়েছে। ছাত্র সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ ক্যাম্পাস পরিবেশ উন্নত করতে সব দেয়াল লিখন ও অংকন মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। বিলম্বে হলেও সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়।

দেয়ালে লিখনের উৎপত্তি কথা বিশেষভাবে জানা না গেলেও ধারনা করা হচ্ছে উন্নত, শিক্ষিত ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশে এর উৎপত্তি এবং তার সম্প্রসারণ বিশ্বব্যাপী। তবে এখন দেয়াল লিখন বিষয়টা উন্নত দেশে উচ্ছেদ হলেও উন্নয়নশীল দেশে ঘাটি গেড়েছে। উন্নত দেশ সমূহ আইন করে দেয়াল লিখনের অনুন্নত বিষয়টি নিষিদ্ধ করেছে। সার্কভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশেই দেয়াল লিখন প্রবণতা বেশি। শ্রীলংকা ও দক্ষিণ ভারতে দেয়ালে লিখন বিষয়টি নাই বললেই চলে। যতদূর জানা যায় এ দেশে ৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে দেয়ালে লিখন প্রবণতা তীব্র হতে থাকে এবং ৮০-এর দশকে দেয়ালে লিখন মাত্রা প্রচন্ড হয়।

বর্তমানে এদেশ জুড়ে দেয়াল লিখন প্রবণতা দেখা যায়। এমনকি শহরের অনেক বিলাস বহুল ঘর-বাড়ীর দেয়ালও লিখন থেকে রেহাই পায়নি। অনেকটা শিক্ষাঙ্গন ও নগরকেন্দ্রিক। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের শ্লোগান আর রং-ঢং এর পোষ্টার সাঁটা। ঐতিহ্যবাহী মধুর কেন্টিন যেন পোষ্টারে নির্মিত। অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিকাংশ কলেজ দেয়ালের একই দশা। পল্লী অঞ্চল থেকে ভর্তি হতে আসা কিংবা দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে আসা পর্যটকদের এরূপ দেয়াল লিখন ও পোষ্টার সাঁটা দেখে বেশ হোচট খেতে হয়।

মজার ব্যাপার হল, দেয়াল লিখন মূলতঃ যাদের উদ্দেশ্যে তারা খুব কমই এ লেখা দেখে। যেমন লেখা 'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই।' কিংবা 'কাগজ, কলম, শিক্ষা উপকরণের দাম কমাতে হবে।' এসব কথা দেয়ালে লিখে দাবি আদায় হয় না। এজন্য দলীয় প্রচারপত্র, পত্রিকায় কিংবা স্মারকলিপিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা কর্তৃপক্ষের নিকট জানালে দাবি পূরণ হয়। দেখা যায় অনেক দল একই বাণী বা শ্লোগান লিখে যাচ্ছে যাতে দল বা লেখকের স্বাতন্ত্র মিলেনি। যেমন-'অস্ত্র ছেড়ে কলম ধর, সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়। 'শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলবে না।' 'সন্ত্রাসীরা হল ছাড়, দল ছাড়।' সবারই যেন একই কথা। আসলে সব দলেই রয়েছে সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী। আবার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক জনবলহীন কিছু ছাত্র সংগঠন, ক্লাব, সমিতি রয়েছে, প্রচারপত্র প্রকাশে যারা অক্ষম, এসব সংগঠন দেয়াল লিখনের সস্তা মাধ্যমটি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে চুনকাম ও রং করতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অথচ রং করার পরই ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে দেয়াল লিখনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

দেয়ালে লিখনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। জাতীয় নির্বাচনকালে এর প্রচলন আরো বেশী হয়। এ কুরুচিপূর্ণ দেয়াল লিখন পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন দেয়াল লিখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু কোন ফল লাভ হয়নি।

দেয়াল লিখনের কুরুচিপূর্ণ ও হীনমানসিকতার কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া দরকার। যেহেতু দেয়াল লিখন দাবি পূরণে সহায়ক নয় এবং সমস্যার সমাধান দেয় না বরং সৌন্দর্যহানী ঘটায়। তাই দেয়াল লিখনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা দরকার। যারা দেয়ালে লিখছেন তারা তাদের দাবী প্রচার পত্রে, পত্রিকায় কিংবা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করতে পারেন অথবা নির্দিষ্ট স্থানে বিলবোর্ডে টানিয়ে দিতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্র বা ছাত্র সংগঠনের কথা প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় বিল বোর্ড রাখা যেতে পারে। তদুপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বাড়ীর দেয়ালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন মনীষীর বাণী বা আকর্ষণীয় ছবি দেয়া যেতে পারে এবং কিছু বাড়ীর বাউন্ডারী দেয়াল বিজ্ঞাপনের জন্য ভাড়া দেয়া যেতে পারে। তবে প্রচলিত দেয়াল লিখনের মত যাতে জগাখিচুরি ও বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি রাজনীতি ও দেয়াল লিখন মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের কোন দেয়াল, চেয়ার ও ডেস্কে একটি কলমের দাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারো সীটে কোন লেখা বা আঁকা পাওয়া গেলে তাকেই দায়ী করা হয়। আর কলেজের এ অনুকরণীয় মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে ছাত্ররাও সহযোগিতা করছে। ঢাকা কমার্স কলেজের মত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেয়াল লিখন মুক্ত হোক।

আগষ্ট '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০১.০৮.৯৭ ঃ বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ শুরু (১-৭ আগষ্ট পর্যন্ত)। এ বছরের প্রতিপাদ্য "মায়ের দুধ খাওয়ান, পরিবেশ বাঁচান। পরিবেশ বাঁচলে আমরাও বাঁচব।"

খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষে দেশে দেউলিয়া আইন কার্যকর হয়।

০২.০৮.৯৭ ঃ আসিয়ান দেশ ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হুনসেনের সাথে আলোচনা শুরু করেন।

০৪.০৮.৯৭ ঃ উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

০৫.০৮.৯৭ ঃ কোরিয়া উপদ্বীপে ৪০ বছরের অশান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করে শান্তি চুক্তি করার জন্য চীন, যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈঠক করে।

০৬.০৮.৯৭ ঃ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় 'অন্তবর্তীকালীন স্থানীয় সরকার পরিষদ' দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কম্বোডিয়ার পার্লামেন্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রিন্স রনরিধের জায়গায় নতুন প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উং লু অটের নিয়োগ চূড়ান্ত করে।

০৭.০৮.৯৭ ঃ কম্বোডিয়ায় প্রিন্স রণরিধের স্থলে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উংলু অটের নির্বাচন অনুমোদন করবেন বলে ঘোষণা দেন রাজা নরোদম সিহানুক।

০৮.০৮.৯৭ ঃ নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য দেশ আলোচনায় বসে।

০৯.০৮.৯৭ ঃ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মার্কিন দূত ডেনিস রস ফিলিস্তিনি ও ইসরাইল সফরে আসেন। তিনি ইয়াসির আরাফাত ও নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক করেন।

১১.০৮.৯৭ ঃ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১-৩১ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়।

বসনিয়ায় ন্যাটো নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষী বাহিনী ঘোষণা করেছে সেখানে বিশেষ পুলিশ বাহিনী নিষিদ্ধ করা হবে।

১৩.০৮.৯৭ ঃ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সন্ত্রাস দমন বিল গৃহীত হয়।

১৪.০৮.৯৭ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য শতকরা এক ভাগ কোটা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৬.০৮.৯৭ ঃ এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর প্রধান মিটসু সাতো চারদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন মূল্যায়ন করার জন্য এই সফরে এসেছেন।

১৭.০৮.৯৭ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ইনাম-উল হক পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা (NGO) প্রতিষ্ঠান 'হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর প্রেসিডেন্ট মিসেস জন হোলমস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাত করেন।

১৯.০৮.৯৭ ঃ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ১৮৪১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন করে।

২০.০৮.৯৭ ঃ বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতকারী পদার্থ বিজ্ঞানী নরিস ব্রাডবুরি মৃত্যুবরণ করেন।

২১.০৮.৯৭ ঃ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

২২.০৮.৯৭ ঃ পশ্চিম রুয়ান্ডার সুদেনদি-এ একটি টুটসি শরণার্থী শিবিরে বিদ্রোহী হুটু সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ১২০ জনকে হত্যা করে।

২৩.০৮.৯৭ ঃ নেপালকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়া নিয়ে তেতুলিয়া থেকে ১৭ কি.মি. দূরবর্তী বাংলা বান্ধা সীমান্তে নেপাল-বাংলাদেশ বৈঠক হয়।

এশীয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রধান মিটসো সাতো চারদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

নির্মাণাধীন যমুনা বহুমুখী সেতুর ঠিক মধ্য স্প্যান স্থাপন করা হয়।

ইরানের প্রেসিডেন্ট খাতনামা ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর মাসুমেহ ইবতেকারকে প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছেন।

২৪.০৮.৯৭ ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও UNICEF এর উদ্যোগে বিশ্ব ধূমপান বিরোধী তামাক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫ দিন ব্যাপী (২৪-২৮ আগষ্ট) দশম সম্মেলন বেইজিং-এ শুরু হয়।

২৫.০৮.৯৭ ঃ সফররত এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) প্রেসিডেন্ট মিতসু সাতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেন।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে বসনিয়ান সার্ব প্রেসিডেন্ট বিলিয়ানা প্লাভচিমকে সমর্থন দিতে বলেছেন ডেটন শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য।

২৭.০৮.৯৭ ঃ শেরে বাংলা নগরস্থ এন.ই.সি. মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষি শুমারী '৯৬ এর প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

২৮.০৮.৯৭ ঃ পশ্চিম তীরের হেবরণে সাংবাদিকদের সঙ্গে আরাফাত আলোচনা করেন। তিনি বলেন ইসরাইলকে অবশ্যই পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যাকার ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে।

২৯.০৮.৯৭ ঃ সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (কোবানা) সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

৩১.০৮.৯৭ ঃ ব্রিটেনের রাজকুমারী ডায়না গাড়ী দুর্ঘটনায় নিহত হন।

দিনাজপুরের আদালত ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার রায় ঘোষণা করে। এতে তিন অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়।

বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৭ অনুষ্ঠিত

বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি. ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ১৭ জুন থেকে ২৫ জুন ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরীণ বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৭ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জুন কলেজ হল রুমে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আহবায়ক অধ্যাপক রওনক আরা বেগম ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক অধ্যাপক নুরুল আলম ভূঁইয়া।

জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, "এ কলেজে আমি ইতোপূর্বে না আসলেও এ কলেজ সম্পর্কে অনেক জানি। কিছু দিন পূর্বে আমি এক ছাত্র ভর্তির বিষয়ে এ কলেজ অধ্যক্ষকে অনুরোধ করি, কিন্তু অধ্যক্ষ স্পষ্ট করে বললেন এখানে নিয়মনীতি অনুসারেই ভর্তি হতে হয়। অধ্যক্ষের এ কথায় আমি একজন আদর্শ সাহসী শিক্ষকের পরিচয় পেয়েছি এবং এ কলেজের প্রশাসন সম্পর্কে অবহিত হয়েছি"। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে জনাব আহম্মেদ বলেন, "প্রেসিডেন্টের মত আমিও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। এ কলেজ রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত জেনে আমি আনন্দিত। যে কোন মূল্যে হোক এ কলেজকে রাজনীতি মুক্ত রাখা হবে।"

কলেজ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে জনাব কামাল মজুমদার তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগত তহবিল হতে নগদ এক লক্ষ টাকা কলেজে ডোনেশন প্রদান করেন। পরে তিনি দাবা ও টেবিল টেনিস খেলে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন।

একাদশ শ্রেণীর ৩য় পর্বের ফল প্রকাশ

১ম ঃ ফররুখ

২য় ঃ তানভীর

৩য় ঃ মুশফিক

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ১২ জুন একাদশ শ্রেণীর ৩য় পর্বের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে সর্বমোট ৪৮০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৭২ জন কৃতকার্য হয়েছে। পাশের হার৫৬.৬৬%। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ১৭৮ জন, তৃতীয় বিভাগ ৪১ জন ও বিশেষ বিবেচনায় পাশ ২৯ জন।

মেধা তালিকা

১ম : সৈয়দ ফররুখ আহমেদ, রোল-৩২৪৯, প্রাপ্ত নম্বর ৭৯৯। ২য় : তানভীর আহমেদ, রোল ৩২০৫, প্রাপ্ত নম্বর ৭৯৩। ৩য় : মুশফিক মাহমুদ, রোল ৩১৬০, প্রাপ্ত নম্বর : ৭৩৬। ৪র্থ : বাহার আহমেদ খান, ৫ম: শাহানা আক্তার, ৬ষ্ঠ : সোহানী ইসলাম ও মোঃ মাসুদ হাসান পাটওয়ারী, ৭ম : শাম্মী রহমান, ৮ম : লুইসা ফজিলা চৌধুরী, ৯ম : মোঃ মাহমুদুল হক এবং ১০ম : রাঁসেল ইবনে ইলিয়াস।

প্রথম স্থান অধিকারী ফররুখ আহামেদ চাঁদপুরের জনাব সহিদ আহমেদের পুত্র। ১ম পর্বের পরীক্ষায়ও সে প্রথম হয়েছিল। এস,এস,সি পরীক্ষায় তার নম্বর ছিল ৭৯৯।

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তানভীর আহমেদ বিক্রমপুরের জনাব আবুল হোসেন-এর পুত্র। এস, এস,সি পরীক্ষায় সে কলেজিয়েট স্কুল থেকে মানবিক বিভাগে ৭৯৩ নম্বর পেয়েছিল।

তৃতীয় স্থান অধিকারী মুশফিক মাহমুদ বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এম, আই, চৌধুরীর পুত্র।

অনার্স ১ম ও ২য় বর্ষ চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গত জুলাই মাসে ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অনার্স ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যালয়ন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ১ম বর্ষ

৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে হয়েছে শ্রী গৌতম কুমার, ২য় ঃ ফাতেমা খাতুন এবং ৩য় ঃ কানিজ আফসানা সেতু, তাহমিনা আরজু সুমি, সাজ্জাদ সালাদীন, আজিজ আশরাফ ও হাসান বিন শরীফ।

হিসাববিজ্ঞান (সম্মান) ১ম বর্ষ

মোট ৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয় ২৬ জন। ১ম হয়েছে মোঃ জাহেদুল ইসলাম, ২য় শাকিলা বাণু এবং ৩য় ইমতিয়াজ আহমদ।

মার্কেটিং (সম্মান) ১ম বর্ষ

মোট ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪০ জনই কৃতকার্য হয়। ১ম হয়েছে মোঃ শহিদুল্লাহ, ২য় ঃ ইয়ামান হোসেন এবং ৩য় ঃ শাহনাজ জেরীন।

ফিন্যান্স (সম্মান) ১ম বর্ষ

মোট ৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৩ জন কৃতকার্য হয়। ১ম হয়েছে মিনহাজ সহিদ, ২য় শামসুল আলম এবং ৩য় নাছির উদ্দিন রায়হান।

ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষ

পরীক্ষার্থী ৪৩ জন। ১ম হয়েছে শরমিন জাহাঙ্গীর, ২য় ঃ মীর তৌফিকুর রহমান, ৩য় ঃ খাদেমুল বাশার, ফারহানা আজাদ ও সাইকুল আহসান

হিসাববিজ্ঞান (সম্মান) ২য় বর্ষ

মোট ৩৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয় ২৯ জন। ১ম হয়েছে নাহিদ পারভেজ, ২য় ঃ নুরে আলম সিদ্দীকী এবং ৩য় ঃ সারোয়ার জাহান।

সম্পাদক ঃ এস.এম.আলী আজম, উপদেষ্টা সম্পাদক ঃ মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহী সম্পাদক ঃ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদকঃ বিষ্ণু পদ বণিক, সাহিত্য সম্পাদক ঃ মামুন উর রশিদ মুরাদ, ক্রীড়া সম্পাদক ঃ হাফিজ হারুনুর রশীদ সুমন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ হাবিব শরিফ উল্লাহ টিপু, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ঃ আমানত বিন হাশেম মিথুন। ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ওসমানী প্রিন্টার্স, ১নং সুপার মার্কেট, মিরপুর-১,ঢাকা থেকে মুদ্রিত,ফোন ঃ ৮০ ৫৬ ১০ (কলেজ)।

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

টিচার্স ওরিয়েন্টশন ট্রেনিং কোর্স উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভিকারুননেছা নুন স্কুল ও কলেজ অধ্যক্ষ মিসেস হামিদা আলী (বামে), সমাপনী অধিবেশনে প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের পক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করছেন কোর্স সমন্বয়কারী জাহিদ হাসান সিকদার ও মাঝে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৮ ও ৯ জুন ঢাকা কলেজের 'টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং কোর্স' অনুষ্ঠিত হয়।

৮ জুনঃ প্রথম অধিবেশন

সূচনা বক্তব্য রাখেন কোর্স কো-অর্ডিনেটর মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ জাহহদ হোসেন সিকদার। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। পরে ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি ভিকারুননেসা নুন স্কুল ও কলেজ অধ্যক্ষ মিসেস হামিদা আলী। মিসেস হামিদা আলী বলেন, "বিন্দু থেকে সিন্ধু দেখার জন্য আমি ঢাকা কমার্স কলেজে এসেছি। এ কলেজের অবয়ব ও কর্মকান্ড দেখে আমি মুগ্ধ।" সবশেষে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

৮ জুন ঃ দ্বিতীয় অধিবেশন

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের নেপথ্যে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান আবদুছ ছাত্তার মজুমদার। একজন শিক্ষক হিসাবে কলেজ প্রশাসন ও বিভাগের কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) মোঃ রোমজান আলী, বিভাগীয় কার্যক্রম ও আন্তঃবিভাগ সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদ ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইলিয়াছ। শিক্ষা সম্পূরক কার্যাবলী সম্পর্কে বলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া।

৮ জুন ঃ তৃতীয় অধিবেশন

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। শ্রেণী কক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদ ডীন মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। কলেজের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও শান্তি-শৃংখলা সম্পর্কে বলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (একাডেমিক ও উন্নয়ন) মোঃ বাহার উল্লাহ ভূঁইয়া। অফিসের নিয়ম কানুন ও নৈতিকতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

সবশেষে দিনের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর মূল্যায়নধর্মী আলোচনা করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

৯ জুন ঃ প্রথম অধিবেশন

সদ্য যোগদানকৃত শিক্ষকগণ নির্ধারিত বিষয়ের উপর শ্রেণীতে পাঠদানের মত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য উপস্থাপনকারী শিক্ষকগণ হলেন ইংরেজী বিভাগের জাকির হোসেন মজুমদার, ভূগোল বিভাগ মোঃ এনামুল হক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সুভাষ চন্দ্র দাস, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ নিজাম উদ্দীন ও সৈয়দা ফারহানা আজাদ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী, শামসাদ শাহ্‌জাহান, এ এম শওকত ওসমান ও কাজী ফয়েজ আহাম্মদ, মার্কেটিং বিভাগের মোঃ শফিকুল ইসলাম ও দিদার মাহমুদ, পরিসংখ্যান বিভাগের মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিষ্ণুপদ বণিক ও মোঃ আব্দুল খালেক এবং গণিত বিভাগের মোঃ মিরাজ আলী।

৯ জুন ঃ দ্বিতীয় অধিবেশন

বক্তব্য রাখেন নোয়াখালী সরকারী কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর হোসাইন আহমদ, ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর আলী আজম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ডঃ মঈনুল হোসেন ও চট্টগ্রাম মহসিন কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর কাজী নুরুল হক।

সমাপনী অধিবেশন

সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। সবশেষে প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

পরিচালনা পরিষদের সভা

৯ জুন'৯৭ ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ, একাডেমিক কার্যক্রম ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পরিষরের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ।

শিক্ষক নিয়োগ

রুবাইয়াৎ জাহান বিশ্বাস

রুবাইয়াৎ জাহান বিশ্বাস গত ১৮ জুন মনোবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি অনার্স, মাষ্টার্সে প্রথম শ্রেণীসহ ১৯৮৯ সালে ইডেন কলেজ থেকে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন। কোডা কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক রুবাইয়াৎ বাংলাদেশ বেতারের একজন সঙ্গীত শিল্পী।

আশরাফুল আলম

কাজী আশরাফুল আলম ১০ জুলাই ফিন্যান্স বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। আশরাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

ইব্রাহিম খলিল

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল গত ১০ জুলাই ফিন্যান্স বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। সিরাজগঞ্জের খলিল ৯৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন।

আওলাদ হোসেন

মোঃ আওলাদ হোসেন গত ১০ জুলাই অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বিক্রমপুরের আওলাদ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

ফারজানা আজাদ

সৈয়দা ফারজানা আজাদ গত ২৮ জুলাই ১৯৯৭ তারিখে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। জামালপুরের ফারজানা ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন এবং বি.কম (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

ফয়েজ আহাম্মদ

কাজী ফয়েজ আহাম্মদ গত ২৮ জুলাই ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। লক্ষীপুরের ফয়েজ ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন।

নিজাম উদ্দীন

মোঃ নিজাম উদ্দীন ৩০ জুলাই হিসাববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করে। লক্ষীপুরের নিজাম উদ্দীন ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. কম. ডিগ্রী লাভ করেন।

শওকত ওসমান

এ. এম. সওকত ওসমান গত ৩০ জুলাই ব্যবস্থাপনা বিভাগে। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম. (সম্মান)সহ এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুদিন একটি কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রোগ্রামের সেন্টার কো-অর্ডিনেটর হিসাব ২ বৎসর নিয়োজিত ছিলেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা থেকে, ৫৬ দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ।

শুভ বিবাহ

সাদিক মোঃ সেলিম

ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক সাদিক মোঃ সেলিম ৪ জুন হোম ইকোনোমিক্স কলেজের সম্মান তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সাহেদা আক্তার কলির শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান এর বিদায় সম্বর্ধনা

বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান। মঞ্চে উপবিষ্ট অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও নতুন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবু আবদুল্লাহ।

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২৪ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমানকে বিদায় সম্বর্ধনা দেয়া হয়। প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান ১ সেপ্টেম্বর '৯২ হতে ১৩ জুলাই '৯৭ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রেষণে) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ১৪ জুলাই '৯৭ তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি হাজী আসমত কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, ইডেন কলেজ ও করোটিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন।

গত ২৪ জুলাই প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান এর বিদায় সম্বর্ধনা তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম পর্বঃ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক বিদায় সম্বর্ধনা

প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান এর বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করে রাসেল। ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য রাখে শাওন, সুমন ও মাসুদ। শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব বাহার উল্লা ভূঁইয়া, জনাব আব্দুল কাইয়ুম, বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান, উপাধ্যক্ষ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান বেদনার্ত কণ্ঠে বলেন, "ঢাকার বাইরে অনেক কলেজে ছাত্র উপস্থিতি অতি নগন্য। অনেক সরকারী কলেজেই লেখাপড়ার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের মত সুন্দর লেখাপড়ার পরিবেশ আর পাইনি। তাই এ কলেজ ছেড়ে গিয়েও এ কলেজের কথা আজীবন মনে থাকবে। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ বলেন, "দেশের অনেক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে না, অথবা শিক্ষকের অবদান স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা শিক্ষকদের বিদায় সম্বর্ধনা দিয়ে থাকে"।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক বিদায় সম্বর্ধনা

দ্বিতীয় পর্বে স্নাতক পাস ও সম্মান এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক আয়োজিত বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমানের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করে এম.কম. ব্যবস্থাপনার ছাত্রী হুসনে জাহান আরজু। ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখে বি.কম. (পাস)-এর রাশেদ, অনার্সের শাহরিয়ার ও মাস্টার্সের শিপন। শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, জনাব মোঃ রোমজান আলী, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ আবু আহমদ আবদুল্লাহ, বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

তৃতীয় পর্ব ঃ শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক বিদায় সম্বর্ধনা

তৃতীয় পর্বে শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান এর বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব আবদুল কাইয়ুম, জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, জনাব মোঃ ইলিয়াস, জনাব মোঃ নুর হোসেন, জনাব মোঃ আবু তালেব, মিসেস রওনাক আরা বেগম ও জনাব বদিউল আলম, বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের তিনটি পর্বে বিদায়ী উপাধ্যক্ষ সম্পর্কে উল্লেখিত বিভিন্ন গুণের কথা এক নজরে উপাস্থাপনা করেন এস.এম. আলী আজম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

সবশেষে বিদায়ী উপাধ্যক্ষের সম্মানে এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন হয়।

সিরাজুল ইসলাম ও তপা হাশেমীর বিদায় সম্বর্ধনা

গত ২২ জুলাই শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষক পরিষদ কতৃক ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলা বিভাগের প্রভাষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও ফিন্যান্স বিভাগের প্রভাষক সৈয়দা তপা হাশেমীর বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ রোমজান আলী, জনাব মোঃ নুর হোসেন, জনাব বদিউল আলম, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবু আহমদ আবদুল্লাহ, বিদায়ী শিক্ষক জনাব সিরাজুল ইসলাম ও মিসেস তপা হাশেমী এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। উল্লেখ্য, জনাব সিরাজুল ইসলাম সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন এবং মিসেস তপা হাশেমী উচ্চ শিক্ষার্থে বেলজিয়াম যাচ্ছেন।

সিরাজুল ইসলামকে কলেজ মনোগ্রাম খচিত ক্রেষ্ট দিচ্ছেন অধ্যক্ষ।

তপা হাশেমীকে ক্রেষ্ট দিচ্ছেন অধ্যক্ষ, ডানে উপাধ্যক্ষ।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

ঢাকা কমার্স কলেজে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে । **ভর্তির নিয়মাবলী ঃ** ১। ভর্তির ন্যূনতম নম্বর এস.এস.সি-তে ৫৫০ নম্বর। ২। পাঠে বিরতি গ্রহণযোগ্য নয় ৩। ভর্তি পরীক্ষা -৮ আগষ্ট '৯৭ সকাল ১০টায়, ৪। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৫। পরীক্ষার মান ১০০ নম্বর (বাংলা-৩০, ইংরেজী-৩০, সাধারণ জ্ঞান-১০, সাধারণ গণিত-৩০)। ৬। ভর্তি ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ ৭ আগষ্ট '৯৭। ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান আবদুছ ছাত্তার মজুমদার।

অর্থমন্ত্রী সকাশে অধ্যক্ষ

দর্পণ রিপোর্ট।। ৪ জুন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান অর্থমন্ত্রী এ.এস.এম. কিবরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। মন্ত্রী সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কলেজের পরীক্ষার ফলাফল শুনে অভিভূত হন। এ সময় বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মোঃ সাইদুর রহমান মিয়া ও দর্পণ বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ সরওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

ভিওএ ফ্যান ক্লাব রক্তদান কর্মসূচীতে ঢাকা কমার্স কলেজ দল

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২৫ জুলাই ঢাকা জেলা ভিওএ ফ্যান ক্লাব ও রেড ক্রিসেন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ভিওএ ফ্যান ক্লাব কেন্দ্রীয় দফতরে এক রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউসিস এর ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ রবার্ট কার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফ্যান ক্লাব উপদেষ্টা শাহজাহান আলী মন্ডল, ফ্যান ক্লাব ফেডারেশন চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রিসেন্ট আমেরিকান প্রতিনিধি মিসেস রাবেয়া মাথাইল ও ফ্যান ক্লাবের কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ শফিকুর রহমান।

কর্মসূচীতে ঢাকা কমার্স কলেজ ভিওএ, মেট্রোপলিটন ভিওএ, স্টার ভিওএ, হোম ইকোনোমিকস্ ভিওএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিওএ এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ ভিওএ ফ্যান ক্লাব আহবায়ক এস.এম.আলী আজম, সদস্য সচিব ফয়সাল উদ্দীন আহমেদ ও সদস্য নাহিদ, সায়মন, তন্ময়, সুজন, আহসান, রানা ও মামুন রক্তদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের সিলেট ভ্রমণ

দর্পণ রিপোর্ট।। ফিন্যান্স এম.কম. শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বিভাগীয় চেয়ারম্যান নুর হোসেন এর নেতৃত্বে ১৯ থেকে ২২জুন'৯৭ সিলেট সফর করে। সফরকালে তারা জাফলং, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট পর্যটন কর্পোরেশন, মাধবকুন্ডের ঝর্ণা, শ্রীমঙ্গলের চা বাগান ইত্যাদি এলাকা ঘুরে দেখেন। তারা হযরত শাহ্জালাল ও শাহ্পরাণ (রঃ) এর মাজারও জিয়ারত করেন। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী শাহ্ কামাল সফরকারীদের চায়ের উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করেন। ভ্রমনকারী দল শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হন।

শেখ বশির ও বদিউল আলমের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

দর্পণ রিপোর্ট ।। ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক শেখ বশির আহমেদ ও বদিউল আলম গত ৩০মে থেকে ১০ জুলাই '৯৭ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উচ্চতর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে' অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্যান্যের মধ্যে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

সাইকেলে দেশ ভ্রমণকারীদের ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

দর্পণ রিপোর্ট ।। বাংলাদেশ ডিবেটিং সোসাইটির পরিচালক জামাল উদ্দিন ও সমন্বয়কারী আনছারী কাফী গত ৬ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, জনাব জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ৫ সদস্যদের একটি দল গত ১ মার্চ থেকে সাইকেলে দেশ ভ্রমণ করছেন।সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে তারা এ সাইকেল ভ্রমণের উদ্যোগ নেয়। তারা সাত হাজার কিলোমিটার পথ সাইকেলে ভ্রমণের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

উক্ত দু' সাইক্লিষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান ও ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাবের সভাপতি এস. এম. আলী আজম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দেন। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণ করেন।

আবু আব্দুল্লাহ কলেজের নতুন উপাধ্যক্ষ

১৪ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের অর্থনীতি বিভাগীয় খন্ডকালীন শিক্ষক প্রফেসর আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

নতুন উপাধ্যক্ষের জীবনী

নামঃআবু আহমদ আবদুল্লাহ
জন্ম স্থান ঃ কুমিল্লা
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ (ক) এম.এ. (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ইং, (খ) ই.ডি.এস. (স্পেশালিস্ট-ইন-এডুকেশান), উত্তর কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৬৯ ইং।
চাকুরীর অভিজ্ঞতা ঃ (ক) অধ্যাপনা ঃ সিলেট, কুমিল্লা, ঢাকা ও ফেনী সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৫ হতে ১৯৮৪ পর্যন্ত।
(খ) অধ্যক্ষ ঃ কুমিল্লা ও ঢাকা সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, ১৯৮৪ইং হতে ১৯৯৬ ইং পর্যন্ত।
অন্যান্য অভিজ্ঞতা ঃ (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি সমিতির "এক্সিকিউটিভ কমিটির" সদস্য, ১৯৯২-৬৩। (খ) প্রেষণে "বিশেষজ্ঞ" জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৯৩ হতে ২৭ মে, '৯৬ইং।
বিদেশে শিক্ষাসফর ঃ পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স এবং মালয়েশিয়া (১৯৬৮-১৯৯৬ইং পর্যন্ত)।

ইসলামে মানবাধিকার শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অধ্যাপক আলী আজম

দর্পণ রিপোর্ট।। ২৯ জুন '৯৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিশনে আন্তর্জাতিক ইসলামিক প্রতিনিধি সংগঠন আয়োজিত 'ইসলামে মানবাধিকার' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক অধ্যাপক এস.এম. আলী আজম অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কিরগিস্তান সংসদের ডেপুটি স্পীকার ফাত্তাব বখতিয়ার আজিজোবিচ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অন্যান্যের মধ্যে রাশিয়ান সংসদ সদস্য কারিমোভা দিনিয়া ইউসুফ ওভনা। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফেসর এ.কিউ.এম. শেফাতউল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ শিকদার।

VOA ফ্যান ক্লাব রক্তদান কর্মসূচীতে ঃ ১. USIS ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ কার (মাঝে) এর সঙ্গে ফ্যান ক্লাব কেন্দ্রীয় সংগঠক শফিকুর রহমান ও DCC VOA ফ্যান ক্লাব আহবায়ক আ আজম, ২. রেড ক্রিসেন্ট আমেরিকান প্রতিনিধি রাবেয়া মাথাইল (বামে) ও সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী (ডানে), ৩. DCC VOA ফ্যান ক্লাব সদস্যবৃন্দ।

মুখোমুখি - ৪

মোঃ নুর হোসেন
চেয়ারম্যান, ফিনান্স বিভাগ

১। **শায়লা আরিফা খান-এম.এফ-১৬ঃ** বাংলাদেশ ফিন্যান্স বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ কেমন এবং কী কী সমস্যা রয়েছে ?

জনাব নুর হোসেন ঃ *বাংলাদেশে ফিন্যান্স বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা কমার্স কলেজ ছাড়া অন্য কোথাও ফিন্যান্স বিষয়ে পড়ার সুযোগ নাই।*

বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য নির্ভর। উন্নত বিশ্বের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফিন্যান্স বিভাগ রয়েছে। আমাদের দেশে ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে ফিন্যান্স বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বিষয়টি আমাদের দেশে নতুন সংযোজন। ফিন্যান্স বিষয়ের সকল বই পত্র English Medium এর। বাংলায় এ বিষয়ে ভালো কোন বই নাই। ফিন্যান্স বিষয়ে গবেষণার অভাব রয়েছে।

২। **রোকসানা জাফর লিমা-** এ ৮৫ঃ ফিন্যান্স বিষয়ে লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ কেমন ?

জনাব নুর হোসেন ঃ *ফিন্যান্স বিষয়ে লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে বড় ধরনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিজিং কোম্পানী, Multinational Co. সহ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে এদের সম্মানজনক কর্মক্ষেত্রের সুযোগ রয়েছে। ফিন্যান্স এর ছাত্ররা পাশ করার সাথে সাথেই যে কোন ভাল প্রতিষ্ঠানে Absorb হয়ে যায়।*

৩। **চৈতি ইসলাম**, বি.এ. ২য় বর্ষ, নাজির আহমেদ ডিগ্রী কলেজ, বেরইল, মাগুরাঃ স্যার, বাংলাদেশে কলেজ পর্যায়ে ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স, মাষ্টার্স চালুর ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান কোথায়?

জনাব নুর হোসেন ঃ *বলতে গেলে কলেজ পর্যায়ে ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স, মাষ্টার্স কোর্স চালুর ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে; অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কলেজেই প্রথম অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ে ফিন্যান্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়।*

৪। ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার কেমন লাগছে ?

জনাব নুর হোসেন ঃ *ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমি দেশ ও জাতির খেদমত করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।*

মুখোমুখি - ৫

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের পরবর্তী সংখ্যায় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মুখোমুখি হবেন সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স বিভাগের প্রধান মোঃ আবু তালেব।

নাট্য পরিষদের প্রথম প্রযোজনা

সুখী কে?

দর্পণ রিপোর্ট ।। গত ৬ জুলাই রাতে কলেজ হল রুমে ঢাকা কমার্স কলেজ নাট্য পরিষদের প্রথম প্রযোজিত 'সুখী কে?' নাটক মঞ্চস্থ হয়। অধ্যক্ষসহ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ নাটকটি উপভোগ করেন। নাটকটি রচনা করেছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, পরিমার্জনায় সিরাজুল ইসলাম ও নির্দেশনায় হাসানুর রশীদ।

'সুখী কে' নাটকের একটি দৃশ্য।

অভিনয়ে আফজালুর রশীদ, লুৎফা, তানভীর, পলি, শাহীন, নৌ, সবুজ, কিরণ, কাজল, ছন্দা, জার্জিজ, বাচ্চু, আকাশ, সুফিয়ান, খোকন, তুহেল ও ইসলাম শেখ।

দৃষ্টিপাত

চৌধুরী সাহেব তিন কন্যা সন্তানের জনক। সুখী-সফল জীবনের বিরাট অংশ পাড়ি দিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন বার্ধক্যে। ইতোমধ্যে তার কন্যাত্রয়ও হয়েছে জননী। তিনি আকস্মিক ইচ্ছা করলেন দেখবেন তার সন্তানেরা সুখী কিনা।

এ প্রয়াসে নাট্যকার দেখলেন তাঁকে তার তিন সন্তানের, তিন সংসারের খন্ড চিত্র। যাকে বিয়ে দিয়েছেন তিনি সবার অমতে সেই ছোট মেয়ে মিনুকেই দেখলেন প্রকৃত সুখী। তিনি জীবনের সেই সৈকতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলেন অর্থ সুখ দেয়না, প্রকৃত সুখ দেয় সততা।

রোটার‍্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসে বেস্ট এ্যাওয়ার্ড লাভ

দপর্ণ রিপোর্ট।। ১৯৯৬-৯৭ রোটা বর্ষে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা নর্থ ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসে বেস্ট এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। ক্লাবের ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ডিরেক্টর রোটার‍্যাক্টর অধ্যাপক এস.এম. আলী আজম এর আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশের ১৩০টি ক্লাবের মধ্যে এ ক্লাব শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক সেবা পুরস্কার লাভ করে।

রোটার‍্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস বেস্ট এ্যাওয়ার্ড হাতে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা নর্থের ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ডিরেক্টর আলী আজম।

ঢাকা কমার্স কলেজ নাইট পালন

দর্পণ রিপোর্ট।। ৬ জুলাই রাতে পালিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ নাইট। অধ্যক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দ সারারাত কলেজে রাত্রী যাপন করেন। শিক্ষকবৃন্দ গান গেয়ে, কার্ড খেলে, কৌতুক করে নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়ে দেয়। কিছু ছাত্রও রাতে কলেজে থাকে এবং তারা রাতভর ঢোল-তবলা, ক্যাসেট বাজিয়ে আনন্দ-স্ফূর্তি করে। কখনওবা ছাত্র-শিক্ষক একাকার হয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ করেন।

বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত

৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিক ভোজ '৯৭। ভোজে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অতিথিসহ প্রায় আঠার শত লোক অংশগ্রহণ করেন।

টিভি বিতর্কে ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক দল

দর্পণ রিপোর্ট।। জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা '৯৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিপক্ষ ঢাকা কলেজ বিতর্ক দল। ১০ জুন বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি টিভি অডিটোরিয়ামে ধারণ করা হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল "নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না করে বহুতল ভবন নির্মাণ আমাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" অংশগ্রহণকারী ঢাকা কমার্স কলেজ বিতার্কিকরা হল ফারজানা মতিন মিতু (এম-২১), রুবাবা নাজনীন নূর রিমি (৩০৭৮) এবং সোহানী ইসলাম টুসি (৩০৫৯)।

জুন '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

১ জুন '৯৭
মায়ানমারকে আসিয়ানের সদস্য করার সিদ্ধান্ত।
২ জুন '৯৭
আয়ারল্যান্ডে দেড়শ বছর আগের দুর্ভিক্ষের জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বৃটিশদের দোষ স্বীকার।
জাতিসংঘের সাথে ইরাকের তেল চুক্তি নবায়নে মিঃ কফি আনানের সুপারিশ।
৩ জুন '৯৭
'ইন্দোনেশিয়ায় অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি'-যুক্তরাষ্ট্র।
৪ জুন '৯৭
বার্মায় অংসান সুকীর ৩ শ' এর বেশী সমর্থকের মুক্তি লাভ।
৬ জুন '৯৭
চীনে মাদক বিরোধী অভিযানে প্রায় ২ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।
৭ জুন '৯৭
সাইবেরিয়ায় বিনিয়োগের ব্যাপারে রাশিয়া ও আসিয়ানের মধ্যে যৌথ কমিশন গঠন করা হয়।
৮ জুন '৯৭
শ্রীলংকায় সংঘর্ষে ৯৫ জন তামিল গেরিলা নিহত হয়।
১০ জুন '৯৭
আয়ারল্যান্ডের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী জোট বিজয়ী। ফিয়ান্না ও প্রগ্রেসিভ ডেমেন্যাটদের নিয়ে এ জোট গঠিত।
১২ জুন '৯৭
সীতারাম কেশরী ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।
জাতীয় সংসদে ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট পেশ।
১৪ জুন '৯৭
ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইস্তাম্বুলে যান।
চেচেন-রুশ শুল্ক চুক্তি স্বাক্ষর। এতে রুশ শুল্ক কমিটি চেচনিয়ায় একটি দফতর স্থাপন করবে এবং চেচেন শুল্ক কমিটি রাশিয়ায় অনুরূপ দফতর খুলবে।
মৌলভীবাজার জেলায় মাগুড়ছড়া গ্যাস ফিল্ডে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটে।
১৫ জুন '৯৭
আজ থেকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ শুরু।
ইস্তাম্বুলে 'ডি-৮' শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এতে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া ও স্বাগতিক তুরস্কের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।
পুলিশী রিমান্ডে নির্যাতনের ফলে নুরুজ্জামান শরীফ (৩৫) নামের একজনের মৃত্যু।
১৬ জুন '৯৭
ক্রোয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কো তুজম্যান পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
১৭ জুন '৯৭
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বেতন কমিশনের রিপোর্ট পেশ।
১৯ জুন '৯৭
কুন্দুজ শহর তালেবানরা দখল করে নেয়।
২০ জুন '৯৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারে জি-৭ ও রাশিয়ার নেতাদের মধ্যে তিনদিন ব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়।
২৩ জুন '৯৭
আজ ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। ২৪০ বছর আগে ১৭৫৭ সালের এ দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়েছিল।
২৫ জুন '৯৭
তালিবান বাহিনী দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি স্থান দখল করে নেয়।
২৯ জুন '৯৭
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে অর্থ বিল '৯৭ পাস হয়।
-আলবেনিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
৩০ জুন '৯৭
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ দিনের সফরে জাপান যান।
চীনের কাছে বৃটিশ উপনিবেশ হংকং হস্তান্তরিত হয়।

জুলাই '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

১জুলাই'৯৭
বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
চীনের অংশ হিসেবে হংকং এর নবযাত্রা শুরু।
২ জুলাই'৯৭
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আকাসাকা রাজ প্রাসাদে জাপানী সম্রাট আকিহিতোর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৩ জুলাই'৯৭
আজ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী।
৪ জুলাই'৯৭
দেশ ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষ মেলা শুরু।
৫ জুলাই'৯৭
আজ আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস।
৬ জুলাই'৯৭
জাপানে ৬ দিনের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলে মহানবী (সঃ) ও কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে সংসদে সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ।
৭ জুলাই'৯৭
বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রেল চলাচল শুরু।
কম্বোডিয়ায় দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হুনসেনের অনুগত বাহিনী রণরিধের বাহিনীর সকল ঘাঁটি দখল করে নেয়।
৮ জুলাই'৯৭
৫ বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ।
মাদ্রিদে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন শুরু।
১০ জুলাই'৯৭
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত।
১৩ জুলাই'৯৭
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেসকোর উদ্যোগে আয়োজিত বয়স্ক শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে হামবুর্গে পৌছেন।
সীমা ধর্ষণ মামলার আসামীরা বেকসুর খালাস।
চেগুয়েভারার দেহাবশেষ সামরিক মর্যাদায় কিউবায় নেয়া হয়।
১৪ জুলাই'৯৭
ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
এশিয়া কাপ ক্রিকেটের প্রথম খেলায় শ্রীলংকার কাছে পাকিস্তান ১৫ রানে পরাজিত।
১৫ জুলাই'৯৭
ইহুদীদের কর্তৃক মহানবী (সঃ) ও পবিত্র কুরআন অবমাননা এবং দেশীয় নাস্তিক চক্রের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল পালিত।
আলজেরিয়ার ইসলামী স্যালভেশান ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস মাদানীর মুক্তি লাভ।
১৬ জুলাই'৯৭
তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের মধ্যে রেলওয়ের ক্ষেত্রে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
দারিদ্র দূরীকরণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সাড়ে ১০ কোটি ডলার দেবে।
৬ষ্ঠ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশ পরাজিত।
১৭ জুলাই'৯৭
কে আর নরায়ণানকে ভারতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
১৮ জুলাই'৯৭
এশিয়া কাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকার কাছে ভারত পরাজিত।
২১ জুলাই'৯৭
যমুনা সেতুর ৮৮ ভাগ কাজ সম্পন্ন এবং আগামী জুনের মধ্যে চালু হবে।
পাথ ফাইন্ডার ও নাসার মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত।
২২ জুলাই'৯৭
ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ এবং আহত ২০ জন।
এশিয়া কাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকার কাছে বাংলাদেশ ১০৩ রানে পরাজিত।
২৪ জুলাই'৯৭
ভারত ৯ উইকেটে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।
২৫ জুলাই'৯৭
বায়তুল মোকাররম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী।
কে আর নারায়ণানের ভারতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ।
২৬ জুলাই'৯৭
৬ষ্ঠ পেপসি এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারতকে হারিয়ে শ্রীলংকা চ্যাম্পিয়ন হয়।
২৭ জুলাই'৯৭
আসিয়ান পুরস্কার নামে একটি নতুন পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা।
৩১ জুলাই'৯৭
শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকাকে হত্যা ষড়যন্ত্রে সন্দেহভাজন ৫ জন তামিলকে গ্রেফতার।

মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
আষাঢ়-ভাদ্র, ১৪০৪

স ॥ স্পা ॥ দ ॥ কী ॥ য়

রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন

গত ৫ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "আমার বলতে দ্বিধা নেই- আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি মুক্ত হওয়া উচিত। দেশের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নামে চলছে সন্ত্রাস। অথচ জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন। তিনি আরোও বলেন, যে কোন উপায়ে হোক রাজনীতি মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজে রাজনীতি ঢুকতে দেয়া যাবে না।" একই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার একই বছর আমিও একটি রাজনীতি মুক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। আর রাজনীতি মুক্ত সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ফলাফলও ঢাকা কমার্স কলেজের মতই ঈর্ষণীয়।" বিশেষ অতিথি আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি বলেন, " আমার মিরপুর এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত করতে আমি আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব।" গত ১৭ জুন কলেজের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, "প্রেসিডেন্টের মত আমিও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে।" উল্লেখ্য, ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের অন্যতম রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর এ রাজনীতি মুক্ত বিশুদ্ধ শান্ত পরিবেশই এ কলেজকে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেতে সহায়তা করেছে।

দেশের শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান প্রধান সমস্যা ছাত্র রাজনীতির নামে 'সন্ত্রাস'। সন্ত্রাস শিক্ষার প্রতিবন্ধক, গণতন্ত্রের অন্তরায়। এ শতাব্দীর আতংক 'এইডস'-এর মতই সন্ত্রাসের ভাইরাস দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষাঙ্গনে, সংঘাত আর অস্ত্রের মহড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যেন এক একটি 'মিনি ক্যান্টনমেন্টে' পরিণত করেছে। বারুদের গন্ধে কলুষিত হচ্ছে পবিত্র শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ। মাসের পর মাস বন্ধ থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এক সঙ্গে শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার রেকর্ডও করেছে এ অভাগা দেশটি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছরে প্রথম ছয় মাসে ক্লাস হয়েছে মাত্র দেড় মাস। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে অনৈসলামিক কান্ড। সন্ত্রাসের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত এক দশকে বন্ধ ছিল ৩ বছর। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু !

লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে এসেছে সন্ত্রাস, খুন আর সেশনজট। ছাত্র রাজনীতির উন্মুক্ত পদচারণা ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করে শিক্ষাঙ্গনে গড়েছে সন্ত্রাসের স্থায়ী ঘাঁটি। ছাত্র সমাজের তারুণ্য আজ দলীয় সংকীর্ণতার ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে। কতিপয় হীনমনা পুঁজিপতি রাজনীতিবিদ্ ছাত্রদের 'হটেন টট' বানিয়ে ছাত্ররূপ পুতুল দিয়ে পুতুল নাচ দেখায়ে পুতুলের দোষারোপ করছে। সহজলভ্য ছাত্রদের দিয়ে অস্ত্রবাজী করিয়ে, কলম ফেলে হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা লুটছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্র সমাজ। অপরাজনীতির বিষাক্ত সংক্রমণ ছাত্রদের মেধা ও চরিত্রে অধঃপতন ডেকে এনেছে।

যে রাজনীতি ছাত্রদের অকল্যাণ করছে সে রাজনীতির আশ্রয় শিক্ষাঙ্গনে হতে পারে না। ভাবতে অবাক লাগে কতিপয় স্বার্থপর শিক্ষকও শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি চরিতার্থ করছে। ছাত্র রাজনীতির রয়েছে স্বর্ণালী অতীত। কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে এখন সেই মেধা আর ন্যায় নিষ্ঠতা নেই।

এমতাবস্থায় রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ব্যতীত উচ্চ শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি মুক্ত হওয়া আবশ্যক। আর মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন ও আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি'র মতই রাজনীতিবিদ্দের জাতীয় স্বার্থে রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার সদিচ্ছা থাকা দরকার।

দর্পণ কুইজ-৪

১।'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যাঁরা,' 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি,' 'পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্তলাল, রক্তলাল'-এই অবিস্মরণীয় ও অগ্নিঝরা গানগুলোর গীতিকার পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ হালদার।

[গোবিন্দ হালদার ফ্ল্যাট-৫, ব্লক-এইচ, লোয়ার ইনকাম গ্রুপ হাউজিং সোসাইটির ৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪-এই ঠিকানায় দু'কক্ষের এক জীর্ণ বাড়ীতে অন্ধ অবস্থায় অতি মানবেতর জীবনযাপন করছেন]

২। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার নওঁগা জেলার পত্নীতলা থানায় অবস্থিত। এর অন্য নাম সোমপুর বিহার।

৩। বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দর নায়েকে।

৪।বাংলাদেশে বীরত্ব পুরস্কারগুলো হল বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক। স্বাধীনতার ২৫ বছর পর তারামন বিবি বীর প্রতীক পুরস্কার লাভ করেন।

৫। 'কবর' নাটক এর নাট্যকার মুনির চৌধুরী এবং 'কবর' কবিতার কবি জসীম উদ্‌দীন।

পুরস্কার

৫০ টাকার প্রাইজবন্ড পেল যারাঃ

১। শাকির আহমেদ-একাদশ ৩৫০১

২। জুবায়ের আহমেদ-একাদশ ৩৪৬৫

অন্যান্য সঠিক উত্তরদাতা ঃ জেসমিন আক্তার জুঁই-৩০৭৯, রাশেদুল হাসান প্রিন্স-৩৫১৯ মমিনুল হাসান জয় - ৩৪৬৯, আফসানা চৌধুরী নাইস, দ্বাদশ শ্রেণী, নাজিমুদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর, আব্দুর রহিম, দ্বাদশ শ্রেণী, নোয়াখালী সরকারী কলেজ, মলিনা পাল প্রেয়সী, শহীদ স্মৃতি সরকারী মহাবিদ্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

দর্পণ কুইজ-৫

১। চেচনিয়ার প্রেসিডেন্টের নাম কি ?

২। মঙ্গল গ্রহে পাথ ফাইন্ডার কত তারিখে অবতরণ করে ?

৩। নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয় কোন্ দেশকে ?

৪। সম্প্রতি গঠিত অর্থনৈতিক জোট BISTEC-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কি ?

৫। 'ডি-৮' ভুক্ত দেশগুলোর নাম কি কি ?

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। সঠিক উত্তরদাতাদের থেকে লটারী করে দু'জনকে ৫০ টাকা করে পুরস্কার দেয়া হবে। উত্তর পাঠানোর ঠিকানা ঃ অধ্যাপক নুরুল আলম, পরিচালক, দর্পণ কুইজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

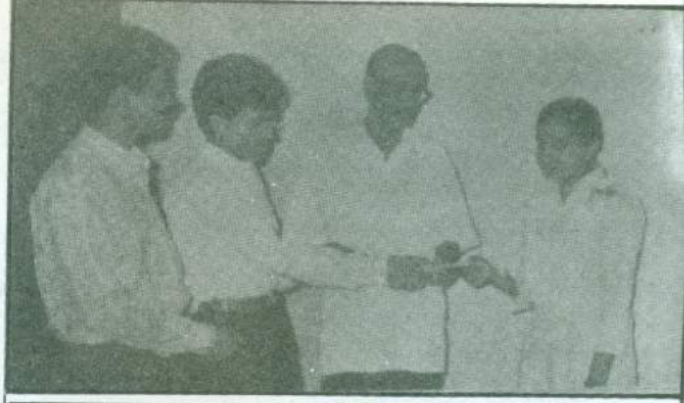

দর্পণ কুইজে-৩এ প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত জেসমিন আক্তার কে পুরস্কার দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ, বাম থেকে-দর্পণ সম্পাদক আলী আজম ও কুইজ পরিচালক নুরুল আলম।

দর্পণ শব্দকূট-১

এ সংখ্যা থেকে দর্পণ শব্দকূট চালু করা হয়েছে। বিজয়ীদের জন্য রয়েছে পুরস্কারের ব্যবস্থা। **সংকেত ঃ** পাশাপাশি ঃ (১) ফুলের নাম, (৪) পানের আরেক নাম, (৬) যে পাখি অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে, (৭) মূল্যবান। **উপর নিচ ঃ** (১) নদীর নাম, (২) সবুজ জমীনে লাল সূর্য, (৩) মহানবী বাল্যকালে যে উপাধি পেয়েছিলেন, (৫) শিশুকন্যা।

১		২		৩
		৪		
	৫		৭	
৬				

সমাধান পাঠানোর ঠিকানা ঃ অধ্যাপক নাঈম মোজাম্মেল, পরিচালক, দর্পণ শব্দকূট, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ, চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা-১২১৬।

সমাধান আগামী সংখ্যায়।

তথ্য ও তত্ত্ববহুল

মাসিক

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE DARPON

১ম বর্ষ ❑ ৯ম-১০ম সংখ্যা ❑ যুগ্ম সংখ্যা ❑ জুলাই-আগষ্ট ১৯৯৭ ❑ পৃষ্ঠা ৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বিশ তলা দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী '৯৭ অনুষ্ঠিত

অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি., প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

মোহাম্মদ সরওয়ার।। গত ৫ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী '৯৭ এবং ২০ তলা ২য় একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন ও আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমান, খবর বিটিভির।

প্রধান অতিথি জনাব নাসিম অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা "প্রগতি '৯৭" এর উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আমার বলতে দ্বিধা নেই-আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি মুক্ত হওয়া উচিৎ। দেশের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নামে চলছে সন্ত্রাস অথচ জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন। তিনি বলেন, যে কোন উপায়ে হোক রাজনীতি মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজে রাজনীতি ঢুকতে দেয়া যাবে না। জনাব নাসিম বলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে যেমন দল-মত-নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নেও সবাইকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ। বিশেষ অতিথি জনাব আবুল হোসেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ অলংকার হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো জাতির উন্নতি ও ঐশ্বর্য কেন্দ্র বিন্দু। তিনি শিক্ষকদের নিয়ে বিভিন্ন কবির অর্ধ ডজন কবিতার চরণ উল্লেখ করে বলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের স্থান সবার উপরে। সংসদ সদস্য জনাব কামাল মজুমদার বলেন, আমি অত্যন্ত গর্বিত যে ঢাকা কমার্স কলেজের মতো একটি অনন্য সাধারণ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার নি এলাকায় অবস্থিত। তিনি বলেন, মিরপুর এলাকার সকল শিক্ষা প্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত করতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব।

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ঢাকা কলেজকে কেন্দ্র করে অচিরেই Bangla University of Business & Techno (BUBT) নামক বাণিজ্য শিক্ষার ব্যতিক্রমী, স্বতন্ত্র ও অত্যাধুনিক বিশ্ববি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা বলেন। তি কাজে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আন্ত ও উদারতার সাথে এগিয়ে আসার আ জানান।

সভাপতি ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ ঢাকা কমার্স কলেজ এক সময় ছিল আজ তা শুধু বাস্তবই নয়; দেশ ও বি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ একটি অনুকরণীয় ও আদর্শ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

এইচ.এস.সি. পরীক্ষার্থী বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর সামসুল হুদা। মঞ্চে উপবিষ্ট উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ডীন শফিকুল ইসলাম।

দর্পণ রিপোর্ট।। ৫ মে '৯৭ কলেজ হল রুমে ১৯৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, এ বছর মোট ৪৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সামসুল হুদা এবং বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ইনচার্জ (এডমিনিষ্ট্রেশন) মোঃ রোমজান আলী, প্রফেসর ইনচার্জ (একাডেমী) বাহার উল্যা ভূঁইয়া ও কলা অনুষদের ডীন মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। কোরআন তেলাওয়াত ও কলেজ সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। পরে বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের রজনী গন্ধার শুভেচ্ছা দেওয়া হয়। বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সোহানী ইসলাম।

অন্যদিকে বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন খোকন ব্যাপারী।

প্রফেসর সামসুল হুদা তার বক্তব্যে বলেন, "বরাবরই ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষার্থীরা ভাল ফলাফল করে আসছে। শুধু তাই নয় প্রতিষ্ঠার মাত্র ৭ বৎসরের মধ্যেই বোর্ড পরীক্ষায় এ কলেজের পরীক্ষার্থীরা একাদিক্রমে চার বার ১ম স্থানসহ মেধা তালিকার বেশ ক'টি স্থান দখল করে চলেছে। এবারও তারা কলেজের সেই ধারাবাহিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে ইনশাল্লাহ"।

প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান তার আশীর্বাদমূলক বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তাদেরকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথে দৃপ্ত প্রত্যয়ে অগ্রগামী হবার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠান শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা-মার্কেটিং ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিরোপা লাভ

ক্রীড়া প্রতিবেদক।। গত ১০ মে মিরপুর শেরাটন মাঠে ঢাকা কমার্স কলেজ এম.কম. ব্যবস্থাপনা ও এম.কম. মার্কেটিং ছাত্রদের মধ্যে এক ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। টুর্ণামেন্টে ব্যবস্থাপনা বিভাগ শিরোপা লাভ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলকে ট্রফি বিতরণ করেন বিজনেজ ষ্টাডিজ অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার।

এম. কম. ১ম পর্ব পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গত ২৭ এপ্রিল ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের এম.কম ও বি.কম (পাস)-এর ১ম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

এম. কম. (ব্যবস্থাপনা) পার্ট-১

মোট পরীক্ষার্থী-৩৭ জনের মধ্যে কৃতকার্য হয় ২৪ জন। ১ম স্থান ঃ আবথুর খানম, M-৫১, ২য় স্থান ঃ সীমা চক্রবর্তী, M-৭২, ৩য় স্থান ঃ সফিনাজ খান, M-৬৯।

এম. কম. (হিসাববিজ্ঞান) পার্ট-১

সর্বমোট ২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন সব বিষয়ে পাশ করে। ১ম স্থান ঃ মোঃ মঈন উদ্দিন এম.এ-৪৯, ২য় স্থান ঃ আবু সেলিম মাহমুদুল হাসান এম.এ.-৩১, ৩য় স্থানঃশেখ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন এম.এ-৩৪।

এম. কম. (মার্কেটিং) পার্ট-১

মোট পরীক্ষার্থী-৪৮ জনের মধ্যে কৃতকার্য হয় ৩৫ জন। ১ম স্থান ঃ ফারহানা হক, M.MKT-১০, ২য় স্থান ঃ শেখ মোহসীন আলী, M.MKT-০৪, ৩য় স্থান ঃ ফাহমিদা রহমান, M.MKT-০৯।

এম. কম. (ফিন্যান্স) পার্ট-১

মোট পরীক্ষার্থী-২০ জনের মধ্যে কৃতকার্য হয় ১২ জন। ১ম স্থান ঃ শায়লা আরিফা খান, MF-১৬, ২য় স্থান ঃ মোঃ মনির হোসেন, MF-১৪, ৩য় স্থান ঃ ল্যুদমিলা ইসলাম, MF-০১।

বি.সি.এস. পরীক্ষা গ্রহণ

২ এপ্রিল '৯৭ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রে ১৮তম বি.সি.এস.পরীক্ষা "প্রিলিমিনারী টেস্ট' সুষ্ঠভাবে গৃহীত হয়। এতে ১৫০০ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়।

ছুটি

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ১২ থেকে ২৫ এপ্রিল '৯৭ পর্যন্ত ১৪ দিন ঢাকা কমার্স কলেজ ছুটি ছিল।

সাধারণ জ্ঞান সাধারণ নয়

নীল নদের পানি যেমন নীল নয়। সাধারণ জ্ঞানও তেমনি সাধারণ নয়। সাধারণ জ্ঞান এমনি এক অসাধারণ ব্যাপার যা একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন করে তোলে। নির্দিষ্ট সিলেবাস মুখস্ত করে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ না জানলে, শিক্ষামন্ত্রীর নাম না জানলে শিক্ষায় কি অপূর্ণতা থেকে যায় না ?

তা ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক এ সমাজে চাকরি নামক সোনার হরিণকে ধরার জন্যও সাধারন জ্ঞান নামক হাতিয়ার ছাড়া বিকল্প নেই। প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে ঢাকা কমার্স কলেজে শ্রেণী কক্ষে সাধারণ জ্ঞান চর্চার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

নাঈম মোজাম্মেল
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদক ঃ এস.এম.আলী আজম, উপদেষ্টা সম্পাদক ঃ মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহী সম্পাদক ঃ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদক ঃ বিষ্ণু পদ বণিক, সাহিত্য সম্পাদক ঃ মামুন উর রশিদ মুরাদ, ক্রীড়া সম্পাদক ঃ হাফিজ হারুনুর রশীদ সুমন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ হাবিব শরিফ উল্লাহ টিপু, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ঃ আমানত বিন হাশেম মিথুন। ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ওসমানী প্রিন্টিং প্রেস, ১৪-১৫ ছালেম উদ্দিন ভবন, মিরপুর-১,ঢাকা থেকে মুদ্রিত,ফোন ঃ ৮০ ৫৬ ১০ (কলেজ)।

বাংলা ও পরিসংখ্যানে অনার্স প্রবর্তন

চলতি ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজে 'পরিসংখ্যান' ও 'বাংলা' বিষয় দুটিতে সম্মান কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। গত ২৪ মার্চ '৯৭ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন এবং বাংলা বিষয়ে অনার্স প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। অনার্স প্রবর্তনের অনুমতি সম্বলিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি কলেজে আসে ৭ এপ্রিল '৯৭ তারিখে। ঐদিনই পরিসংখ্যান বিভাগ এবং ৯ এপ্রিল তারিখে বাংলা বিভাগ অনার্স প্রবর্তন উপলক্ষে মিষ্টিমুখের আয়োজন করে। ৪ মে'৯৭ তারিখে উভয় বিষয়ে ভর্তি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ জুলাই '৯৭ তারিখে ক্লাশ শুরু হয়।

ইংরেজী ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর সুপারিশ

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা কমার্স কলেজে ইংরেজী ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৪ মার্চ '৯৭ ইংরেজী বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান ফকরুল আলম ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। অর্থনীতি বিভাগ পরিদর্শন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল বারকাত।

সামারসেট মমের 'লাঞ্চন' চিত্রায়ন

দর্পণ রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজ অডিও ভিডিও কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উইলিয়াম সামারসেট মমের ছোট গল্প "The Luncheon" অবলম্বনে স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটিকা 'একটি মধ্যাহ্ন ভোজ' চিত্রায়ন হয়েছে। গত ৭ এপ্রিল অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ভিডিওকৃত 'একটি মধ্যাহ্ন ভোজ' উদ্বোধন করেন। পরে তা শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রদর্শিত হয়।

লাঞ্চন অভিনয়ে রয়েছে লেডিগেষ্ট চরিত্রে কিরণ (Foyot's-এ), মাবিয়া (২০ বছর পূর্বে), নবীন লেখক-সবুজ, লেডিগেষ্টের বান্ধবী আলিয়া মোস্তারী, ওয়েটার সুমন, প্রধান ওয়েটার রনি, পিয়ন সোহান, অন্যান্য চরিত্রে হিমু, টুশী, ঈশিতা, শ্রাবণ, শিউলী ও শাম্মী। বাংলা রূপান্তর অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম ও অধ্যাপক সাদিক মোঃ সেলিম, চিত্রগ্রহণে আখতারুজ্জামান, শব্দ নিয়ন্ত্রণে লেলিন চৌধুরী, আলোক নিয়ন্ত্রণে মুশফিকুর রহমান রনি, মিউজিকে আসিক হোসেন।

ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর লী এর শুভেচ্ছা

গত ১১ মার্চ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মিঃ লী ফকনার ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষকদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষক জনাব আফজালুর রশিদের নিকট এক পত্রে মিঃ লী-এ শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৬ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। মিঃ লীঃ অত্র কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। প্রস্তাবিত মডেলের চেয়ে কলেজের নির্মাণ কাজ আরো সুন্দর হবে বলে তিনি আশা করেন। ইতোপূর্বে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীকে প্রদত্ত এক পত্রে মিঃ লী অধ্যক্ষসহ সকল ছাত্র-শিক্ষককে ধন্যবাদ জানান।

আবৃত্তি পরিষদের দেয়ালিকা প্রকাশ

ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়। মার্কেটিং মাস্টার্স এর ছাত্র কনক, শামীম ও মুরাদের আন্তরিকতায় প্রকাশিত এ দেয়ালিকায় ছড়া, কবিতা, কৌতুক ছাড়াও আকর্ষণীয় কস্টু ও ব্যঙ্গ চিত্র শোভা পায়। দেয়ালিকাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের দেয়ালিকা প্রকাশ

হিসাববিজ্ঞান সম্মান শ্রেণীর ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে "সপ্তক" নামে একটি দেয়ালিকা বের করে। দেয়ালিকাটি উদ্বোধন করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মূতিয়ূর রহমান। দেয়ালিকাটির সম্পাদনায় ছিল এম. কম. এর ছাত্র আর. এ. মারুফ এম.এ-৫২। দেয়ালিকায় যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তারা হল- খোকন, নাসির, সুমন, হাসান, সানজিদ, আতিক, জনি, হৃদয়, রিটনকুমার মল্লিক, নওরেশুজ্জামান, খোকন সাদেকসহ আরো কয়েকজন।

প্রজেক্টর ও ফটোকপিয়ার ক্রয়

১ এপ্রিল ঢাকা কমার্স কলেজে ২টি প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়। এ নিয়ে কলেজে ৩টি প্রজেক্টর ও অডিও ভিডিও সিস্টেম হল। শিক্ষকগণ শ্রেণীতে পাঠদানে এ আধুনিক প্রজেক্টর ব্যবহার করছে।

কলেজের বিভিন্ন কাগজ পত্র, প্রশ্ন ইত্যাদি ফটোস্ট্যাট করার সুবিধার্থে গত ২ মার্চ ১লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয়ে এনলার্জ, রিডিউস করার সুবিধা সম্বলিত একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় করা হয়। এটি কলেজের দ্বিতীয় ফটোস্ট্যাট মেশিন।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী কক্ষ

১৫ মার্চ একাদশ শ্রেণীর CS-3 সেকশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সৌজন্যে অর্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত শ্রেণীকক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদের তত্ত্বাবধানে তানিম, রাজিব, সুমন, তাসলিম, হানিফ, মুমিনুর রহমান, সবুজ, মঈন ও রনিসহ শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের সহযোগিতায় এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

ছাত্র-শিক্ষকদের উল্লাস

আইসিসি ট্রফি বাংলাদেশের ঘরে

২৪ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল ৯৭ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর ২২টি দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ আইসিসি ট্রফি। ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ দল সেমিফাইনালে বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ আনন্দে মেতে উঠে। ১১.৪৫ মিনিটে কলেজ ছুটি ঘোষিত হয় এবং দ্বাদশ শ্রেণীর এইদিনের ষষ্ঠ পর্ব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

ক্রিকেটের এ বিশ্ব বিজয়ী তারকাদের ১৪ এপ্রিল মানিক মিয়া এভিনিউ-এ গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। কোচ বিদেশী গর্ডন গ্রীনিজকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয় হয়। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দেয়া হয় ৫ লক্ষ টাকার চেক।

বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন আকরাম খান, ম্যানেজার ছিলেন গাজী আশরাফ লিপু, টুর্ণামেন্টে শ্রেষ্ঠ উইকেট কীপার বাংলাদেশের খালেদ মাসুদ পাইলট, শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার বাংলাদেশের আমিনুল ইসলাম বুলবুল, শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কেনিয়ার ষ্টিভ টিকোলো, শ্রেষ্ঠ বোলার ডেনমার্কের সোরেনামন এবং শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কেনিয়ার অধিনায়ক মরিস ওদুম্বে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক শামীম কবিরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যাত্রা শুরু করে। পরে ১৯৭৮ সালে আইসিসি'র সদস্য পদ লাভ করে এবং প্রতিটি আইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালে উইকেট কীপার কাম ব্যাটসম্যান সফিকুল হক হীরার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আই.সি.সি-তে অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া সম্পাদক

তথ্য ভান্ডার

শস্য উৎপাদন (১৯৯৫-৯৬)

শস্য	পরিমাণ
ধান	১,৭৫,৯০,০০০ মেঃ টন
গম	১৩,৭০,০০০ মেঃ টন

সূত্রঃ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, নভেম্বর '৯৬

"উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ"

নায়েম সেমিনারে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষকবৃন্দ

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ১০ মার্চ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-এ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প আয়োজিত "উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ" শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষসহ ১১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকগণ হলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক বদিউল আলম, মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সৈয়দ আব্দুর রব, এস.এম. আলী আজম ও শাহানা ইয়াসমিন, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোঃ আব্দুছ ছাত্তার মজুমদার, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ হারুন-অর-রশীদ ও মোঃ আফজালুর রশিদ। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন কলেজের শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব প্রফেসর ডাঃ তাহমিনা হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন নায়েম মহাপরিচালক প্রফেসর খুরশীদ আলম। স্বাগত ভাষণ দেন প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর সালেহ মতিন।

পরে নতুন পাঠক্রমের ভূমিকা দেন ডঃ আবু হোসেন সিদ্দিক। নতুন হিসাববিজ্ঞান পাঠক্রম বর্ণনা করেন প্রফেসর এম.এম. কান এবং ব্যবসায়নীতি ও প্রয়োগ বর্ণনা করেন প্রফেসর আবু আইয়ুব মোহাম্মদ বাকের। দলীয় আলোচনায় হিসাববিজ্ঞান গ্রুপে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোঃ হাফিজ উদ্দিন এবং ব্যবসায়নীতি ও প্রয়োগ গ্রুপে সভাপতিত্ব করে অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ লতিফুর রহমান। দলীয় আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন হিসাব বিজ্ঞান গ্রুপে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যাপক আবদুছ ছাত্তার মজুমদার এবং ব্যবসায়নীতি ও প্রয়োগ গ্রুপে অত্র কলেজের অধ্যাপক এস.এম. আলী আজম ও অধ্যাপক শাহানা ইয়াসমিন।

বিকেলে ভবিষ্যৎ পাঠক্রম উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ক আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ডঃ মেরীয়াম বেইলী, বেরী টেলর, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ও প্রফেসর এম.এ. জব্বার।

উল্লেখ্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নতুন ব্যবসায় শিক্ষা (অর্থায়ন ও উৎপাদন, ব্যবসায় উদ্যোগ, সচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা) বিষয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, হিসাববিজ্ঞান বিষয় কমিটির সদস্য ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান এবং ব্যবসায় শিক্ষা (বাণিজ্যিক ভূগোল ও বাজারজাতকরণ) বিষয় কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ অর্থনীতি বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক অধ্যাপক আবু আহ্‌মদ আব্দুল্লাহ।

উক্ত সেমিনার শেষে গত ২১ মার্চ নতুন পাঠ্যক্রম বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহন করেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক বদিউল আলম।

এম. কম. (ব্যবস্থাপনা) পার্ট-১ শ্রেণী প্রতিনিধিদের অভিষেক

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৫ মার্চ এম.কম. (ব্যবস্থাপনা) পার্ট-১ এর ২ জন শ্রেণী প্রতিনিধির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অভিষিক্তরা হল মুহম্মদ হাবীব শরীফ উল্লাহ এম. এম. ৪৭ ও হুসনে জাহান আরজু এম.এম. ৭৯। এ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডীন মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ চেয়ারম্যান আব্দুছ ছাত্তার মজুমদার ও মার্কেটিং বিভাগ চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলাম। শ্রেণী ছাত্র-ছাত্রী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অতিথি, বিভাগীয় শিক্ষক ও অভিষিক্তদের ফুলের শুভেচ্ছা দেয়ার পর অতিথিগণ বক্তব্য রাখেন। উপাধ্যক্ষ বলেন, 'সত্যি এ ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে এসে ভাল লাগছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এরূপ সভা-অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা থাকা দরকার।'

উল্লেখ্য, ঢাকা কমার্স কলেজে এই প্রথম কোন শ্রেণী প্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়। পরে মনোনীত শ্রেণী প্রতিনিধিদের সৌজন্যে আপ্যায়ন হয়।

হিসাববিজ্ঞান সম্মানের শ্রেণী প্রতিনিধি মনোনয়ন

২৭শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ১ম বর্ষ হিসাববিজ্ঞান (সম্মান)-এর ২জন ছাত্র/ছাত্রীকে (Class Captain) ব্যাজ প্রদান করা হয়। ছাত্রদের পক্ষে মোঃ গোলাম মোস্তফা রোল A-117 এবং ছাত্রীদের পক্ষে ফারহানা রহমান রোল A-105 এ ব্যাজ পায়। এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘ এসেম্বলীতে অধ্যাপক আলী আজম

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ৪ এপ্রিল ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক রোটার্যাক্টর এস.এম. আলী আজম 'মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস্ এসেম্বলী'তে অংশ গ্রহণ করেন। উইমেন্স ভলান্টিয়ার এসোসিয়েশন অডিটরিয়ামে এ রোটার্যাক্ট জেলা (বাংলাদেশ) প্রোগ্রামে দেশের বিভিন্ন ক্লাবের অর্ধশত রোটার্যাক্টর অংশগ্রহণ করেন। 'জাতিসংঘের পুনর্গঠন' বিষয়ক এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ সমিতি বাংলাদেশ-এর মহাসচিব এ্যাডভোকেট সৈয়দ আহমেদ হোসেন, ডেইলি ষ্টার সম্পাদক মাহফুজ এনাম, প্রফেসর নুরুল মোমেন, আমেরিকান এম্বাসীর দ্বিতীয় সচিব, ডি.আর.আর. জহিরুদ্দিন বাবর।

শিক্ষক ওরিয়েন্টশন কে

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২৯ মার্চ শিক্ষক কনফ
কক্ষে শিক্ষক ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত
নতুন ৬ জন শিক্ষক কলেজে যোগদান উপল
ওরিয়েন্টশন কোর্স। নবাগত শিক্ষক কাজী
বিনতে ফারুকী, শামসাদ শাহজাহান, সুভা
দাস, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ শ
ইসলাম ও মোঃ এনামুল হক এবং ক
কয়েকজন পুরাতন শিক্ষক এ কোর্সে অংশ
করেন। শ্রেণীতে পাঠদান, শিক্ষক হিসাবে দ
কতর্ব্য, প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে
শিক্ষকদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে এ অ
সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১টা পর্যন্ত এ
অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমেই ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠানের
অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন কোর্স সমন্ব
মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ
সিকদার। সামগ্রিক বিষয়ের পর্যালোচনা
অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। কলেজের
ইতিহাস তুলে ধরেন বিজনেস ষ্টাডিজ অনুষদে
মোঃ শফিকুল ইসলাম। কলেজের আর্থিক বি
উপর বক্তব্য রাখেন হিসাববিজ্ঞান বি
চেয়ারম্যান আবদুছ ছাত্তার মজুমদার। প্রশ
বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্র
মোঃ রোমজান আলী। কলেজের নির্মাণ ও
শৃঙ্খলা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত অ
(একাডেমী) মোঃ বাহার উল্যাহ্ ভূঁইয়া।
শিক্ষক হিসেবে কলেজ কার্যক্রমের সাথে সম্
বিষয়ে আলোচনা করেন অর্থনীতি বিভাগের
রওনাক আরা বেগম। শিক্ষকের আচরণ ও
শাসন সম্পর্কে বলেন ভূগোল বিভাগের প্র
মাওসুফা ফেরদৌসী, কলেজ সম্পর্কে মূল্যায়ন
অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আবু আ
আব্দুল্লাহ। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা
কলা অনুষদ ডীন মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। ক
পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইলিয়াছ। শিক্ষকের দা
কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা ও শিক্ষকদের
প্রশ্নোত্তর দেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ূর রহমা

স্বাস্থ্য টিপ্‌স

* *ভাতে লবন খাবার অভ্যাস থ*
  ধীরে ধীরে তা পরিহার করুন।
* *সফট ড্রিঙ্কস, স্নাকস, ভাজাপুরি*
  পারা যায় কম খাবেন।

হা হা হাঃঃঃ

সাঈম ফারুকী,এ-১১১

স্ত্রী ঃ আমার অনেক দুঃখ, ওয়ার্ড্রব আছে
নেই, গয়নার বাক্স আছে গয়না নেই।
কত!

স্বামী ঃ আমার একটাই দুঃখ।

স্ত্রী ঃ কি ?

স্বামী ঃ মানিব্যাগ আছে, টাকা নেই।

শিক্ষক নিয়োগ

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী গত ১৮ মার্চ ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীসহ এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা মহিলা কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক কাজী সায়মা মার্চ-৯৭-এ প্রকাশিত 'কারবার সংগঠন ও পরিসংখ্যান' গ্রন্থের অন্যতম প্রণেতা। তিনি অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীর দ্বিতীয় কন্যা।

শামসাদ শাহ্‌জাহান

শামসাদ শাহ্‌জাহান গত ১৮ মার্চ ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন। শাহজাহানপুর মহিলা কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক শামসাদ সন্ধীপের ব্যবসায়ী এ.এম.এম. শাহজাহান এর দ্বিতীয় কন্যা।

সুভাষ চন্দ্র দাস

সুভাষ চন্দ্র দাস গত ১৮ মার্চ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন। অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। সুভাষ চন্দ্র ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার বাবু পরেশ চন্দ্র দাস এর প্রথম পুত্র।

তৌহিদুল ইসলাম

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম ১৮ মার্চ হিসাববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন। অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। তিনি লালকুঠি, মীরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। তার পিতা মরহুম জয়নুল আবেদীন একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন।

শফিকুল ইসলাম

শফিকুল ইসলাম গত ১৮ মার্চ মার্কেটিং বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি অনার্স ও মাষ্টার্সে প্রথম শ্রেণীসহ ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. ডিগ্রী লাভ করেন।

শফিকুল ইসলাম

শফিকুল ইসলাম গত ১৯ মার্চ পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

আব্দুল খালেক

মোঃ আব্দুল খালেক গত ৩ মে ঢাকা কমার্স কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীসহ এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন। জনাব খালেক ঝিনাইদহের মরহুম মহ্যতাপ আলী বিশ্বাসের পুত্র।

বিষ্ণুপদ বণিক

বিষ্ণুপদ বণিক গত ৩মে পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন। বিষ্ণুপদ চাঁদপুরের নিমাই চাঁদ বণিকের পুত্র।

মিরাজ আলী

মোঃ মিরাজ আলী গত ৩ মে গণিত বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীসহ এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকাস্থ জমিলা মেমোরিয়াল কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক। জনাব মিরাজ ময়মনসিংহের মোঃ আফছর আলীর পুত্র।

এনামুল হক

মোঃ এনামুল হক গত ১০মে ভূগোল বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

দিদার মাহমুদ

দিদার মাহমুদ গত ১১মে মার্কেটিং বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম. ডিগ্রী লাভ করেন। জনাব দিদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতির প্রফেসর মরহুম মেজবাহ্ উদ্দিন ইকবালীর পুত্র।

TRUST

GACO

FOR

PHARMACEUTICALS

Head Office : 65, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000
Phone : **9557142, 9551405**
Factory : 109, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208
Phone : **607459, 601622.**

অধ্যক্ষের হজ্ব পালন

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল '৯৭ তারিখ রাত ১১ঃ০০ টার ফ্লাইটে পবিত্র মক্কাভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হজ্ব পালন শেষে ৭মে '৯৭ তারিখ ভোরে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

চট্টগ্রামে ঘূর্ণিদূর্গতের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

দর্পণ রিপোর্ট।। চট্টগ্রামে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে নগদ অর্ধ লক্ষ টাকা ও প্রচুর বস্ত্র ত্রাণ বিতরণ করা হয়। গত ১৯মে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক জনাব ওয়ালিউল্যাহ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ইসমাইল কাজী, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের হারুন-অর-রশীদ ও ছাত্র হাবীব শরীফ উল্লাহ টিপুসহ কয়েকজন ছাত্র চট্টগ্রামের চকোরিয়া থানায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ কার্য বিতরণে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে '৯৬-এ টাঙ্গাইলে টর্ণেডোতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কলেজ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

শোক সংবাদ

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক শেখ বশির আহমেদ-এর শ্বশুর **টি.আই.এম. রেজাউন নবী** গত ২০ মার্চ ঢাকা মেট্রোপলিটন হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। পি.ডব্লিউ.ডি.-এর অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মরহুম নবী মৃত্যুকালে ২ পুত্র, ৬ কন্যা, স্ত্রী ও বহুগুণগ্রাহী রেখে যান।

দর্পণ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদকের পিতার মৃত্যু

দর্পণ রিপোর্ট।। ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমানত বিন হাশেম মিথুন এর পিতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ও আইনজীবী জনাব **আবুল হাশেম মজুমদার** গত ৩১মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না .... রাজেউন)। দর্পণ সম্পাদনা পরিষদের সভায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। তার মৃত্যুতে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মরহুমের পরিবারের প্রতি এক শোক বার্তা প্রেরণ করেন। মরহুম হাশেম ফেনী জেলার বি.এন.পি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বি.এন.পি.'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা ও ১ পুত্র এবং বহুগুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বৃটিশ কাউন্সিল থেকে বই প্রাপ্তি

গত ৩ মে বৃটিশ কাউন্সিল থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য ২৬০টি বই পাওয়া যায়। এ সৌজন্য বইগুলো ইংরেজী বিভাগের জন্য ও রেফারেন্স বই।

ইউসিস থেকে বই প্রাপ্তি

৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র তথ্য কেন্দ্র (USIS) থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৫৫টি বই বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয়

গত মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য প্রায় ৮৫,০০০ (পঁচাশি হাজার) টাকার বই ক্রয় করা হয়। বইগুলো অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ইংরেজী, বাংলা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য।

প্রেসক্রিপশন

[প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ সদস্য ডাঃ আবদুর রহমান]

রুমানা জাহান, বি.কম (সম্মান)-২য় বর্ষঃ আমার বয়স ২০ বছর। ১ বছর যাবৎ মুখে ব্রণ নিয়ে বিব্রত। কি করি ?

উত্তর ঃ এ বয়সে ছেলে অথবা মেয়েদের ব্রণ এক অস্বস্থিকর অথচ স্বাভাবিক সমস্যা। কিছু কিছু নিয়ম মেনে চললে মুখ মন্ডলের সৌন্দর্য হানি খুব কমই ঘটে। ব্রণ নখ দিয়ে খুটা উচিৎ নয়। প্রচুর পানি ও শাকসবজি সহ সুষম খাবার খেতে হবে এবং দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে। ভাঁজাপুরি ও স্নাকস্ জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। দিনে কয়েক বার সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হবে। নিউট্রলি সাবান যেমন DOVE অথবা P_H.5.5 FACIAL WASH ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন রকম প্রসাধনী ব্যবহার না করাই ভাল।

উপরের নিয়মাবলী মানার পরও ব্রণ না কমলে RETIN-A Cream রোজ রাতে মেখে সকালে ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে ১-১½ মাস ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া Capsule Tetracycline 250 mg দিনে অন্ততঃ দুই বার ১টা করে ৩ থেকে ৬ মাস খেলে ও উপকার পাওয়া যায়।

সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব গঠিত

গত ১৫ মার্চ ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব গঠিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল ও স্কেটিং প্রশিক্ষণ, ব্যবহার বৃদ্ধি, র‍্যালী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এ ক্লাব গঠিত হয়েছে।

ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ঃ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টাঃ সকল বিভাগীয় প্রধান ও কলেজ ক্রীড়া কমিটির আহবায়ক। **কার্যকরী পরিষদ**

সভাপতি ঃ এস.এম. আলী আজম, সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ মাহমুদ-উল-হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আবু সালেহ নূর উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ঃ মাসুদ ইবনে মাহবুব, দপ্তর সম্পাদক ঃ ইমরান মেহেদী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ খন্দকার সিহাবুল আমিন, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও অনুষ্ঠান সম্পাদক ঃ শরমিন জাহাঙ্গীর, ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঃ এ.কে.এম. মুনির আহসান, ভ্রমণ সম্পাদক ঃ মেহেদী জামাল, জনসংযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ ফারজানা মতিন, সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক ঃ মোঃ গোফরান চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য ঃ রতন কৃষ্ণ পাল, মোঃ মাসুদ হাসান ও মোঃ হাসিব কামাল।

ক্লাব সভাপতি আলী আজম ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি সাইক্লিং ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি ১৮ ডিসেম্বর '৯৩ থেকে ২০ জানুয়ারী '৯৪ পর্যন্ত চার সদস্য বিশিষ্ট সাইক্লিং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে "সন্ত্রাস থেকে শিক্ষা বাঁচাও" শ্লোগান নিয়ে বাইসাইকেলে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করেন এবং ভিসিসহ ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা করেন। ১৬ এপ্রিল '৯৪ বিটিভি তারুণ্য অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে স্বাক্ষাৎকার দেন। ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৪ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারকলিপি পেশ করেন। এছাড়া তিনি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ৫ জুন হতে ১৪ জুন '৯৪ পর্যন্ত বাইসাইকেল ব্যবহার বৃদ্ধির দাবীতে 'পরিবেশ দূষণমুক্ত শিল্প চাই' শ্লোগান নিয়ে ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চল ভ্রমণ করেন জনাব আজম 'নিরাপদ সড়ক চাই' শ্লোগান নিয়ে ২৪ আগষ্ট '৯৪ দুর্ঘটনার সড়ক ঢাকা-আরিচায় অভিনব সাইক্লিং করেন।

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন হিসাববিজ্ঞান সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি পর্যটন কর্পোরেশন আয়োজিত জাতীয় স্কেটিং এ ১৯৯৪ সালে রানার আপ ও ১৯৯৫ সালে চ্যাম্পিয়ন, ঢাকা স্পীড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশীপ '৯৫-এ রানার আপ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা রোলার্স স্কেটিং ক্লাব আয়োজিত লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হন।

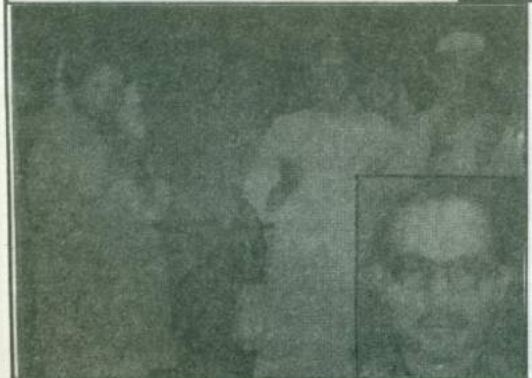

মরহুম হাশেমের মাজার জিয়ারত করছেন বেগম খালেদা জিয়া, সর্বডানে মিথুন, ইনসেটে মরহুম হাশেম।

শুভ বিবাহ

জাহিদ হাসান শিকদার

মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদারের সঙ্গে গত ৯ মে জগন্নাথ কলেজে ব্যবস্থাপনা মাস্টার্সে অধ্যয়নরতা আমিনা সিদ্দিকা মুক্তির শুভ বিবাহ হয়।

মোশতাক আহমেদ

গত ১০ মার্চ ঢাকা কমার্স কলেজ হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষক মোশতাক আহমেদ এর সাথে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এহছান আলী মোল্লার কন্যা কাশ্মীরা বেগম এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন

মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন গত ১৭ মার্চ নেত্রকোনার ডাঃ সিরাজ উদ্দিন এর পুত্র ডাঃ মিজানুর রহমান-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

তথ্য ভান্ডার

রেডিমেড গার্মেন্টস উৎপাদন

সন	পরিমাণ (সহস্র ডজন)	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১৯৯২-৯৩	৩৬০৫৩	৪৮১৯৩
১৯৯৩-৯৪	৩৪৩৫১	৫১৪৭২
১৯৯৪-৯৫	৪৭২১০	৬৭৮৩২
১৯৯৫-৯৬	৪৮৮২৩	৭৯৭০৬
১৯৯৬-৯৭ (Jul-Oct.)	১৭৫৭২	২৮৮৫১

নোট ঃ ১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ।

উৎসঃ Monthly Export Earnings Statistics, Export Promotion Bureau.

এপ্রিল '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০ ১.০৪.৯৭
- সারা দেশে শিশু জরিপ।
- পৃথিবীর উজ্জ্বল ধুমকেতু হেল-বপ পিরোজপুর জেলা থেকে খালি চোখে দেখা যায়।

০২.০৪.৯৭
- ১৯৯৬ এর শেষের দিকে শেয়ার কেলেংকারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৫টি কোম্পানির বিরুদ্ধে সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মামলা দায়ের করেছে।

০৩.০৪.৯৭
- বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ম্যালকম রিকফল্ল ও তার সহকারী লিয়াম ফক্স এর মধ্যস্থতায় শ্রীলংকার সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

০৫.০৪.৯৭
- প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের অগ্রগতির উপর এক সেমিনার উদ্বোধন করেন।

০৭.-৪.৯৭
- আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। ১৯৪৮ সালের এদিনে WHO প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- কমনওয়েলথভূক্ত এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সমূহের প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণের ঢাকায় চার দিন ব্যাপী এক কর্মশালা শুরু হয়।

০৮.০৪.৯৭
-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা রফতানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করেন।
- ভারতের নয়াদিল্লীতে দ্বাদশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের শেষে সর্বসম্মত ঘোষণায় ইসরাইলের আগ্রাসন নীতির কারণে এক সপ্তাহের মধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের এবং ইসরাইলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আহবান জানান।

০৯.০৪.৯৭
- দুই দিন অনুষ্ঠিত ICC ট্রফির সেমি ফাইনালে মালয়েশিয়ার কিলাত ক্লাব মাঠে বাংলাদেশ স্কটল্যান্ডকে ৭২ রানে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে এবং ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

১০.০৪.৯৭
- জায়ারের বিদ্রোহীরা লরেন্ট কাবিলার নেতৃত্বে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও সাব প্রদেশের রাজধানী লুবুমবাসী দখল করে নেয়।

১১.০৪.৯৭
- এঙ্গোলায় যুদ্ধপরবর্তী জাতীয় ঐক্য ও মুক্তির সরকার Government of National Unity and Reconcizition গঠন করে। প্রেসিডেন্ট জর্জ এডোয়ার্ডো ডস মান্টো UNITA বিদ্রোহী থেকে চারজন মন্ত্রী ও ৭জন উপমন্ত্রী নিয়েছেন।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া সংসদের আস্থা ভোটে ২৯২-১৫৮ ভোটে হেরে যাওয়ার পর পদত্যাগ করেন।

১৩.০৪.৯৭
- মালয়েশিয়ায় ICC ট্রফির ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ কেনিয়াকে ২ উইকেটে পরাজিত করে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৪.০৪.৯৭
মালয়েশিয়া থেকে ৭ম ICC চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসার পর বাংলাদেশের ক্রিকেট দলকে মানিক মিয়া এভিনিউতে নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

১৫.০৪.৯৭
- সৌদী আরবের মক্কা ও মিনার সংযোগ সেতু বাদশাহ আবদুল আজিজ সেতু এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তাবু অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
- মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটায় EU এর ১৫টি দেশ ও ভূমধ্যসাগরীয় ১২টি দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দুই দিন ব্যাপী এক সম্মেলন (১৫-১৬ এপ্রিল) হয়।

১৭.০৪.৯৭
- জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হেলমুট কোল ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন দক্ষিণ জার্মানীর বাডেন শহরে NATO-র সাথে রাশিয়ার নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন।
- ত্রিপুরার গেরিলা সংগঠন National Liberation front of tripura স্থানীয় উচ্চ পর্যায়ের নেতা ধর্ম পাল বড়য়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে।

১৮.০৪.৯৭
- ভারতের কংগ্রেস নেতা সিতা রাম কেশরী প্রেসিডেন্ট শংকর দয়াল শর্মাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে চিঠি দিয়ে জানায় যুক্তফ্রন্ট নতুন নেতা নির্বাচন করলে কংগ্রেস তাকে সমর্থন করবে।

১৯.০৪.৯৭
বুলগেরিয়ার নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট বিরোধী দল Union of democratic forces বিজয়ী হয়।
- চল্লিশ বছর পর প্রথম চীন থেকে একটি জাহাজ তাইওয়ান যাত্রা করে।

২০.০৪.৯৭
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান নিয়ে উন্নয়ন ত্রিভূজ গঠনের প্রকল্প নির্বাচনের জন্য ঢাকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

২১.০৪.৯৭
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উপর ৫ দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় ইরানের রাজধানী তেহরানে।
- ভারতের দ্বাদশ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দর কুমার গুজরালকে শপথ পাঠ করান প্রেসিডেন্ট শংকর দয়াল শর্মা।
- চীনের গণ মুক্তি ফৌজ PLA ৪০ সদস্যের একটি দল হংকং এ পৌছে।

২৩.০৪.৯৭
- বিশ্ব বিমান বাহিনী প্রধানদের ৮দিন ব্যাপী (২৩-৩০ এপ্রিল) সম্মেলন শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে।
- ঢাকা-ব্যাংকক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করতে তিন দিন ব্যাপী থাই বাণিজ্য মেলা '৯৭ শুরু হয়।

২৪.০৪.৯৭
- পূর্ব জেরুজালেমের হারহোমায় ইহুদী বসতিস্থাপনের বিরুদ্ধ প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের দুইবার ভেটো দেয়ার EU,আরবলীগ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং সর্বোপরি ৯৩টি দেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮৫ সদস্যের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসে।

২৫.০৪.৯৭
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দেশের নৌ-বাহিনী প্রধান এডমিরাল মনসুরউল হককে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করেন।

মে'৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

১ মে '৯৭ ঃ আজ মহান মে দিবস।
৩ মে '৯৭ ঃ টনি ব্লেয়ার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
৪ মে '৯৭ ঃ জয়ারের প্রেসিডেন্ট মোবুতু সেকো পদত্যাগ করবেন বলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে এক চিঠিতে জানান।
৫ মে '৯৭ ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্টে বাংলাদেশের গড় আয়ু ৫৬ বছর বলে উল্লেখ করা হয়।
- দ্বায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলীসহ ৪ জন প্রকৌশলী সাসপেন্ড।
৬ মে'৯৭ ঃ ঐতিহাসিক বালাকোট দিবস।
৮ মে '৯৭ ঃ সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস (আই) পার্টিতে যোগদান করেন।
- সারা দেশে এইচ এস সি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু।
১০ মে '৯৭ ঃ জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশন বসে।
১২ মে '৯৭ ঃ ৯ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত হয়।
১৩ মে '৯৭ ঃ এভারেষ্টে ৭ জন পর্বত আরোহীর মৃত্যু।
১৬ মে '৯৭ ঃ প্রেসিডেন্ট মবুতু সেসে সেকো জায়ার ছেড়ে পালিয়ে যান।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস লাইন উদ্বোধন করেন।
১৮ মে '৯৭ ঃ যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনামের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।
২০ মে '৯৭ ঃ লরেন্ট কাবিলা রাজধানী কিনসাসায় পৌছেন।
২১ মে '৯৭ ঃ ইন্ডিপেন্ডেন্টস কাপ ক্রিকেটে ভারতে ৩৫ রানে হারিয়ে পাকিস্তান ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।
২৪ মে '৯৭ ঃ পেরুর প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফুজিমোরি রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন।
২৭ মে '৯৭ ঃ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী অ্যালে জুপ্পে পদত্যাগ করেন।
২৮ মে '৯৭ ঃ গিনি বিসাউয়ের প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল স্যাচুরনিনো বরখাস্ত।
২৯ মে '৯৭ ঃ সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা।
৩১ মে '৯৭ ঃ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস।

এপ্রিল '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০ ১.০৪.৯৭
- সারা দেশে শিশু জরিপ।
- পৃথিবীর উজ্জ্বল ধুমকেতু হেল-বপ পিরোজপুর জেলা থেকে খালি চোখে দেখা যায়।

০২.০৪.৯৭
- ১৯৯৬ এর শেষের দিকে শেয়ার কেলেংকারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৫টি কোম্পানির বিরুদ্ধে সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মামলা দায়ের করেছে।

০৩.০৪.৯৭
- বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ম্যালকম রিকফল্ড ও তার সহকারী লিয়াম ফক্স এর মধ্যস্থতায় শ্রীলংকার সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

০৫.০৪.৯৭
- প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের অগ্রগতির উপর এক সেমিনার উদ্বোধন করেন।

০৭.-৪.৯৭
- আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। ১৯৪৮ সালের এদিনে WHO প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- কমনওয়েলথভূক্ত এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সমূহের প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণের ঢাকায় চার দিন ব্যাপী এক কর্মশালা শুরু হয়।

০৮.০৪.৯৭
-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা রফতানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করেন।
- ভারতের নয়াদিল্লীতে দ্বাদশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের শেষে সর্বসম্মত ঘোষণায় ইসরাইলের আগ্রাসন নীতির কারণে এক সপ্তাহের মধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের এবং ইসরাইলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আহবান জানান।

০৯.০৪.৯৭
- দুই দিন অনুষ্ঠিত ICC ট্রফির সেমি ফাইনালে মালয়েশিয়ার কিলাত ক্লাব মাঠে বাংলাদেশ স্কটল্যান্ডকে ৭২ রানে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে এবং ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

১০.০৪.৯৭
- জায়ারের বিদ্রোহীরা লরেন্ট কাবিলার নেতৃত্বে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও সাব প্রদেশের রাজধানী লুবুমবাসী দখল করে নেয়।

১১.০৪.৯৭
- এঙ্গোলায় যুদ্ধপরবর্তী জাতীয় ঐক্য ও মুক্তির সরকার Government of National Unity and Reconcizition গঠন করে। প্রেসিডেন্ট জর্জ এডোয়ার্ডো ডস মান্টো UNITA বিদ্রোহী থেকে চারজন মন্ত্রী ও ৭জন উপমন্ত্রী নিয়েছেন।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া সংসদের আস্থা ভোটে ২৯২-১৫৮ ভোটে হেরে যাওয়ার পর পদত্যাগ করেন।

১৩.০৪.৯৭
- মালয়েশিয়ায় ICC ট্রফির ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ কেনিয়াকে ২ উইকেটে পরাজিত করে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৪.০৪.৯৭
মালয়েশিয়া থেকে ৭ম ICC চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসার পর বাংলাদেশের ক্রিকেট দলকে মানিক মিয়া এভিনিউতে নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

১৫.০৪.৯৭
- সৌদী আরবের মক্কা ও মিনার সংযোগ সেতু বাদশাহ আবদুল আজিজ সেতু এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তাবু অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
- মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটায় EU এর ১৫টি দেশ ও ভূমধ্যসাগরীয় ১২টি দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দুই দিন ব্যাপী এক সম্মেলন (১৫-১৬ এপ্রিল) হয়।

১৭.০৪.৯৭
- জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হেলমুট কোল ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন দক্ষিণ জার্মানীর বাডেন শহরে NATO-র সাথে রাশিয়ার নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন।
- ত্রিপুরার গেরিলা সংগঠন National Liberation front of tripura স্থানীয় উচ্চ পর্যায়ের নেতা ধর্ম পাল বড়য়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে।

১৮.০৪.৯৭
- ভারতের কংগ্রেস নেতা সিতা রাম কেশরী প্রেসিডেন্ট শংকর দয়াল শর্মাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে চিঠি দিয়ে জানায় যুক্তফ্রন্ট নতুন নেতা নির্বাচন করলে কংগ্রেস তাকে সমর্থন করবে।

১৯.০৪.৯৭
বুলগেরিয়ার নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট বিরোধী দল Union of democratic forces বিজয়ী হয়।
- চল্লিশ বছর পর প্রথম চীন থেকে একটি জাহাজ তাইওয়ান যাত্রা করে।

২০.০৪.৯৭
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান নিয়ে উন্নয়ন ত্রিভূজ গঠনের প্রকল্প নির্বাচনের জন্য ঢাকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

২১.০৪.৯৭
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উপর ৫ দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় ইরানের রাজধানী তেহরানে।
- ভারতের দ্বাদশ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দর কুমার গুজরালকে শপথ পাঠ করান প্রেসিডেন্ট শংকর দয়াল শর্মা।
- চীনের গণ মুক্তি ফৌজ PLA ৪০ সদস্যের একটি দল হংকং এ পৌছে।

২৩.০৪.৯৭
- বিশ্ব বিমান বাহিনী প্রধানদের ৮দিন ব্যাপী (২৩-৩০ এপ্রিল) সম্মেলন শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে।
- ঢাকা-ব্যাংকক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করতে তিন দিন ব্যাপী থাই বাণিজ্য মেলা '৯৭ শুরু হয়।

২৪.০৪.৯৭
- পূর্ব জেরুজালেমের হারহোমায় ইহুদী বসতিস্থাপনের বিরুদ্ধ প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের দুইবার ভেটো দেয়ার EU,আরবলীগ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং সর্বোপরি ৯৩টি দেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮৫ সদস্যের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসে।

২৫.০৪.৯৭
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দেশের নৌ-বাহিনী প্রধান এডমিরাল মনসুরউল হককে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করেন।

মে'৯৭-
গুরুত্বপূর্ণ ঘ

১ মে '৯৭ ঃ আজ মহ
৩ মে '৯৭ ঃ টনি
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
করেন।
৪ মে '৯৭ ঃ জয়া
মোবুতু সেকো পদত্যা
প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে
জানান।
৫ মে '৯৭ ঃ বিশ্ব
একটি রিপোর্টে বা
আয়ু ৫৬ বছর বলে উ
- দ্বায়িত্ব পালনে
আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ
প্রকৌশলীসহ ৪
সাসপেন্ড।
৬ মে'৯৭ ঃ ঐতিহা
দিবস।
৮ মে '৯৭ ঃ সোনিয়
(আই) পার্টিতে যোগদ
- সারা দেশে এইচ এ
ফাজিল ও কামিল পরী
১০ মে '৯৭ ঃ জাতী
অধিবেশন বসে।
১২ মে '৯৭ ঃ
সম্মেলন মালদ্বীপে
মালেতে অনুষ্ঠিত হয়
১৩ মে '৯৭ ঃ এ
পর্বত আরোহীর মৃত্যু
১৬ মে '৯৭ ঃ
সেসে সেকো জায়ার
যান।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হা
বাখরাবাদ গ্যাস
করেন।
১৮ মে '৯৭ ঃ যুক্তরা
মধ্যে কূটনৈতিক সম্প
২০ মে '৯৭ ঃ
রাজধানী কিনসাসায়
২১ মে '৯৭ ঃ ইন্ডি
ক্রিকেটে ভারতে ৩
পাকিস্তান ফাইনালে উ
২৪ মে '৯৭ ঃ পে
আলবার্তো ফুজিমোরি
বাংলাদেশে আসেন।
২৭ মে '৯৭ ঃ ফ্রা
অ্যালে জুপ্পে পদত্যাগ
২৮ মে '৯৭ ঃ
প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল
বরখাস্ত।
২৯ মে '৯৭ ঃ সপ্তা
ঘোষণা।
৩১ মে '৯৭ ঃ বিশ্ব তা

মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

চৈত্র-আষাঢ়, ১৪০৩-১৪০৪

স ॥ ম্পা ॥ দ ॥ কী ॥ য়

চার বছরের অনার্স কোর্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩ বছরের অনার্স কোর্স ৪ বছরে উন্নীত করেছে। সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই যুগোপযোগী। দেশে বর্তমানে ১১টি সরকারী ও ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্প সংখ্যক বিষয়ে ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। আর বেশির ভাগেই রয়েছে ৩ বছরের অনার্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স। অনেক উন্নত দেশে সম্মান কোর্স ৪ বছর মেয়াদী। ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সম্মান কোর্স ৩ বছরের এবং মাস্টার্স ২ বছরের। অর্থাৎ অনার্স-মাস্টার্সে মোট ৫ বছর। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স ৪ বছর করা হয়েছে। বি.সি.এস.সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিযোগী তৈরির জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী ৪ বছরে উন্নীত করা দরকার।

তবে অনার্স কোর্সের মেয়াদ বাড়াতে গিয়ে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যাতে আরো সেশন জটের গ্রাসে না পড়তে হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সেই সাথে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নেও দৃষ্টি দিতে হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন '৯৬-এ বলা হয়েছে, দেশে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। তবে কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধির উপায় নয়। উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে দরকার যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন, লাইব্রেরী ও গবেষণাগার সমৃদ্ধকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ছাত্র-শিক্ষক কাম্য অনুপাত, আরো অর্থ বরাদ্দ ও রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন।

আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাস কোর্স ডিগ্রী ২ বছর ও মাস্টার্স ২ বছর মেয়াদী। তাহলে অনার্স-মাস্টার্স এবং পাস-মাস্টার্স একই মেয়াদী অর্থাৎ ৪ বছরের। উভয় ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা একই মেয়াদী প্রায় সমসিলেবাসে লেখাপড়া করছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আসলে পাস-মাস্টার্স উত্তীর্ণদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি না করে পাস-মাস্টার্সের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা কতটুকু সমীচীন ভেবে দেখা দরকার।

অভিমত

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা পড়লাম। ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগে প্রকাশিত পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সংবাদে ভরপুর পত্রিকাটি প্রশংসার দাবী রাখে। এর সাথে ছাত্রদের লেখা কবিতা, ছোট গল্প বা রম্য রচনা আরো স্থান পেলে পত্রিকাটি আরো উৎকর্ষ হবে। তরুণদের এ উদ্যোগ এক দিন সফলতার শীর্ষে পৌঁছবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আবদুর রশীদ সিকদার
পরিচালক
কম্পিউটার ডাটা প্রসেসিং এন্ড এস.সি. উইং
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মার্চ '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০১.০৩.৯৭ -ঠাকুরগাঁও রেডিও কেন্দ্রে নিজস্ব অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। এ নিয়ে দেশে পূর্ণাঙ্গ রেডিও স্টেশনের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭।

০৩.০৩.৯৭-মন্ত্রিসভার বৈঠকে ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে প্রদত্ত প্রায় ৯ কোটি টাকার তাকাবী ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য এই ঋণ দেয়া হয়।

০৪.০৩.৯৭-ঋণ খেলাপীদের কাছ থেকে ব্যাংক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে 'ঋণ খেলাপী বিল ১৯৯৭' পাস হয়। এই আইনের মাধ্যমে জেলা জজ দ্বারা গঠিত 'দেউলিয়া কোর্ট' ঋণ খেলাপী যে কোন কোম্পানি ফার্ম বা ব্যক্তিকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারবে।

০৫.০৩.৯৭-ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফিদেল রামোস তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকা আসেন।

০৬.০৩.৯৭-নেপালের কোয়ালিশন সরকার সংসদে আস্থা ভোটে পরাজিত হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবার নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে।

০৯.০৩.৯৭-ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ভো ভ্যান কিয়েভ ঢাকা সফরে আসেন।

১০.০৩.৯৭-কমনওয়েলথ দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'মানুষে মানুষে ভাব বিনিময়'। ১৯৬৫ সালে কমনওয়েলথ সচিবালয় স্থাপিত হয়।বাংলাদেশ এর ৩২তম সদস্য।বর্তমানে মোট সদস্য ৫৩টি

১১.০৩.৯৭-রাষ্ট্রভাষা দিবস।১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সফল গণঅভ্যুত্থান হয়।

১৪.০৩.৯৭-ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক জেনেভা ভিত্তিক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। এই সংস্থার সদস্যপদ পাওয়ার জন্য চীন, রাশিয়া, ইউক্রেনসহ ৩২টি দেশ আবেদন করে।

১৫.০৩.৯৭-'বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবস'। দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ক্রেতা ও পরিবেশঃ চাহিদা মেটাতে জীবনধারা বদলান'।

১৬.০৩.৯৭-আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা মডেল ও অভিনেত্রী ইউনিসেফ-এর সম্মানিত মুখপাত্র ভেনডেলা টমেসেন তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

১৭.০৩.৯৭-জাতীয় শিশু কিশোর দিবস পালন করা হয়। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে দিবসটিকে 'জাতীয় শিশু কিশোর দিবস' ঘোষণা করা হয়।

১৯.০৩.৯৭-নেপালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে নয়া প্রধানমন্ত্রী লোকেন্দ্র বাহাদুর চাঁদ আস্থা ভোটে জয়ী হন। তিনি দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা। ২০৫টি ভোটের মধ্যে ১১৩টি ভোট পান তিনি।

UNDP ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণে ৪টি, গণব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ৩টি ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃজন সংক্রান্ত ১টি সহ মোট ৮টি প্রকল্পে ৬৭ মিলিয়ন ডলারের এক অনুদান মঞ্জুরি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২০.০৩.৯৭-কমনওয়েলথ মহাসচিব চীফ এমেকা আনিয়াকু দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

২১.০৩.৯৭-জায়ারের প্রেসিডেন্ট মবুতু দুই মাস পর ফ্র্যান্স থেকে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহীরা দেশের ২০% দখল করে নেয়।

২২.০৩.৯৭-বিশ্ব পানি দিবস। ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর জাতিসংঘে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এ বছরে প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'পানি সম্পদের হিসাব"। এ দিনের শ্লোগান 'বিশ্বের পানি পর্যাপ্ত কি ?'

তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামা প্রথমবারের মত তাইওয়ান সফরে যান। -তিব্বতী নাগরিকদের সাথে তাইওয়ানের ১০ বছরের শীতল সম্পর্ক অবসানের লক্ষ্যেই এ সফর।

জঙ্গী ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী "হামাস' কর্তৃক তেল আবিবে বোমা বিস্ফোরনের পর পশ্চিম তীরের হেবরন শহরের বিরোধপূর্ণ রেখা বরাবর ইসরাইলের সৈন্যদের সাথে ফিলিস্তিনিদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়।

২৩.০৩.৯৭-'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস"এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নগরআবহাওয়া ও পানি'

২৪.০৩.৯৭-বিশ্ব যক্ষা দিবস। দিবসের প্রতিপাদ্য 'ইউজ ডটস' অর্থাৎ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে যক্ষা রোগীকে স্বল্প মেয়াদি চিকিৎসা প্রদান ব্যবস্থা জোরদারকরণ। বাংলাদেশে ঢাকার বাইরে ৫৩টি জেলায় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৬ষ্ঠ আই.সি.সি.ট্রফি টুর্ণামেন্ট মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে শুরু হয়। এতে আই.সি.সি এর ২২টি সহযোগী সদস্য দেশ অংশগ্রহণ করে।

২৬.০৩.৯৭-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারক 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন মেন্ডেলা, ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডেমিরেল।

মিরপুরের জাতীয় সুইমিংপুলের পাঁচ দিন ব্যাপী স্বাধীনতা দিবস আন্তর্জাতিক ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের ৩টি, ভারতের ২টি ও শ্রীলংকার ১টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

৩০.০৩.৯৭-ফিলিস্তিনীদের "ভূমি দিবস"। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক আরব ভূমি দখল করার প্রতিবাদে এ দিবস পালন করে।

৩১.০৩.৯৭-সার্ক কৃষি ফোরামের তিন দিন ব্যাপী এক কর্মশালা ঢাকায় উদ্বোধন করেন কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। কর্মশালায় কৃষি, প্রযুক্তি আদান-প্রদান নিয়ে আলোচনা হয়।

তথ্য ও তত্ত্ববহুল

মাসিক

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্প

THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE DARP

১ম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ-৮ম সংখ্যা ❑ যুগ্ম সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ ❑ পৃষ্ঠা ৮

বি.কম (পাস ও সম্মান) ১ম বর্ষের ক্লাশ শুরু উপলক্ষে

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠ

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত প্রফেসর ডাঃ তাহমিনা হোসেন ও বিশেষ অতিথি নায়েম মহাপরিচালক প্রফেসর খুরশীদ আলম

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ১৫ মার্চ বি.কম (পাস) এবং ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স (সম্মান) প্রথম বর্ষের ক্লাশ শুরু উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ প্রফেসর ডাঃ তাহমিনা হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব মোঃ মোসলেম আলী। স্বাগত ভাষণ দেন কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। প্রধান অতিথি প্রফেসর তাহমিনা তাঁর ভাষণে বলেন, আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আসার পূর্বেই ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে জেনেছি। প্রথম থেকেই এ কলেজ অত্যন্ত ভাল করছে। যেন 'আমি আসলাম, জয় করলাম'। এ কলেজের এইচ.এস.সি. ১ম বর্ষের ফলাফল ঢাকাবাসীর মতই আমাকেও আকর্ষণ করেছে। প্রধান অতিথি আরো বলেন, সরকারী সাহায্য ছাড়া এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও আমরা দু'জন দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক এ কলেজে ডেপুটেশনে দিয়েছি। তারা হলেন এ কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

সভাপতির ভাষনে অধ্যক্ষ বলেন, ঢাকা কমার্স ক
ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই দেয়া হ
প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানও দেয়া হচ্ছে। প্রয়োগ
বাণিজ্যিক শিক্ষার অংশ হিসেবে শীঘ্রই এ কলেজে
ব্যাংক স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ পাঠ করান
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মোঃ সাইদুর রহমান
মানপত্র পাঠ করেন ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষে
ফারজানা মতিন। বক্তব্য রাখেন বিজনেস
অনুষদের ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম, ব্যব
মাষ্টার্সের ছাত্র মঈন, হিসাব বিজ্ঞান মাষ্টার্সের ছাত্র
মার্কেটিং সম্মান শ্রেণীর আরিফুর রহমান। নবীনদে
থেকে বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনার ছাত্র সাঈমুল হক
আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে এক আকর্ষণীয় সাং
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গান পরি
করেন অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ
রব ও অধ্যাপক আফজালুর রশীদ এবং ছাত্র-ছা
মধ্যে সীমানা, অদিতী, বেলী, সাথী, বেবী,
জাবেদ, বাচ্চু ও কাজল। কবিতা আবৃত্তি করে
কৌতুক বলে কাজল ও জুয়েল। অনুষ্ঠান উপস্থাপন
রিপন ও নীমা। সবশেষে হয় আপ্যায়ন।

মার্কেটিং সম্মান ১ম বর্ষের নবীন বরণ

গত ২০ মার্চ কলেজ হল রুমে বি.কম. (সম্মান) মার্কেটিং ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান হয়। মার্কেটিং বিভাগ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) মোঃ রোমজান আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার। স্বাগত ভাষণ দেন বিভাগীয় শিক্ষক মোঃ কামরুজ্জামান আকন। বক্তব্য রাখেন সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র আরিফ, মাস্টার্সের নাইমুর রহমান ও নবীন ছাত্র শামীম।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে মুক্তি, অভি, রাখী, জাফরী, দোদুল ও টিটু। আবৃত্তি করে নয়ন, রম্য কলেজ সংবাদ পাঠ করে আরিফ। মাষ্টার্সের শাহেদ-এর নৃত্য সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

ঢাকা কমার্স কলেজে
ঈদ পুনর্মিলনী ও প্রীতিভোজ

ঈদ পুনর্মিলনীতে গেষ্ট অব অনার অধ্যাপক খোদেজা আহমেদ (সর্বডানে)কে শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন অধ্যাপক রওনক আরা বেগম। সর্ব ডানে বসা ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও তার পাশে জিবি সদস্য জনাব আবুল কাশেম।

দর্পণ রিপোর্ট।। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক পরিষদের উদ্যোগে কলেজ ভবনে ঈদ পুনর্মিলনী '৯৭ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ –এর স্ত্রী অধ্যাপক খোদেজা আহমেদ। অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ, পরিচালনা পরিষদ সদস্য নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ পরিচালক (অর্থ)মোঃ সামসুল হুদা, এ.বি.এম. আবুল কাশেম ও মিসেস্ কাশেম, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব আহমেদ হোসেন ও ডাঃ আব্দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষকবৃন্দ তাদের স্ত্রী বা স্বামী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ঈদের ছুটির পর কলেজ খোলার প্রথম দিবস গত ১৮ ফেব্রুয়ারী শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে শিক্ষকবৃন্দ মিলিত হন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কয়েক জন শিক্ষক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামগ্রিক ক্ষেত্রে এবারের ঈদ পর্যালোচনা করেন এবং তারা কে কোথায় কিভাবে ঈদ কাটালেন তা বললেন।

মার্কেটিং বিভাগের ঈদ পুনর্মিলনী

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী'৯৭ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য অনুষদ ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগ চেয়ারম্যান মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার। এছাড়া বিভাগীয় প্রধান ও কোর্স শিক্ষকগন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মার্কেটিং বিভাগ চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার। উপস্থিত সকলকে গোলাপের শুভেচ্ছা দিয়ে আলোচনা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পরে সকলে এক মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হন।

ঈদ ও শহীদ দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা

পবিত্র ঈদুল ফিতর ও শহীদ দিবস উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে একটি দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন মামুন। দেয়ালিকায় মামুন, রাসেদ, কনক, পলাশ, শামীম ও মুরাদ এর কবিতা এবং রূপকের কৌতুক প্রকাশিত হয়।

অনার্স ও মাস্টার্সের বিভিন্ন পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স এবং মাস্টার্স এবং বি.কম (পাশ) এর পর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

ব্যবস্থাপনা সম্মান
১ম বর্ষ ৩য় পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ৪৮জন, সকল বিষয়ে পাস ১২জন। ১মঃ শ্রী গৌতম কুমার M ১০৩, ২য় ঃ মোঃ আজিজ আশরাফ M ৬২, ৩য় ঃ মোস্তফা আলম ফারুক M ৬৪।

ব্যবস্থাপনা সম্মান
২য় বর্ষ ২য় পর্ব

মোট ছাত্র-ছাত্রী ৪৩জন, সব বিষয়ে পাস ১২ জন। ১ম হয়েছে ফারজানা মতিন M ২১, ২য় ঃ মোঃ খাদেমুল বাসার M ৯৬ ও হালিমা খানম M ১২, ৩য় ঃ শাহরিয়ার ফয়েজ M ১৫ ও ফারহানা আজাদ M ১৬।

এম. কম. ব্যবস্থাপনা
৫ম পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ৪১জন, কৃতকার্য ৩৮জন। ১ম হয়েছে সাদিয়া জামাল M৭, ২য় ঃ নুসরাত জাহান M ১২, ৩য় ঃ মোঃ আজাদুল ইসলাম M ৪২।

হিসাববিজ্ঞান সম্মান
১ম বর্ষ ৩য় পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ৪১ জন, কৃতকার্য ১৭ জন। ১ম হয়েছে মোহসেন আরা সালাম-এ ৯৭, ২য় ঃ শাকিলা বানু - এ ৫৮, ৩য় রোকসানা জাফর লিমা-এ ৫৯ ও মোঃ জাহেদুল ইসলাম- এ ৮৪।

হিসাববিজ্ঞান সম্মান
২য় বর্ষ ২য় পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ৩৬ জন, কৃতকার্য ২১ জন। ১ম হয়েছে মোঃ মনির হোসেন-এ ৩৭, ২য় ঃ মোঃ নাহিদ পারভেজ-এ ৭, ৩য় ঃ মাহফুজা তামান্না- এ ২৭।

এম. কম হিসাববিজ্ঞান
৫ম পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ২৭ জন, কৃতকার্য ২৩ জন। ১ম হয়েছে সৈয়দ শাহাদাত আলী-MA ২৫, ২য় ঃ ইশরাত জাহান-MA ২, ৩য় ঃ জসীম উদ্দিন সরকার-MA ১২।

মার্কেটিং সম্মান
১ম বর্ষ ৩য় পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ৪৬ জন, কৃতকার্য ১৬ জন। ১ম: মোঃ শহীদুল্লাহ M KT ৫ ও ইয়ামীন হোসেন M KT ১৫, ২য় ঃ জমির উদ্দিন M KT ৩১, ৩য় ঃ মোঃ শামীম আল মামুন M KT ৪২।

ফিন্যান্স সম্মান
১ম বর্ষ ২য় পর্ব

মোট পরীক্ষার্থী ৪৯ জন। ১ম ঃ মিনহাজ সহিদ F ১৬, ২য়ঃ শামসুল আলম F ৬, ৩য় ঃ ফারজানা খাতুন F ২৬।

বি.কম (পাস)

মোট পরীক্ষার্থী ১৩জন। ১ম হয়েছে মাসুদ ইবনে মাহবুব D ৩২৭ ও ২য় হয়েছে আমিনুল ইসলাম বিপু D ৩২৬।

ঈদের ছুটি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছুটি ছিল।

সম্পাদক : এস.এম.আলী আজম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী সম্পাদক : সাদিক মোহাম্মদ সেলিম, সহকারী সম্পাদক : শামীম আহসান, বার্তা সম্পাদক: মোহাম্মদ সরওয়ার, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক : আমানত বিন হাশেম মিথুন। ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্যোতি প্রসেস ও প্রভাতী প্রিন্টার্স, ২৭ গোপীমোহন বসাক লেন, নবাবপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৮০ ৫৬ ১০ (কলেজ)

নায়েম প্রশিক্ষণার্থীদের ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেণী কক্ষ পরিদর্শন করছেন নায়েম প্রশিক্ষণার্থী অধ্যাপকবৃন্দ। সর্ববামে নায়েম পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর ফরিদা হক।

দর্পণ রিপোর্ট ॥ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) আয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী কলেজ, বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী এবং কামিল ও সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষগণের ৮ম সমন্বিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী গত ৩০ জানুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন নায়েম পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর ফরিদা হক, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সমন্বয়ক ফিরোজা বেগম ও অন্যান্য কোর্স কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণার্থীগণ ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরী, শ্রেণীকক্ষ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কক্ষ ঘুরে দেখেন। পরে তারা শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে এক সভায় মিলিত হন। এ সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। পরিচয় পর্বের পর অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বক্তব্য রাখেন এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ফরিদা হক ও সৈয়দা শামসে আরা হোসেন।

যেসব প্রশিক্ষণার্থী ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন তাঁরা হলেন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীর লেঃ কর্ণেল রাশেদ আহমদ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ অধ্যক্ষা সৈয়দা শামসে আরা হোসেন, জয়পুর হাট আক্কেলপুর এম.আর. কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ খায়রুল ইসলাম, পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ উপাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম মেহেরপুর সরকারী কলেজ উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ মোঃ হাফিজুর রহমান, বরগুনা বেতাগী (ডিগ্রী) কলেজ অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জীবননগর ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ বিজয় কুমার সাহা, পটুয়াখালী জনতা কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার, বগুড়া সরিয়াকান্দী ডিগ্রী কলেজ উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ হাফিজুর রহমান, ভোলা হাকিমুদ্দীন সিনিয়র মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মোঃ সামছুল হক, পিরোজপুর পশ্চিম সোহাগদল শহীদ স্মৃতি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনষ্টিটিউট অধ্যক্ষ মোঃ আলাউদ্দীন তালুকদার সাতক্ষীরা প্রতাপনগর এ. বি. এস সিনিয়র মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মতিউর রহমান, শেরপুর চৌধুরী ছবরুন নেছা মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ শহীদুল আলম, পাবনা ডাঃ জহুরুল কামাল কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল লতিফ, বরগুনা খাকবুনিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা অধ্যক্ষ শাহ্ মোহাম্মদ এমরান হোসাইন, চট্টগ্রাম হাশিমপুর মকবুলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ভোলা মিজানপুর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, চাঁদপুর চিতোষী সুলতানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা উপাধ্যক্ষ মোঃ মাহফুজুল হক, রাজশাহী মুন্ডুমালা ফাজিল মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মোঃ ইব্রাহীম, ঝিনাইদহ নারিকেল বাড়ীয়া কলেজ অধ্যক্ষ এ.বি.এম আমিনুর রহমান, রংপুর কাউনিয়া মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ হেমন্ত কুমারবর্মন ও বরগুনা করুনা মোকামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা উপাধ্যক্ষ শাহ্ মোহাম্মদ আমিমূল এহছান নাছিম।

ইংল্যান্ড ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রামবেল এর ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ২০ ফেব্রুয়ারী ইংল্যান্ড ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটির কনসালট্যান্ট রামবেল ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি ইংরেজী বিভাগ ও লাইব্রেরীসহ কলেজের বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে এক সাক্ষাতে তিনি বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের এ বিশাল ভবন ও মাস্টার প্লান দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। উল্লেখ্য, তিনি বিশ্বের ১৮টি দেশের ওপেন ইউনিভার্সিটির কনসালট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

UNDP কনসালট্যান্ট ডঃ মেরীয়াম বেইলীর ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

ঢাকা কমার্স কলেজে ডঃ মেরিয়াম বেইলী, ডঃ আবু হোসেন সিদ্দিক, ডঃ আব্দুল জব্বার ও সর্বডানে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী।

দর্পণ রিপোর্ট ॥ UNDP কনসালটেন্সী সাপোর্টের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের বাণিজ্য পাঠক্রম উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ কানাডীয়ান ডঃ মেরীয়াম বেইলী গত ২৮ জানুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। এ সময়ে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কমিটির কো-টীম লীডার ডঃ আব্দুল জব্বার ও কো-অর্ডিনেটর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু হোসেন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শ্রেণীকক্ষ ও লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। শেষে শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে এক আলোচনা সভায় বিভিন্ন শিক্ষক এদেশে বাণিজ্য শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

সভায় কলেজ অধ্যক্ষ ও কনসালট্যান্টগণ বক্তব্য রাখেন। প্রফেসর বেইলী তাঁর বক্তব্যে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও অবকাঠামোগত অবস্থার প্রশংসা করেন এবং তিনি কানাডার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

Fast Food And Pastry Shop

FOOD FAIR

Welcomes the Students & Teachers of Dhaka Commerce College

ABUL BASHAR
Managing Director

FOOD FAIR

23, Broad Way Building
Dhaka Cantt, Dhaka.
Phone : 871281 (Res.)

7, Mohakhali
Dhaka.

মুখোমুখি-৩

মোঃ রোমজান আলী
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) ও
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

❑ **মইনুল ইসলাম**, ফিন্যান্স সম্মান-F২৮ ঃ বাংলায় পড়া ছেলে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ কেমন?

জনাব রোমজান আলী ঃ যথেষ্ট। কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মত বাংলা বিষয়ে শিক্ষিতদের প্রচুর সুযোগ ও চাহিদা রয়েছে। আর কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা যথেষ্ঠ ভাল করছে। ব্যাংক, এনজিও, প্রশাসনসহ সর্বক্ষেত্রে বাংলা বিষয়ে শিক্ষিতরা চাকুরী করছে। বাংলা বিষয়ে শিক্ষতদের জন্য শিক্ষকতা একটি ভাল পেশা বলে আমি মনে করি। স্কুল,কলেজ, মদ্রাসা পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলা বিষয়ের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যাও যথেষ্ট। ফলে বাংলা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিতরা খুব একটা বেকার নেই।

❑ **আবদুল্লাহ- আল- মামুন হৃদয়**, একাদশ-৩২১৭ঃ পরীক্ষায় মাতৃভাষা বাংলায় ফেলের হার বেশী কেন ?

জনাব রোমজান আলী ঃ অকৃতকার্যের হার যে খুবই বেশী -এটা ঠিক নয়। তবে, যথেষ্ট ফেল করে- বিশেষ করে ডিগ্রী পর্যায়ে। তফাৎটা হল-'বাংলা' জানা আর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' জানা। 'বাংলা' মাতৃভাষা সে হিসেবে সবাই ভালো করবেই - এমনটি বোধ হয় ঠিক নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ভাল করতে হলে দরকার জানার আগ্রহ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবশ্যই মূলবই (Text Book) ভালভাবে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। পারতপক্ষে গাইড বইয়ের সাহায্য না নেয়া উচিত। প্রশ্নোত্তর লেখার কৌশল, নির্ভুল বানান লিখন, সুন্দর-সুন্দর কথা দিয়ে সুষ্ঠ ও সার্থক বাক্য গঠন , সাধু ও চলিত ভাষারীতি মিশ্রণ সম্পর্কে সচেতনতা–এ সবই ভাল ফলাফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তমরূপে জানা প্রয়োজন।

❑ **মঈন উদ্দীন হাসান**, এম.কম. ব্যবস্থাপনা, MM ৫৭ ঃ
বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতা করতে আপনার কেমন লাগছে ?

জনাব রোমজান আলী ঃ শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। আমার কর্মজীবন শুরুই হয় শিক্ষকতা দিয়ে। মাঝে অন্যান্য পেশায়ও গিয়েছি। কিন্তু পুনরায় এই শিক্ষকতাতেই ফিরে এসেছি। মানুষের জীবনে জানার শেষ নেই ,সে হিসাবে শিক্ষকতা এমন একটি পেশা- যেখানে জানা এবং জানানো দু'ই সম্ভব।

বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতা করতে আমার বেশ ভাল লাগছে। আমার মতে বাংলা ক্লাসের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি থাকে, ফলে বিষয়ের গভীরে গিয়ে জীবন-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করে দানের তৃপ্তিতে মহীয়ান হওয়া যায়।

❑ **দিলারা পারভীন হিমু, একদশ-৩০৫৩ ঃ**
আপনার মতে বাংলা মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব?

জনাব রোমজান আলী ঃ বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন যে অনেক - এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার- এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, যে কোন জাতির মাতৃভাষাতেই যে কোন বিষয়ে প্রাণের পরশ বেশী করে লাগতে পারে এবং তাতে দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়ে বিষয়ের অনাবিষ্কৃত দিকটির যথার্থ উন্মোচন হতে পারে।

আমাদের প্রথমে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। প্রয়োজন, যে কোন ভাষার বই পত্রের যথার্থ পরিভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে সফল অনুবাদ-একারণে আমাদের গবেষণা শিল্পকে করতে হবে আরো সক্রীয়, বাস্তবমুখী ও যত্নশীল।

মুখোমুখি-৪

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের পরবর্তী সংখ্যায় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মুখোমুখি হবেন ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান **অধ্যাপক মোঃ নুর হোসেন**।

দর্পণ কুইজ-৩

উত্তর ঃ

১। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও আইয়ামে তাশরিক বা যিলহাজ্ মাসের ১১,১২ ও ১৩ তারিখ-বছরে এই পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম।

২। প্রাচীন 'চন্দ্র দ্বীপ' 'ইসলামাবাদ' ও 'সুধারাম' এর বর্তমান নাম যথাক্রমে বরিশাল, চট্রগ্রাম ও নোয়াখালী।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মুখস্থ 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যের স্থপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ খালেদ।

৪। 'Rabinson Crusoe' এর লেখক Daniel Dofoe এবং 'Hamlet'এর লেখক William Shakespeare

৫। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান নিয়ে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন বিবেচনাধীন।

সঠিক উত্তরদাতা ঃ

জেসমিন আক্তার জুঁই ,একাদশ-৩০৭৯, এ.এম. ওয়ায়দুর রহমান লিমন, হিসাববিজ্ঞান সম্মান ১ম বর্ষ (পুরাতন) -এ ৬৩, জুবায়ের আহমেদ, একাদশ -৩৪৬৫, শাকিব আহমেদ, একাদশ -৩৫০১, মাসুদ হাসান, একাদশ -৩১৩৯, শাহ মোহাম্মদ জোবায়ের জাহান, বি.কম (পাস) ২য় বর্ষ, রোল ১৯, আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা, সৈয়দা নাজনীন আলম, দ্বাদশ শ্রেণী, রোল ৯১, সরকারী গৌরনদী কলেজ, বরিশাল।

পুরস্কার ঃ

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে লটারীতে পঞ্চাশ টাকার করে প্রাইজবন্ড পেল-**জেসমিন আক্তার জুঁই ও এ.এম. ওবায়দুর রহমান**

দর্পণ কুইজ-৪

১। 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যাঁরা', 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচবো বলে যুদ্ধ করি', 'পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল'- এই অবিস্মরণীয় ও অগ্নিঝরা গানগুলোর গীতিকার কে?

২। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার কোথায় এবং এর অন্য নাম কি?

৩। সাংবাদিকতায় একুশে পদক '৯৭ পেয়েছেন কে?

৪। বাংলাদেশে বীরত্ব পুরস্কার কি কি? তারামন বিবি কোন্ পুরস্কার লাভ করেন?

৫। 'কবর' নাটক ও 'কবর' কবিতার লেখক কে কে?

উপরোক্ত কুইজের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। সঠিক উত্তরদাতাদের দু'জনকে ৫০ টাকার করে প্রাইজবন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। **পরিচালক, দর্পণ কুইজ-৪, ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন, ঢাকা-১২১৬** এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাতে হবে।

ছাত্রের অভিমত

ঢাকা কমার্স কলেজে সাধারণ জ্ঞান ক্লাশ

'জ্ঞান' বলতে এমন একটি বিশেষ বিষয়কে বুঝায় যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ঘটে। সাধারণ জ্ঞানের নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ঢাকা কমার্স কলেজ বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাঠ্য বই পড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করার সুযোগ দেয়া ও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ সাধারণ জ্ঞান চর্চার যে পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এ ধরনের শিক্ষাই আমাদেরকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষিত ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্য করে তুলতে পারে। অন্যান্য বিভাগের মত বানিজ্য বিভাগে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে হলে বানিজ্যের খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ অপরিহার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রকৃত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য কলেজ কতৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সৈয়দ ফররুখ আহমেদ
একাদশ- ৩২৪৯, ১ম পর্বে ১ম স্থান

জিবি মিটিং

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ শহীদ উদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কলেজের নির্মান ও উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন হিসাব নিরীক্ষা ও কলেজের নিয়মিত কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০% নগর ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শুভ বিবাহ

গত ১২ জানুয়ারী ৯৭ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক **সৈয়দ আব্দুর রব** নোয়াখালী বেগমগঞ্জের মোঃ আমিনুল হকের কন্যা **সেলিনা আক্তার সেলির** সাথে বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ হন।

কবিতা

একুশের প্রথম প্রহরে

হুস্‌নে জাহান আরজু
এম.কম. ব্যবস্থাপনা-৭৯

এখানে এই রমনার কৃষ্ণ চূড়ার তলে এলে মনে হয়
ফাগুনের রঙের ধারা যেন আগুনের ফুলকি হয়ে
এখানে ওখানে ঝরছে অবিরত।
যেখানে হয়েছিল যত মিটিং মিছিল,
সেখানে আমি ছুটে যাই তাদের ভাষা শুনবো বলে,
আমি কান পেতে শুনি
আর বিস্ময়ে ফেটে পড়ি।
শুনতে পাই সে সব ভাষার আরোহ অবরোহ,
আমার কষ্ট হয় না তাতে আনন্দ জাগে মনে,
আর কেন জানি প্রতিজ্ঞা করি আনমনে।
তাঁর জন্য, সেই প্রিয় মুখটির জন্য।
আমার কোন কান্না থাকবে না
যে আমাকে ছেড়ে গেছে চার দশক আগে
আমি ছুটে যাবো না তাঁর কাছে!
যে আমাকে এত কিছু দিল।

ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আর নেই

দর্পণ রিপোর্ট ॥ ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ ইহজগতে আর নেই। গত ১৯শে জানুয়ারী, '৯৭ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছে ৮০বছর। মরহুমের জন্মস্থান লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার হাজীপুর গ্রামে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১পুত্র, ৬কন্যা, অনেক নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। লালমাটিয়া শাহী মসজিদ ও অতঃপর নিজ বাসায় জানাজার পর তাঁকে মীরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুমের মৃত্যু সংবাদে ঢাকা কমার্স কলেজে এক শোকাবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ২০শে জানুয়ারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিষয়টি জানানোর পর সকাল ১১টায় কলেজ ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। এরপর কনফারেন্স কক্ষে সকল শিক্ষক এক শোক সভায় মিলিত হন। মরহুম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন বাণিজ্য অনুষদ ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম, কলা অনুষদ ডীন মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার। শোকবাণী পেশ করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। শোকবাণীতে সকল শিক্ষকের পক্ষে উপাধ্যক্ষ স্বাক্ষর করেন। পরে তা মরহুমের পরিবারের নিকট প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শিক্ষকগণ দোয়া মোনাজাত করেন।

মরহুম আসাদুল্লাহ লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, লালমাটিয়া গার্লস হাই স্কুল, লালমাটিয়া বয়েজ হাই স্কুল, লালমাটিয়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল, লালমাটিয়া শাহী মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং বাংলাদেশ মসজিদ সমাজ এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। বিভিন্ন সময়ে তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে সদস্য, কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি ইত্যাদি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি নিজ থানা রামগঞ্জেও বিভিন্ন শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি পানপাড়া হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

কলিকাতায় তৎকালীন বৃটিশ বেঙ্গল শিক্ষা বিভাগে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মহাপরিচালকের অফিসে হিসাবরক্ষণ ও প্রশাসনিক অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল পত্রাদি প্রস্তুত, ভূমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামোগত পরিকল্পনা ও অধ্যাদেশ সংক্রান্ত কার্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাবরক্ষন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরে তিনি বিপুল ভোটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন।

বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় কর্মজীবনের অধিকারী জনাব আসাদুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছেন। পাকিস্তান মুসলিম আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী জনাব আসাদুল্লাহ ১৯৪৬ সালে পাক-ভারত গণভোটে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে কাজ করেন। ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। একজন খাঁটি পরহেজগার নামাজী মরহুম আসাদুল্লাহ ১৯৭৮ ও ৮৫ সালে পবিত্র হজ্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও সদালাপী। তিনি অত্যন্ত গুছিয়ে আস্তে আস্তে মিষ্ট মধুর স্বরে কথা বলতেন।

মরহুম আসাদুল্লাহ ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং কন্যাদের সুপাত্রস্থ করেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে কর্ণেল ডাঃ জাফরুল্লাহ সিদ্দিক সি.এম.এইচ-এ সার্জিক্যাল স্পেশালিষ্ট। মরহুমের ৫ মেয়ে বিভিন্ন কলেজ অধ্যাপক। ১ মেয়ে স্বামীসহ কানাডা প্রবাসী। মরহুমের বড় জামাতা প্রফেসর কাজী ফারুকী ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ। মেজ জামাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল কাসেম। সেজ জামাতা তেজগাঁও কলেজ অর্থনীতির অধ্যাপক ও লেখক জনাব আব্দুল বাকী, অন্য জামাতাদ্বয় হলেন একাউন্ট অফিসার ও ডাক্তার।

শোক সংবাদ

মেজিস্ট্রেট মৌলভী মোহাম্মদ আবুল হাশিম

ঢাকা কমার্স কলেজ অর্থনীতি বিভাগের প্রধান রওনক আরা বেগম-এর পিতা অবসরপ্রাপ্ত মেজিস্ট্রেট মৌলভী মোহাম্মদ আবুল হাশিম গত ১লা ফেব্রুয়ারী৯৭ ইন্তেকাল করেন (ইন্নলিল্লাহে-- রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পূর্ণ ১০০ বছর। তাঁকে নারায়নগঞ্জ গোরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমের স্মরণে গত ৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষকবৃন্দ এক শোক সভায় মিলিত হয়ে মরহুমের জন্য দোয়া করেন।

ভোলার দৌলতখান থানার নেয়ামতপুরের মরহুম আবুল হাশিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবী বিষয়ে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। ১৯২৪ সালের শেষের দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক মাস শিক্ষকতা করেন। পরে ১৯২৮ সালে ল' পাশ করে ১৯২৯ সালে ভোলা বার-এ যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে তিনি বরিশাল বার-এ যোগদান করেন। মরহুম হাশিম ১৯৪৫ সালে লইয়ার মেজিস্ট্রেট হিসাবে ফেনীতে যোগদান করেন এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় চাকুরী করে ১৯৫৬ সালে খুলনাতে অবসর গ্রহন করেন।

মোঃ আব্দুল মতিন

গত ৩১ জানুয়ারী পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান মোঃ ইলিয়াছ -এর বড় ভাই মোঃ আব্দুল মতিন(৪৫) বাংলাদেশ মেডিকেলে স্ট্রোকে ইন্তেকাল করেন (ইন্না.....রাজেউন)। ১ ফেব্রুয়ারী তাকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়। বিএডিসি প্রকৌশলী জনাব মতিন ১ছেলে, ২মেয়ে ও স্ত্রী রেখে মারা যান। ২ ফেব্রুয়ারী শিক্ষক কনফারেন্স কক্ষে এক শোক সভায় শিক্ষকগণ মরহুমের স্মৃতিচারণ ও দোয়া মোনাজাত করেন।

কবি জসীম উদ্দীন-এর 'নিমন্ত্রন' চিত্রায়ন

দর্পণ রিপোর্ট ঃ ঢাকা কমার্স কলেজ অডিও ভিডিও কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত কবি জসীম উদ্দীনের 'নিমন্ত্রন' কবিতার চিত্রায়ন হয়েছে। গত ৩০শে জানুয়ারী '৯৭ কলেজ শিক্ষকদের উপস্থিতিতে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী 'নিমন্ত্রণ-এর নাট্যরূপ উদ্বোধন করেন। পরে তা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে প্রদর্শিত হয়। নিমন্ত্রন-এর সার্বিক নির্দেশনায় রয়েছেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক নাঈম মোজাম্মেল এবং দৃশ্যায়ন পরিকল্পনায় রয়েছেন এ কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক অরূপ কুমার বড়ুয়া। অভিনয়ে রয়েছে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র কামরুজ্জামান হিমু, খাদিজা আক্তার সুমী ও তানিয়া রহমান। আবৃত্তিতে রয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সায়মা, সোহেল, রুবাবা ও জাহাঙ্গীর।

অধ্যাপক হাসানুর রশীদের 'সৌর জগত'

দর্পণ রিপোর্ট ঃ পবিত্র ঈদ '৯৭ উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলা বিভাগের প্রভাষক গীতিকার হাসানুর রশীদের গানের ক্যাসেট 'সৌরজগত' বের হয়েছে। আধুনিক গানের এ্যালবাম 'সৌরজগত'-এ কণ্ঠ দিয়েছেন সুপারস্টার ফেরদৌস ওয়াহিদ। 'স্পর্শক' প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'সৌরজগত' এর বিশেষ আকর্ষণ 'এমন একটি মা দেনা' ও 'আগে যদি জানতাম'।

ফিন্যান্স বিভাগের বর্ষবরণ ও সংবর্ধনা

মহসিন ॥ গত ৫ই জানুয়ারী ঢাকা কমার্স কলেজ ফিন্যান্স বিভাগে বর্ষবরণ এবং বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক নববিবাহিতা অধ্যাপক সৈয়দা তপা হাশেমীকে বিবাহত্তোর সংবর্ধনা দেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে অধ্যাপক তপা হাশেমীকে ফুলের তোড়া এবং উপহার প্রদান করে ক্লাস ক্যাপ্টেন পলাশ, বিদ্যুৎ এবং সজল। চেয়ারম্যান নূর হোসেন ও বিভাগীয় প্রভাষক আখ্‌তার হোসেন এবং মোস্তাফিজুর রহমানের আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত এবং প্রানচঞ্চলতায় ভরে ওঠে। পরে বিভাগের পক্ষ হতে নববর্ষের কার্ড এবং হাইটি বিতরনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

রূপচর্চা

পানি শ্রেষ্ঠ কসমেটিকস

পানিই আমাদের রূপচর্চার বড় উপাদান। পানি তা যেখানকারই হোক বাড়ীর কল, পুকুর,নদী- আমাদের ত্বক, চুলসহ দেহের সবকিছুর জন্য সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। মুখের দাগ, ব্রণ, চোখের নিচের কালচে দাগ সাড়াতে পানিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রেসক্রিপশন। ঠান্ডা পানি চুলের উজ্জ্বলতা ও স্থায়িত্বতা বয়ে আনে। স্বচ্ছ ত্বক ও মেদ ঝরাবার জন্য পানি অতুলনীয়। দেশী বিদেশী সুগন্ধযুক্ত উচ্চমূল্যের অনেক স্নো-ক্রীমের চেয়ে পানি বেশী ফলদায়ক। বাহির থেকে এসেই ঠান্ডা পানিতে ভাল করে হাত-পা, মুখ-মন্ডল ধুয়ে ফেলুন। চর্মরোগ হতে রক্ষা পেতে পানি বড় সহায়ক। শুধু কি তাই। নখ ভেঙ্গে গেছে? হালকা গরম পানিতে মিনিট দশেক নখ চুবিয়ে রাখুন। পরে ক্রীম লাগান। নখ সজীব হয়ে উঠবে।

লুৎফুন্নেলা ইসলাম সাকি, MF-1

লেখাপড়া

একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী

হিসাব রক্ষণ

প্রশ্নঃ 'নগদান বহি জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই'- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ যে হিসাবের বহিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ সুনির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বহি বলে। এই নগদান বহিকে কোন কোন হিসাবশাস্ত্রবিদ জাবেদা বলেন আবার কেহ কেহ এটিকে খতিয়ানও বলে থাকেন। আধুনিক হিসাববিদগণ নগদান বহিকে জাবেদায়িত খতিয়ান বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের সাথে নগদান বহির সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ নগদান বহিকে আমরা একাধারে জাবেদা এবং খতিয়ান দুই-ই বলতে পারি। নিম্নে কিভাবে এবং কেন নগদান বহিকে জাবেদা ও খতিয়ান বলা হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হলোঃ

জাবেদা হিসাবে নগদান বহিঃ

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদের সংঘটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিকভাবে তারিখের ক্রম অনুযায়ী যে বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে জাবেদা বলে। যেহেতু কারবারের নগদ লেনদেনগুলি সংঘটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিকভাবে তারিখের ক্রমানুযায়ী নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাই নগদান বহিকে জাবেদা বলা হয়। নিম্নে জাবেদার সহিত নগদান বহির অন্যান্য সাদৃশ্যগুলি দেখানো হলো ঃ

(ক) নগদান বহিতে জাবেদার ন্যায় লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়।

(খ) নগদান বহিতে জাবেদার ন্যায় তারিখ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

(গ) নগদান বহিতে জাবেদার ন্যায় খতিয়ান পৃষ্ঠা উল্লেখ থাকে।

(ঘ) জাবেদা হতে যেরূপ খতিয়ান তৈরী করা হয়, তেমনি নগদান বহি হতেও প্রতিটি লেনদেন খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

জাবেদার সাথে নগদান বহির উল্লেখিত সাদৃশ্য থাকায় নগদান বহিকে জাবেদা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

খতিয়ান হিসাবে নগদান বহিঃ

খতিয়ান হলো হিসাবের একটি পাকা খাতা। এখানে শ্রেণী বিন্যাস করে লেনদেন সমূহকে সংক্ষেপে স্থায়ীভাবে তারিখের ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করা হয়, নগদান বহিকে ও নগদ লেনদেনগুলিতে শ্রেণীবিন্যাস করে সংক্ষেপে স্থায়ী ভাবে তারিখের ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করা হয়। তাই নগদান বহিকে খতিয়ানও বলা চলে, নিম্নে খতিয়ানের সহিত নগদান বহির অন্যান্য সাদৃশ্যগুলি দেখানো হলো ঃ

(ক) নগদান বহির ছক বা নমুনা খতিয়ানের অনুরূপ।

(খ) নগদান বহি এবং খতিয়ান উভয়েরই ডেবিট ও ক্রেডিট দুইটি দিক রয়েছে।

(গ) নগদান বহি খতিয়ানের ন্যায় একটি পাকা বহি।

(ঘ) একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে খতিয়ানের ন্যায় নগদান বহির ও জের নির্ণয় হয় এবং রেওয়ামিলে স্থানান্তরিত হয়।

খতিয়ানের সাথে নগদান বহির উল্লেখিত সাদৃশ্য থাকায় নগদান বহিকে খতিয়ান বলেও আখ্যায়িত করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া নগদান বহিকে একাধারে 'জাবেদা' ও 'খতিয়ান' বলা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে নগদান বই জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ের কাজই সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং নগদান বহি জাবেদা এবং খতিয়ান উভয়ই।

মোঃ নুরুল আলম
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

পরীক্ষার খাতায় যা করবে, যা করবে না

আবদুস সালাম, শিক্ষক, ধানমন্ডি হাইস্কুল

যা করবে না

- পরীক্ষার খাতায় অযথা কাটাকাটি।
- পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর শেষে কম জায়গা রাখা।
- খাতার পাশে বা উপরের কোনায় দাগদাগি করা।
- পরীক্ষার প্রশ্নের উপরে বা পিছনে দাগাদাগি বা কিছু লেখালেখি।

যে দিকে খেয়াল রাখবে

- খাতার প্রথম পাতায় নাম,রোল নম্বর, কেন্দ্রের নাম সঠিকভাবে লিখবে।
- অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের কোড নম্বর খাতার নির্দিষ্ট ঘরে লিখবে।
- অতিরিক্ত খাতায় অবশ্যই নাম, রোল নম্বর, কেন্দ্রের নাম লিখবে।
- সাবধান, প্রশ্নের নম্বর দিতে ভুল করবে না।

যা করবে

- খাতায় মার্জিন টানলে অবশ্যই কালো বা সবুজ সিগনেচার কলম ব্যবহার করবে।
- প্রতিটি উত্তর লেখার সময় নির্দিষ্ট প্যারা করে লিখবে। প্যারায় প্যারায় এবং লাইনে লাইনে জায়গা রাখবে।
- প্রবেশপত্র সাবধানে রাখবে যাতে করে হারিয়ে না যায়।

বিদেশে পড়া

জার্মানীতে লেখাপড়া

জার্মানীতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের সাবজেক্ট ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা জানার জন্য আপনি বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। জার্মানীতে শিক্ষাবর্ষ দু'টি সেমিষ্টারে বিভক্ত। এর একটি হলো শীতকালীন (অক্টোবর-মার্চ) এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালীন (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)। জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস এর বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে জার্মানীতে পড়াশুনার বিষয়ে। এসব প্রকাশনার জন্য আপনারা ঢাকাস্থ গ্যাট ইনষ্টিটিউটে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা ঃ Goethe Institute, German Cultural Institute, 23, Dhanmondi R/A, Road-2, G.P.O. Box-903, Dhaka-1205.

লাইব্রেরি

গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার

যে কোন বয়সের ব্যক্তি ফেরতযোগ্য ২০০ টাকা চাঁদা এবং ১০ টাকা ভর্তি ফী দিয়ে লাইব্রেরির সদস্য হতে পারেন। সকল কর্মদিবসে শীতকালে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ লাইব্রেরি খোলা থাকে। শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ। এ লাইব্রেরিটি ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার সড়ক নং ১৪/এ-এর ৩৯নং বাড়িতে অবস্থিত।

বই পরিচিতি

উচ্চতর কারবার সংগঠন ও পরিসংখ্যান

'উচ্চতর কারবার সংগঠন ও পরিসংখ্যান' বইটির লেখক ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, একই কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগীয় প্রধান মোঃ ইলিয়াছ ও ঢাকা মহিলা কলেজ প্রভাষক কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী।

বইটিকে স্নাতক পাস ও সম্মান শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী দুই খন্ডে লিখা হয়েছে। প্রথম খন্ডঃ কারবার সংগঠন ও দ্বিতীয় খন্ডঃ পরিসংখ্যান। বইটিতে কারবার সংগঠন ও পরিসংখ্যানের তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে গতানুগতিকতা ও ভাষাগত জটিলতা পরিহার করে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। বইটিতে পরিসংখ্যানীয় ব্যবহারিক বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিসংখ্যানের গাণিতিক সমাধান ও ব্যবহারিক উদাহরণ।

বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহর করকমলে উৎসর্গ করা হয়েছে।

বইটির প্রকাশ কাল ১ ফেব্রুয়ারী '৯৭, প্রকাশনায় কাজী প্রকাশনী, মূল্য ১৬০ টাকা।

শাহানা ইয়াসমিন
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রেসক্রিপশন

প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন মিটফোর্ড হাসপাতালের এক্স হাউজ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন ডাঃ শেখ ছাইদুল হক।

❑ **শামসুজ্জামান পলাশ- MMKT 32 ঃ** আমার বয়স ২২ বছর, গত ৩মাস যাবত আমার পেটে নাভির চারিপাশে মাঝে মাঝে ব্যথা করে। ব্যথা কখনও কখনও তীব্র হয় আবার কিছুদিন ভাল থাকি। আবার ব্যথা শুরু হয়, মাঝে মাঝে ব্যথার সাথে বমিও হয়। বেশী সময় খালি পেটে থাকলে ব্যথা বাড়ে।

উত্তর ঃ আমার মনে হয় আপনি পেপটিক আলসার রোগে ভুগছেন। এক্ষেত্রে আপনাকে Tab. Ranitidine 150mg ১টা করে সকালে ও রাতে মোট দেড় মাস খেতে হবে। ইতোমধ্যে ব্যথা তীব্র হলে সাথে Antacid খেতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তিন বেলা আহার নিয়মিত সময় খাওয়া হয়। রোগটি সঠিকভাবে নিরুপন করার জন্য এন্ডোস্কোপি করা যেতে পারে।

❑ **মোঃ মাহমুদুল আমীন জেনীস, বি কম (পাস) ১ম বর্ষ, রোল ডি ৩২৫ ঃ** আমার বয়স ২০ বছর। গত ৭দিন যাবত আমার পেটে অল্প অল্প ব্যাথা এবং পাতলা পায়খানা হচ্ছে। পায়খানা পরিমানে কম তবে পিচ্ছিল এবং পায়খানা পুরাপুরি শেষ হয় না, বেশ কষ্ট হয়। অনেক সময় পায়খানা শেষ হলে পেটের ব্যথা আরম্ভ হয়। অনেক আগে একবার এমন হয়েছিল তখন Flagyl Tablet খেয়ে ভাল হয়েছিলাম। এবার Flagyl tablet- এ উপকার পাচ্ছি না।

উত্তর ঃ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি Bacillary dysentry তে ভুগছেন। তবে খেয়াল রাখা দরকার পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে কি-না। এক্ষেত্রে আপনি ক্যাপসুল টেট্রাসাইক্লিন ৫০০মিঃগ্রাম ১টা করে ৬ঘন্টা পর পর ৫-৭ দিন খাবেন অথবা Tab. Ciprofloxacin 250mg ২টা করে দিনে ২বার ৭দিন খেতে পারেন। কোন উপকার না পেলে ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন, তবে পাতলা পায়খানা হলেই Flagyl খাওয়ার ভ্রান্ত ধারনা পরিত্যাগ করতে হবে।

জানুয়ারী' ৯৭ -এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০১.০১.৯৭
ভারত বাংলাদেশের ৩০ বছরের পানি বন্টন চুক্তি কার্যকর।
জাতিসংঘের নয়া মহাসচিব ঘানার কফি আনানের দায়িত্ব গ্রহণ।
০২.০১.৯৭
সিঙ্গাপুরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন পিপলস এ্যাকশন পার্টি ৮৩টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসন পায়।
০৩.০১.৯৭
বসনিয়ায় ১৪ই সেপ্টেম্বর নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ৩রা জানুয়ারী'৯৭ যৌথ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীদ্বয় হলেন মুসলিম হারিস সিলাদজিচ এবং সার্ব বোরো বোসিক। তিন দিন ভারত বাংলাদেশ যৌথ জরিপ করার পর এই দিনে রাজশাহীর বিতর্কিত সীমান্ত নির্মল চর বাংলাদেশ ফিরে পায়। ১৯৯২ সালে থেকে এই চর নিয়ে ভারতের সাথে বিরোধ চলে।
০৪.০১.৯৭
সাবেক বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি 'চিলেকোঠার সেপাই' আর 'খোয়াব নামা' উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখেন।
০৫.০১.৯৭
মধ্য আফ্রিকার রাষ্ট্র গুয়েতেমালার সরকার ও বামপন্থী গেরিলাদের ৩৬ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে গুয়েতেমালা সিটিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিদায়ী জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালি উপস্থিত ছিলেন।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন হয়।
০৬.০১.৯৭
দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে তৃতীয় কৃষিশুমারি শুরু।
বাংলাদেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের শীর্ষ বৈঠকে ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ নিয়ে উপআঞ্চলিক সহযোগিতা ক্ষেত্র তৈরির বিষয়ে ঐকমত্য।
০৮.০১.৯৭
তৃতীয় জাতীয় টিকা দিবসের দ্বিতীয় দিন।
০৯.০১.৯৭
সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।
১০.০১.৯৭
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।
বঙ্গবন্ধু কাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা হয় মালয়েশিয়া লাল ও ইন্দোনেশিয়ার উজাং পান্ডাং-এর মধ্যে। মালয়েশিয়া লাল২-১ গোলে চ্যাম্পিয়ন হয়।
১১.০১.৯৭
বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের রাজনীতিবিদরা নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় পানি সম্মেলনে একটি ফোরাম গঠনের বিষয়ে একমত হন।
১৩.০১.৯৭
জর্ডানের বাদশা হোসেনের মধ্যস্থতায় ইসরাইল-ফিলিস্তিন কর্মকর্তারা এক বৈঠক করে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হেবরন থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার হবে ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে।
১৪.০১.৯৭
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ইসরাইল ও গাজা সীমান্তের ইরেজ ক্রসিংয়ে হেবরন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
১৬.০১.৯৭
ইসরাইলী পার্লামেন্ট (১২০ সদস্যের) জেরুজালেমে ৮৭-১৭ ভোটে হেবরন চুক্তি অনুমোদন করে।
১৭.০১.৯৭
ইয়াসির আরাফাত জেরুজালেমকে ইসরাইল ফিলিস্তিন উভয় রাষ্ট্রের রাজধানী করার প্রস্তাব দেন। আরাফাত জেরুজালেমকে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। ১৯৬৭ সালের পূর্বে জেরুজালেম দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ১৫৬ বছর বৃটিশ শাসনের পর হংকং ও চীনের মধ্যে সীমানা পৃথকীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৯.০১.৯৭
সার্ক মহাসচিব নাঈম ইউ হাসান (পাকিস্তান) তিন দিনের সফরে ঢাকা আসেন।
২০.০১.৯৭
পূনঃনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দ্বিতীয় বারের মেয়াদের জন্য আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেন।
সরকার কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনকে গণমুখী এবং যুগোপযোগী করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে।
২৩.০১.৯৭
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেখ রেহানার হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রদত্ত (মরণোত্তর)" নেতাজি পুরস্কার" হস্তান্তর করেন।
২৫.০১.৯৭
বিংশ শতাব্দীর কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসাবে সুইজারল্যান্ডের (সুইট সিক্সটিন) মার্টিনা হিনজিম (১৬ বছর) অষ্ট্রেলীয় ওপেন জয়ের মাধ্যমে গ্র্যান্ড স্লাম অর্জন করেন।
২৬.০১.৯৭
বিশ্ব কুষ্ঠ রোগ দিবস। এ বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য '২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল।'
২৭.০১.৯৭
চেচনিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়।
২৮.০১.৯৭
প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী শান্তি আলোচনা শুরু করার আহবান জানান। সিরিয়া তাদের থেকে দখল করা গোলান মালভূমি ফিরে পেতে চায়।
২৯.০১.৯৭
পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট বেনজির ভূট্টোর সরকারকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। গত ৪ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারী সরকারকে বরখাস্ত করে। বেনজির ভূট্টো তার সরকার পূর্নবহালের জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারী '৯৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০১.০২.৯৭
দক্ষিন আফ্রিকায় এক সপ্তাহ দেশ শাসন করার জন্য মুঙ্গসেথু বুথলেজী শপথ গ্রহন করেন।
০২.০২.৯৭
ওয়াশিংটনে তিন দিন ব্যাপী মাইক্রো ক্রেডিট শীর্ষ সম্মেলন শুরু। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ২০০৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দরিদ্রতম ১০ কোটি পরিবারকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সচল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।
০৩.০২.৯৭
পাকিস্তানে গত আট বছরে মধ্যে চতুর্থ বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
০৪.০২.৯৭
সত্যজিৎ রায়ের 'গোপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির 'বাঘা' চরিত্রে সাড়া জাগানোর অভিনেতা রবি ঘোষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।
০৫.০২.৯৭
বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জেমস উলফেনসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে সাক্ষাত হয় ওয়াশিংটনের হোটেল কক্ষে।
০৬.০২.৯৭
যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টর অব ল'জ অনোরিস কোজা ডিগ্রি প্রদান করে।
০৭.০২.৯৭
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রভিডেন্ট ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত অতি সম্মানীয় অনুষ্ঠান "অগডেন" বক্তৃতা দেন। প্রতি বছর বিশ্বের সম্মানীয় রাষ্ট্র/সরকার প্রধান "কনসেলিডেনসন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক এই বক্তৃতা দেন।
০৮.০২.৯৭
ইকুয়েডরের সেনাবাহিনী প্রধান দেশের প্রেসিডেন্ট বুকারামের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। বুকারামকে ৬-২-৯৭ তারিখে দেশের পার্লামেন্ট অপসারণ করে।
১১.০২.৯৭
ইকুয়েডরের পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট ফ্যাবিয়ান অ্যালারকন দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
১২.০২.৯৭
চেচনিয়ার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল মাসখদভ শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ২৭ শে জানুয়ারির নির্বাচনে নির্বাচিত হন।
যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। ১৫ টি দেশের প্রায় ১০০ প্রতিনিধি এতে যোগ দেন।
১৩.০২.৯৭
জাপান তার বৃহৎ কঠিন জ্বালানী রকেট 'হাক্কা' উৎক্ষেপণ করে।
১৪.০২.৯৭
জেনেভা ভিত্তিক আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন আয়োজিত রাজধানীতে " নারী পুরুষের অংশীদারিত্ব" শীর্ষক ৫দিন ব্যাপী এক আন্তঃসংসদীয় সম্মেলন শুরু হয় নায়াদিল্লীতে। এতে প্রায় ৭৭টি দেশ থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য "রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূর করা।"
১৭.০২.৯৭
পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার (নওয়াজ শরীফের) শপথগ্রহণ করে। ৩রা ফেব্রুয়ারির ২১৭ আসনের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে নওয়াজ শরীফের দল ১৩৫ টি আসন পায়। বেনজীর ভুট্টোর দল পায় মাত্র ১৮টি আসন। নওয়াজ শরীফ দেশের ১৩তম প্রধানমন্ত্রী।
তিন দিন ব্যাপী "জাতীয় পুষ্প প্রদর্শনী-৯৭' শুরু।
১৮.০২.৯৭
বাংলা একাডেমী আয়োজিত মাস ব্যাপী একুশের বইমেলা শুরু।
আলজেরিয়ায় ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাস করা হয়।
থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজকে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা 'বিশ্ব আবহাওয়া' পুরস্কার দেয়।
১৯.০২.৯৭
চীনের বর্ষীয়ান নেতা দেং জিয়াও পিং পরলোকগমন করেন।
জাতীয় সংসদে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন সংশোধনী বিল-৯৭ পাস হয়।
প্রস্তাবিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দুই দিনের সেমিনার শুরু হয়। এই সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ।
২০.০২.৯৭
মহান একুশে স্মরণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শাহাবুদ্দিনের তিন দশকের (১৯৬৭-১৯৯৭) নির্বাচিত চিত্রকলার ১২ দিন ব্যাপী এক বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে শিল্পীর ১১১ টি শিল্পকর্ম স্থান পায়।
২২.০২.৯৭
ঢাকার শেরে বাংলা নগরে মাস ব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৯৭ শুরু হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে কুমিল্লা জেলা স্কুল মাঠে ৫দিন ব্যাপী জাতীয় স্কাউট এ্যাগোনরী শুরু হয়। প্রতিবন্ধী স্কাউটদের সমাবেশকে এ্যাগোনরী বলা হয়।
২৪.০২.৯৭
ফিফা ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ জার্মানি ও ইংল্যান্ডের যৌথ আয়োজনের জার্মান প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।
২৭.০২.৯৭
কম্পিউটার, সৌরশক্তি, কোমলপানীয়সহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে শেরাটন হোটেলে ৩দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ আমেরিকান বাণিজ্য মেলা শুরু।
২৮.০২.৯৭
ঢাকায় তৃতীয় সার্ক ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'পাকিস্তান-এ' ও 'ভারত -এ' দল ফাইনাল খেলায় অংশ নেয়। 'পাকিস্তান-এ' রান রেটে 'ভারত-এ' দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

মাঘ-চৈত্র, ১৪০৩ বাং

স॥ম্পা॥দ॥কী॥য়

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

'বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক' – পল্লী কবির এ বাণী চিরন্তন। বই তমাসাচ্ছন্ন জাতির সামনে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। বই পড়া জাতি বলিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠে অতি দ্রুত।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বসে গ্রন্থমেলা বা বইমেলা। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা একাডেমী বইমেলা আয়োজনের চেষ্টা চালায় এবং ১৯৭৯ সালে একাডেমী চত্বরে পূর্ণাঙ্গ বইমেলা শুরু হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে এর নাম হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' '৮৩ সাল থেকে মাস ব্যাপী মেলা বসছে। এর আগে হত এক সপ্তাহ মাত্র। বাংলা ভাষার জন্য যাঁরা বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছিল রাজপথ। তাদের স্মরণে 'জাগ্রত চেতনার মাস' ফেব্রুয়ারীতে হচ্ছে বইমেলা। এবারের বই স্টলগুলোর নির্মান সৌকর্য বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ। লোকজ ঐতিহ্য অনুযায়ী কয়েকটি স্টলের নির্মাণ শৈলী দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ঢাকা কর্মাস কলেজ ছাত্রদের 'কাশবন' ও 'রেয়ার' সহ কয়েকটি স্টলে এ কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের ভীর দেখা গিয়েছে।

এবারে বইমেলায় বৈধ স্টল সংখ্যা ৫৪০। অবশ্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও প্রভাবশালীরা কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে বেশ কিছু অবৈধ স্টলও করেছে। মেলার পরিবেশ স্বস্তিকর ছিল না। ধুলা-বালি, মূল গেটে বখাটেদের ধাক্কাধাক্কি, একুশে ফেব্রুয়ারীর দিন কতিপয় তরুণ কর্তৃক কিছু মেয়েকে নাজেহাল, মেলায় ঢুকতে দীর্ঘপথ পায়ে হাটা, ক্যাসেটের উচ্চ শব্দ, কিছু স্টলের অশ্লীল নাম – এসব ছিল সত্যিই আপত্তিকর।

মেলায় যতটা ভীর দেখা গেছে বিক্রি তত হচ্ছে না, অনেকেই দেখে-ছুয়ে চলে গেছে। যেন 'বই প্রদর্শনী'! বেশীর ভাগ তরুণ-তরুনী মেলায় আসে আড্ডা দিতে, প্রেমালাপ করতে, হৈচৈ করতে। তাই কেউ কেউ বইমেলাকে 'Love মেলা' বা 'হৈমেলা' বলছেন। বই পর্যাপ্ত বিক্রি না হলেও অনেক বিক্রি হয়েছে চটপটি-ফুস্কা, ঘটি-বাটি-বটি, চুড়ি-মালা, শাড়ী-পাঞ্জাবী, এমনকি জুতাও। এখানে মেধা-মনন, প্রতিভা বিকাশের চেয়ে যেন উৎসবের আড়ম্বরটা বেশী। মেলায় বেশ কিছু নতুন বই এসেছে। তবে প্রচ্ছদ সমৃদ্ধ কিছু বইয়ের লেখা মান সম্মত নয়। বেশীর ভাগ বই হয়েছে নষ্ট প্রেম আর ভালবাসায় ভরপুর। অথচ প্রেম নিয়ে হতে পারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যা পাঠকদের উদ্যোগী, উদ্যোমী, সাহসী ও অধ্যবসায়ী করে তুলতে পারে।

একাডেমী প্রাঙ্গণের প্রায় শ্রোতাশূন্য কিছু গুরু-গম্ভীর আলোচনা অনুষ্ঠান হাস্যকর মনে হয়েছে। সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান একাডেমী প্রাঙ্গন ছেড়ে দোয়েল চত্বরে আয়োজন করা হলে দর্শক সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত বলে ধারণা। আলোচনা অনুষ্ঠান একাডেমী সেমিনার কক্ষে করা যেতে পারে। একাডেমী সংলগ্ন পুকুর পরিস্কার করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা যায়। গণমাধ্যমে নতুন প্রকাশিত বইয়ের আরো প্রচার দরকার। প্রতিষ্ঠিত লেখক ও প্রকাশকদের আরো বেশী মেলায় আসা দরকার। ভাল প্রকাশনার জন্য বই লেখক, প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে 'বই ব্যাংক' স্থাপন করা যেতে পারে।

দেশব্যাপী বই পাঠক বৃদ্ধির লক্ষ্যে থানা ও জেলা সদরে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বই মেলার আয়োজন করা যায়। সেই সাথে পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও ক্লাবের পরিবর্তে 'লাইব্রেরী ক্লাব' গঠন দরকার। দেশে আরো পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন ও পাবলিক লাইব্রেরীতে আধুনিক বই বৃদ্ধি দরকার।

বাংলা একাডেমীর স্বপ্নদ্রষ্টা ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রথম রূপকার স্পেশাল অফিসার মুহম্মদ বরকত উল্লাহ এবং প্রথম পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা সফল হোক। আগামীতে বাংলা একাডেমীর 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' পরিবেশ আরো সুন্দর ও সুষমামন্ডিত হোক। জনসাধারণ হোক গ্রন্থমনস্ক। তবেই জাতি হবে আরো সচেতন, জ্ঞানী ও সমৃদ্ধ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টগন

নং	প্রেসিডেন্টের নাম	মেয়াদ	দল
১	জর্জ ওয়াশিংটন	১৭৮৯-১৭৯৭	ফেডারেলিস্ট
২	জন এডামস	১৭৯৭-১৮০১	ফেডারেলিস্ট
৩	থমাস জেফারসন	১৮০১-১৮০৯	ডেমোক্রেটিক
৪	জেমস মেডিসন	১৮০৯-১৮১৭	ডেমোক্রেটিক
৫	জেমস মনরো	১৮১৭-১৮২৫	ডেমোক্রেটিক
৬	জন কুয়েন্সী এডামস	১৮২৫-১৮২৯	ডেমোক্রেটিক
৭	এনড্রীউ জ্যাকসন	১৮২৯-১৮৩৭	ডেমোক্রেটিক
৮	মার্টিন ভ্যান বুরেন	১৮৩৭-১৮৪১	ডেমোক্রেটিক
৯	উইলিয়াম হেনরী হেরিসন	১৮৪১	উ্যইগ
১০	জন টেলর	১৮৪১-১৮৪৫	উ্যইগ
১১	জেমস কনক্স পোলক	১৮৪৫-১৮৪৯	ডেমোক্রেটিক
১২	জ্যাকারী টেলর	১৮৪৯-১৮৫	উ্যইগ
১৩	মিলার্ড কিলমোর	১৮৫০-১৮৫৩	উ্যইগ
১৪	ফ্রাঙ্কলিন পিয়ারস	১৮৫৩-১৮৫৭	ডেমোক্রেটিক
১৫	জেমস বুচানান	১৮৫৭-১৮৬১	ডেমোক্রেটিক
১৬	আব্রাহাম লিংকন	১৮৬১-১৮৬৫	রিপাবলিকান
১৭	এনড্রিউ জনসন	১৮৬৫-১৮৬৯	ডেমোক্রেটিক (রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত)
১৮	উইলিসেস সিম্পসন গ্রান্ট	১৮৬৯-১৮৭৭	রিপাবলিকান
১৯	রাদারফোর্ড বাচার্ড হেয়স	১৮৭৭-১৮৮১	রিপাবলিকান
২০	জেমস গারফিল্ড	১৮৮১	রিপাবলিকান
২১	চেষ্টার এলেন আর্থার	১৮৮১-১৮৮৫	রিপাবলিকান
২২	গ্রোডার ইলিভিল্যান্ড	১৮৮৫-১৮৮৯	ডেমোক্র্যাট
২৩	বেনজামিন হেরিসন	১৮৮৯-১৮৯৩	রিপাবলিকান
২৪	গ্রোভার ইলিভিল্যান্ড	১৮৯৩-১৮৯৭	রিপাবলিকান
২৫	উইলিয়াম মেকীনলী	১৮৯৭-১৯০১	রিপাবলিকান
২৬	থিওডোর রুজভেল্ট	১৯০১-১৯০৯	রিপাবলিকান
২৭	ইউলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাষ্ট	১৯০৯-১৯১৩	রিপাবলিকান
২৮	উইড্রো উইলসন	১৯১৩-১৯২১	ডেমোক্র্যাট
২৯	ওয়ারেন গ্যামালিয়েল হার্ডিং	১৯২১-১৯২৩	রিপাবলিকান
৩০	কালভীন কোলীজ	১৯২৩-১৯২৯	রিপাবলিকান
৩১	হার্বার্ট ক্লার্ক হোভার	১৯২৩-১৯৩৩	রিপাবলিকান
৩২	ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট	১৯৩৩-১৯৪৫	ডেমোক্র্যাট
৩৩	হেরী এস. ট্রুম্যান	১৯৪৫-১৯৫৩	ডেমোক্র্যাট
৩৪	ড্যুয়িট ডেভিড ইসেনহোয়ার	১৯৫৩-১৯৬১	রিপাবলিকান
৩৫	জন কিটজেরাল্ড কেনেডী	১৯৬১-১৯৬৩	ডেমোক্র্যাট
৩৬	লীনডন বেইনেস জনসন	১৯৬৩-১৯৬৯	ডেমোক্র্যাট
৩৭	রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন	১৯৬৯-১৯৭৪	রিপাবলিকান
৩৮	জেরাল্ড রুডলফ ফোর্ড	১৯৭৪-১৯৭৭	রিপাবলিকান
৩৯	জিমি কার্টার	১৯৭৭-১৯৮১	ডেমোক্র্যাট
৪০	রোনাল্ড উইলসন রিগ্যান	১৯৮১-১৯৮৯	রিপাবলিকান
৪১	জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ	১৯৮৯-১৯৯৩	রিপাবলিকান
৪২	উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটন	১৯৯৩-বর্তমান	ডেমোক্র্যাট

সৌজন্যে ঃ অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

অভিমত

যে কোন প্রকাশনা ইতিহাসের ধারক। আর তা যদি হয় নিয়মিত ও তথ্যভিত্তিক, তবে অতীতের পথ ধরে ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টি হয় উজ্জ্বল পথ রেখা। তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর তিনটি সংখ্যাই পড়লাম। কিঞ্চিত ত্রুটি থাকলেও এত ভালোর মাঝে তা বলতে পারলাম না। 'দর্পণ' ভবিষ্যতে এক উজ্জ্বল শিখা হয়ে দ্যুতি ছড়াবে এ বিশ্বাস রাখি।

এস. এম. এবাদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাসিক
তথ্য ও তত্ত্ববহুল
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE DARPON
১ম বর্ষ ❑ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা ❑ যুগ্ম সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারী - মার্চ ১৯৯৭ ❑ ৮ পৃষ্ঠা

একাদশ শ্রেণীর প্রথম পর্বের ফল প্রকাশ

১ম ঃ ফররুখ

২য় ঃ শাহানা

২য় ঃ তানভীর

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ১৪ জানুয়ারী একাদশ শ্রেণীর ১ম পর্বের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৫০৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩১জন কৃতকার্য হয়েছে। পাসের হার ৬৫.৮%। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬২জন। দ্বিতীয় বিভাগ ১৬৬ জন, তৃতীয় বিভাগ ১৬ জন ও বিশেষ বিবেচনায় পাশ ৮৭ জন।

মেধা তালিকা

১ম ঃ সৈয়দ ফররুখ আহমেদ, রোল ৩২৪৯, প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৯। ২য় ঃ শাহানা আক্তার, রোল ৩০৬৪ ও তানভীর আহমেদ, রোল ৩২০৫, প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৭। ৩য় ঃ লাকী সুলতানা, রোল ৩০৬৭, প্রাপ্ত নম্বর ৪৩১। ৪র্থ ঃ ফাহমিদা বেগম, ৫ম ঃ মাসুদ হাছান পাটওয়ারী, ৬ষ্ঠ ঃ শারমীন আক্তার, ৭ম ঃ মুশফিক মাহমুদ, ৮ম ঃ রুবাবা-নাজনীন নূর, ৯ম ঃ সোহানী ইসলাম, ১০ম ঃ শাম্মী রহমান, ১১তম ঃ আবু মোহাম্মদ জাহেদ, ১২তম ঃ বাহার আহমেদ খান, ১৩তম ঃ মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ১৪তম ঃ নাজমুর আমীন, ১৫তম ঃ সৈয়দ মঞ্জুর হাসান, ১৬তম ঃ মারিয়া হক, ১৭তম ঃ মোছাঃ লুইসা ফজিলা চৌধুরী, ১৮তম ঃ মোঃ রাসেল ইব্নে ইলিয়াস, ১৯তম ঃ মোঃ তাউসিফ -উল- আরীফিন এবং ২০তম ঃ আনোয়ার হোসেন।

প্রথম স্থান অধিকারী ফররুখ আহমেদ চাঁদপুরের জনাব সহিদ আহমেদ-এর পুত্র। সে এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭৯৯ নম্বর পেয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শাহানা আক্তার বাংলাদেশ জুট মিলসের এসিসট্যান্ট ম্যানেজার মোঃ শহিদুল ইসলাম এর কন্যা। নোয়াখালী চাটখির শাহানা এস.এস .সি তে ৮২৩ নম্বর পেয়েছে।

যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানকারী তানভীর আহমেদ বিক্রমপুরের জনাব আবুল হোসেন এর পুত্র। সে এস. এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মানবিক বিভাগে ৭৯৩ নম্বর পেয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র শিক্ষকদের
সুন্দরবন ও কুয়াকাটায় শিক্ষা সফর ও বার্ষিক বনভোজন

(১) শিক্ষা সফর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, (২) স্পীডবোটে দূরবীন দিয়ে সুন্দরবনের গোলপাতা দেখছেন অধ্যক্ষ ও (৩) ভ্রমণকালে লঞ্চের ছাদে বসে অন্যান্য শিক্ষকদের নিকট ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন ভ্রমণ সমন্বয়কারী অধ্যাপক জাহিদ হোসেন সিকদার।

মোহাম্মদ সরওয়ার ॥ গত ২৯ ডিসেম্বর '৯৬ থেকে ২ জানুয়ারী '৯৭ পর্যন্ত আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ সুন্দরবন ও কুয়াকটা ভ্রমণ করি। এটি ছিল কলেজের বার্ষিক বনভোজন ও শিক্ষা সফর '৯৬। ভ্রমণ দলের নেতৃত্বে ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং সমন্বয়কারী ছিলেন মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেন সিকদার। দেড়শ ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও ১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এ সফরে অংশগ্রহণ করেন। আমাদের সফর সঙ্গী ছিলেন ডাঃ শেখ ছাইদুল হক ও অতিথি মোঃ আব্দুল মতিন। এ ছাড়াও ছিল ১৫ জন কর্মচারী। ভ্রমণকালীন ভোজনের গুরু দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ ও অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন অধ্যাপক নাঈম মোজাম্মেল ও অধ্যাপক কামরুজ্জামানা আকন এবং খেলাধুলা পরিচালনা করেন অধ্যাপক এস.এম. আলী আজম।

২৯ ডিসেম্বর '৯৬ সকাল নয়টায় ঢাকা সদরঘাট হতে আমরা তিন তলাবিশিষ্ট এম. ভি. তাকওয়া লঞ্চ যোগে ভ্রমণে যাত্রা করি। ৩০ ডিসেম্বর বিকাল চারটায় আমরা সুন্দরবনের "হিরণ পয়েন্ট" পৌঁছি। ৩১ ডিসেম্বর বিকেলে আমরা 'কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্র' ঘুরে দেখি। রাত ১২টা ১মিনিটে ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ আনন্দে চিৎকার করে এক যোগে বলে উঠে `Happy New Year'। এ সময় এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিশাল 'ফানুস' উড়িয়ে নববর্ষ উদযাপন করা হয়। ফানুস উড়িয়ে নববর্ষ উদযাপনের উদ্যোক্তা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শেখ মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন সুমন। পরে রাতভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

নববর্ষের পয়লা দিন বিকেলে আমরা পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে যাই। সমুদ্রের নীল লবনাক্ত জলে ছাত্র-শিক্ষক একত্রে সাঁতার কাটি, গোসল করি এবং ছাত্র-শিক্ষক একাকার হয়ে ছবি তুলি। রাত ৮টায় আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

২ জানুয়ারী রাতে ভ্রমণের শেষ ডিনারে আয়োজন হয় বিশেষ খাওয়ার। ডিনার শেষে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, ভ্রমণ সমন্বয়কারী অধ্যাপক জাহিদ হোসেন সিকদার ও অধ্যাপক রোমজান আলীকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। শ্রেষ্ঠ ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পুরস্কার পায় ব্যবস্থাপনা মাস্টার্সের হাবিব শরিফ উল্লাহ টিপু, বি.কম-এর মাসুদ ইবনে মাহবুব ও একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন ইভেন্টে যেসব ছাত্র-ছাত্রী প্রথম হয়েছে কেরাতে বরকত, রবীন্দ্র সংগীতে চয়ন-৩৪৫১, নজরুল সংগীতে তানিয়া-৩০৭০, দাবায় মুমিনুর রহমান-৩১০৩, ক্যারমে দেলোয়ার- MKT ১১, লুডুতে সালেহ আহমেদ মুন-৩২৮৯, ক্যারম (মেয়ে) আবেদা সুলতান-৩০৫৫, দাবা (মেয়ে) খাদিজা আক্তার সুমি, লুডু (মেয়ে) কুমুর। পরে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণ দলের সকল ছাত্র-শিক্ষককে কলেজ ডায়েরী দেয়া হয়। ৩ জানুয়ারী খুব সকালে আমাদের লঞ্চ ঢাকা সদরঘাটে পৌঁছে।

এ ভ্রমণ আমাদের হৃদয়কে দিয়েছে আনন্দ। 'চক্ষু মেলিয়া' আমরা দেখেছি প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। আর ভ্রমণ দলের সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক আত্মীক সম্পর্ক।

ঢাকা কমার্স কলেজে

বিজয়ের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিজয়ের রজতজয়ন্তী উৎসবে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, পাশে উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান

মোহাম্মদ সরওয়ার ॥ ষোলই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। পঁচিশ বছর আগে এদেশবাসী পাকিস্তানী শোষক আর শাসক হটিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বিজয়ের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশবাসী ডিসেম্বর মাস ব্যাপী বিজয় উৎসব করেছে। গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীবৃন্দ বিজয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন করে। কলেজ হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য অনুষদের ডীন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, কলা অনুষদের ডীন মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, অফিস সহকারী আলী আহম্মদ ও একজন ছাত্র।

অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, আমাদের প্রবাসী হওয়ার মানসিকতা পরিবর্তন দরকার, দেশীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন করতে হবে। অধ্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে মোনাজাত পরিচালনা করেন।

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান দীর্ঘ পৌনে এক ঘন্টা বক্তব্য দিতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তান এবং তারপর বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেন।

বিজয়ের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে দেয়ালিকা

বিজয়ের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগ 'উত্তরণ' নামে একটি আকর্ষণীয় দেয়ালিকা প্রকাশ করেছে। উত্তরণের সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম সবুজ ও সহ-সম্পাদক আমানত বিন হাশেম মিথুন। উত্তরণে দেয়া বাণীতে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী নিজ হাতে লিখেন "স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপনের সুযোগ আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। 'সুবর্ণ জয়ন্তী'র সুযোগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিহান। তাই উত্তরণের মাধ্যমে উত্তর পুরুষদের জন্য রইলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা।" উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান তার বাণীতে লিখেন "সকল দুরাবস্থা, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে উত্তরণ ঘটলেই মানুষের মুক্তি হয়। মুক্তির অন্বেষায় মানুষ চিরদিন সংগ্রাম করেছে এবং উত্তরণ ঘটাচ্ছে। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্তরণ ঘটাবার দিন।" ব্যবস্থাপনা বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলাম তাঁর বাণীতে বলেন, এ দেশের মুক্তিকামী দামাল ছেলেরা রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এ উত্তরণে।

দেয়ালিকাটিতে বাণী, সম্পাদকীয় ছাড়াও রয়েছে ১টি প্রবন্ধ, ১১টি কবিতা ও ২টি কৌতুক। উত্তরণে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন ব্যবস্থাপনা বিভাগীয় প্রভাষক এস. এম. আলী আজম। বিজয়ের কবিতা লিখেন আমানত বিন হাশেম মিথুন-রোল এম ২৩, শরমিন জাহাঙ্গীর-এম ২৪, মঈনুদ্দীন মোঃ আল ফারুকী-এম ৩৪, হুসনে জাহান আরজু-এম এম ৭৯, সাকিনাজ সুলতানা-এম ৩০, এম এম টুইন- এম ৪০, সাজ্জাদ সালাদীন-এম ৬০, মোঃ ফারুক-এম এম ৪৩, ওয়েসিস-এম এম ১৮, আবিদ আহমেদ খান-এম ১০, গোলাম জুবায়ের-এম ৮৯। উত্তরণে খাদেমুল বাশার-এম ৯ ও মৃদুল-এম এম ৭৪ এর-কৌতুক প্রকাশিত হয়।

অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গত ২২ ডিসেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৫ সালের বি. কম (অনার্স-পার্ট-১) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ৪৬জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫জন এবং হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ৪৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিং বিভাগীয় নতুন কক্ষ উদ্বোধন

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ২২ ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনের ৬ তলায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিজস্ব কক্ষ উদ্বোধন করা হয়। এ বিশাল কক্ষের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। এ সময় কলেজ উপাধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ও বাণিজ্য অনুষদ ডীন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। পরে কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এক মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হয়। অবশেষে অনুষ্ঠিত হয় বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রী পরিবেশিত আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

গত ২১ ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় মার্কেটিং বিভাগের কক্ষ উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। এ সময়ে অধ্যক্ষ ছাড়াও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন শিকদার বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত কলেজ শিক্ষকবৃন্দ পরে এক মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করেন।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৬ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক রয় লী ফকনার (Roy Lee Faulkner) ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি এ কলেজের হিসাববিজ্ঞান সম্মান ও মাস্টার্সে ক্লাস নেন এবং কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা অবহিত হয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞান ক্লাস সম্বন্ধে বলেন এবং যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (বামে)। পাশে উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান ও সর্ব ডানে অধ্যাপক মজুমদার

সম্পাদক : এস. এম. আলী আজম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ নুরুল আলম ভূইয়া, সহযোগী সম্পাদক : সাদিক মোহাম্মদ সেলিম, সহকারী সম্পাদক : শামীম আহসান, বার্তা সম্পাদক : মোহাম্মদ সরওয়ার, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক : আমানত বিন হাশেম মিথুন। ঢাকা কমার্স কলেজ, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্যোতি প্রসেস ও প্রভাতী প্রিন্টার্স, ২৭ গোপীমোহন বসাক লেন, নবাবপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৮০ ৫৬ ১০ (কলেজ)।

জ্যোতিষীর চোখে

১৯৯৭ সালের শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও তারুণ্য

১৯৯৭ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। কোন ঘটনা ছাত্র অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ হবে। ছাত্র রাজনীতিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারী হতে পারে। উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে সেশন জট বেড়ে যাবে। বইয়ের বাজারে ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিদেশী আগ্রাসন বেড়ে যাবে। দেশীয় প্রকাশনায় এক মন্দাভাব সৃষ্টি হতে পারে। শিল্প সাহিত্যাঙ্গনে চরমপন্থী মনোভাবের বিস্তার ঘটবে। একাধিক বুদ্ধিজীবী শারীরিক হামলার শিকার হতে পারেন। তা সত্ত্বেও মেধা মননের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হবে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও গবেষণা-ধর্মী কাজের স্বীকৃতি লাভ সহজ হবে। ক্ষেত্রভেদে বৈদেশিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। দেশের একাধিক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ বছর শিক্ষা ও গবেষণা কাজের জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরেও আলোচিত হবেন। এ বছর একাধিক বর্ষিয়ান ব্যক্তির মহাপ্রয়ান ঘটবে।

স্বদেশী সংস্কৃতির বিকাশ ও লালনে বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হবে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন বেগবান হবে, যদিও অপসংস্কৃতি এদেশের পল্লীতেও হানা দিতে পারে। সংবাদপত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতির যোগ রয়েছে। দেশে এ সময়ে বলিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ধারা বিকশিত হবে। এক পেশে নীতি ও বস্তুনিষ্ঠতার অভাবে কয়েকটি চালু পত্রিকাও পাঠক প্রিয়তা হারাতে পারে।

এ সময়ে মেলা, সভা, সেমিনার, সমিতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বাড়বে। বিয়ের হার বেড়ে যাবে। অনেক নৈরাশ্যবাদী যারা চির কুমার/কুমারীই থেকে যাবেন ভেবেছিলেন তাদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন জাগ্রত হবে এবং অনেকটা সফল হবে। প্রবাসীদের দেশে ফেরার প্রবণতা বাড়বে। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধাও বাড়বে। চাকুরীর পিছনে ছোটার পরিবর্তে তরুণদের কর্মসংস্থানের মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। নিজ নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে কি করা যায় এ নিয়ে তাদের মাঝে ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা শুরু হবে। তরুণদের মধ্যে আত্মশক্তি ও শিকড় অনুসন্ধানের প্রবণতা বাড়বে।

জ্যোতিষী হাওলাদার
জ্যোতিষী ভট্টাচার্য
জ্যোতিষী কিবরিয়া
গ্রন্থনাঃ এম, ইসলাম

ভুটানের শিক্ষা অবস্থা

১৯৬১ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই ভুটান সরকার বিনামূল্যে শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেয়। একজন ছাত্রকে বছরে এক টাকা দিতে হয় এবং মাধ্যমিক স্কুলে হোস্টেলে থাকার খরচ হিসেবে বছরে ৫০ টাকা দিতে হয়। ভুটানে প্রাথমিক শিক্ষা ৭ বছর এবং মাধ্যমিক ৪ বছর। দশম শ্রেণী বা মাধ্যমিক পাসের পর শিক্ষার্থীরা দেশের ভেতর ও বাইরে উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার সুযোগ পায়। প্রাধনতঃ ভারতে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। ভুটানে ২৫০টি স্কুল এবং ২৫০০ শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার। দু'হাজার সালের মধ্যে প্রত্যেককে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কাজ এগিয়ে চলছে। ভুটানে গড় শিক্ষার হার ৫৫ শতাংশ। ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারা সংখ্যা ৩০ শতাংশ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা বাজেট ১,৩০০ মিলিয়ন নু। (৩১ নু = ১ U.S ডলার)।

মাসুদ ইবনে মাহবুব, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

ইমারত নির্মাণকারীদের জন্য সুখবর

☞ মূল্য বাড়েনি, মান আরও বেড়েছে

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করতে উন্নমানের পিগ আয়রণ এবং BS-416 নমুনা ও মান অনুযায়ী তৈরি দীর্ঘস্থায়ী LUCKY=* ব্রান্ডের সেনিটারী সি. আই. লিকপ্রুফ লংট্র্যাপ বাজারে এসেছে যা অধিক মাত্রায় পানি ধারণ (ওয়াটার সীল ১.৫" করার পাশাপাশি আপনার বাথরুম ও কিচেন রাখবে ১০০% দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত। নতুন এ লংট্র্যাপটি বাজারের অন্য যে কোন লংট্র্যাপের থেকেই শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, আমাদের পূর্ববর্তী লংট্র্যাপের তুলনায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওয়াটার সীল (দুর্গন্ধ প্রতিরোধক ব্যবস্থা) ১ এবং ওজন ১ কেজি বেশি। এছাড়া আমাদের একই মানের অন্যান্য LUCKY-* ব্র্যান্ডের সেনিটারী সি. আই. পাইপ- ফিটিংস, সিস্টার্ণ, ম্যানহোল কভার ইত্যাদি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

পণ্য কেনার সময় অবশ্যই LUCKY-* সীল দেখে কিনবেন।

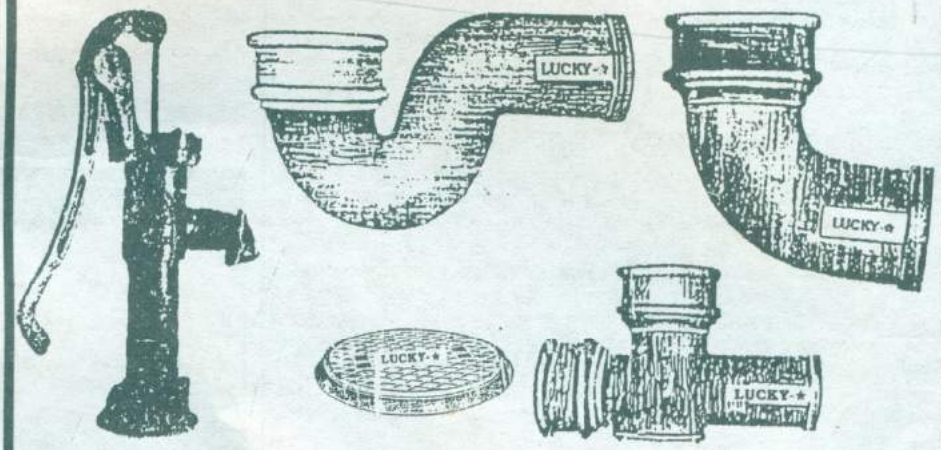

লাকী এগ্রি-মেশিনারী এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
LUCKY AGRI-MACHINERY & INDUSTRIES

(LUCKY-* ব্রান্ড স্যানিটারী সি.আই.পাইপ-ফিটিংস, ম্যানহোল কভার ইত্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান)
কামরু ম্যানশন : ১৩৭ হাজী ওসমান গনি রোড (নর্থ সাউথ রোড)
দোতলা, ঢাকা - ১০০০, ফোন : ৯৫৬৬৮১৭।

মুখোমুখি-২

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

● সৈয়দ মোঃ মাহমুদুল আমিন, বি. কম (পাস) ১ম বর্ষ, রোল-D৩২৫ ঃ স্যার, আপনার দৃষ্টিতে কমার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিসংখ্যান পড়া কতটুকু জরুরী ?

জনাব ইলিয়াছ ঃ *আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা। আর এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দরকার সঠিক সংখ্যাত্মক তথ্য, তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ, সঠিক সিদ্ধান্ত, সঠিক পরিকল্পনা ইত্যাদি গ্রহণ। এ সকল পদক্ষেপই পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। আর তাই বাণিজ্যসহ সকল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কম-বেশি পরিসংখ্যান বিষয় পড়া ও জানা দরকার বলে আমি মনে করি।*

● মোঃ আনোয়ারুল আমিন, হিসাববিজ্ঞান (সম্মান) ২য় বর্ষ, রোল-A৩৩ ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি কতটুকু উপযোগী বলে আপনি মনে করেন ?

জনাব ইলিয়াছ ঃ যদি প্রকৃত শিক্ষার কথা বিবেচনা করি তবে বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দরকার। আর পরীক্ষা পদ্ধতিতো শিক্ষা পদ্ধতিরই একটি অংশ। তবে আমাদের দেশের সকল সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করলে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিই উপযুক্ত।

● আইভী রহমান, দ্বাদশ শ্রেণী, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ ঃ স্যার, ভাল ফলাফলের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতির বিশেষ কোন ভূমিকা আছে কি?

জনাব ইলিয়াছ ঃ *বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের চমৎকার ফলাফলের জন্য এ কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতিই মূল নিয়ামক। কারণ এখানে সাপ্তাহিক, মাসিক, ৩ মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতি ৩ মাসে একই বিষয়ে অন্ততঃ ৩ বার করে পড়তে হয়। তাছাড়া পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য বই বা সিলেবাস সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা লাভ করে।*

তাছাড়া এ সকল পরীক্ষার কারণে ছাত্র/ছাত্রীরা কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী অর্জন করে। যেমন-

১। তাদের মধ্যে বিরাজীত পরীক্ষা ভীতি কেটে যায়।

২। হাতের লেখার গতি বেড়ে যায়।

৩। বানিয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

৪। বিশেষ করে H.S.C-শ্রেণীতে ৩ মাস অন্তর Section-পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে পড়া লেখা নিয়ে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

৫। মেধার ভিত্তিতে Section-ভাগ করার ফলে একই Section-এর সকল ছাত্র/ছাত্রী প্রায় একই মানের থাকে, ফলে শিক্ষকদের জন্য পাঠদান সহজ হয়ে পড়ে।

মুখোমুখি-৩

ঢাকা কমার্স কলেজ দপর্ণ-এর পরবর্তী সংখ্যায় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকের মুখোমুখি হবেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) ও বাংলা বিভাগের প্রধান জনাব **মোঃ রোমজান আলী**। নিম্নঠিকানায় জনাব রোমজান আলীর নিকট যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিষয়ে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। **মুখোমুখি-৩**, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ, ঢাকা-১২১৬।

দর্পণ কুইজ-২

উত্তর :

১। ভানুসিংহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছদ্ম নাম।

২। ৪, ৯, ১৯, ৩৯,-এর পরবর্তী সংখ্যাটি ৭৯।

৩। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কফি আনান।

৪। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসির নাম ডঃ এম, আমিনুল ইসলাম।

৫। ১৩ থেকে ১৭ নভেম্বর '৯৬ ইতালীর রাজধানী রোমে বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সঠিক উত্তরদাতা ঃ

মোঃ মাহমুদুল হক, একাদশ-৩৩৫৬, মোঃ কামরুল হাসান, একাদশ-৩১৩১, জেসমিন আক্তার জুই, একাদশ-৩০৭৯, মাসুদ হাসান, একাদশ-৩১০৯, জুবায়ের আহমেদ, একাদশ-৩৪৬৫, নাজমুন নাহার আরজু, বিএসএস-১ম বর্ষ, রোল-২৫৩, সরকারী বাংলা কলেজ, গৌতম সাহা, দ্বাদশ-৫৬, ঢাকা কলেজ।

দর্পণ কুইজ-৩

১। বছরে কোন্ কোন্ দিন রোজা রাখা হারাম ?

২। প্রাচীন 'চন্দ্র দ্বীপ', 'ইসলামাবাদ' ও 'সুধারাম'এর বর্তমান নাম কি ?

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মুখস্থ 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যের স্থপতি কে ?

৪। 'Robinson Crusoe' ও 'Hamlet' এর লেখক কে কে ?

৫। কোন্ চারটি দেশ নিয়ে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন বিবেচনাধীন ?

উপরোক্ত কুইজের সঠিক উত্তর দাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

পরিচালক, দর্পণ কুইজ-৩, ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন, চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা-১২১৬ এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাতে হবে।

কুইজ পুরস্কার

প্রতি মাসে দর্পণ কুইজের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারী করে দুই জনকে পঞ্চাশ টাকার করে প্রাইজবন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। ঢাকা কমার্স কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ নুরুল আলম-এর সৌজন্যে এ পুরস্কার দেয়া হবে।

দর্পণ বার্ষিক সাধারন জ্ঞান প্রতিযোগিতা
২৫টি পুরস্কার

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর ১ম বর্ষের ১২টি সংখ্যা (নভেম্বর '৯৬ থেকে অক্টোবর '৯৭)-এর উপর এক আকর্ষণীয় -'দর্পণ' বার্ষিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে নভেম্বর '৯৭-এ। তথ্য ও তত্ত্ববহুল দর্পণ-এর উক্ত সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত ঢাকা কমার্স কলেজ কার্যক্রম, চলমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপঞ্জী, শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যে কোন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। নভেম্বর '৯৭-এর প্রথম সপ্তাহে কলেজ রিসিপসনিষ্টের নিকট ৫ টাকা দিয়ে নাম এন্ট্রি করতে হবে। এতে প্রথম পুরস্কার থাকবে ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ টাকার প্রাইজবন্ড, তৃতীয় পুরস্কার ২০০ টাকার প্রাইজবন্ড, চতুর্থ পুরস্কার ৫টি ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড, পঞ্চম পুরস্কার ১০টি দর্পণ ২য় বর্ষের সবগুলো সংখ্যা, ষষ্ঠ পুরস্কার ৭টি সান্তনা পুরস্কার। ১ম পুরস্কার মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার এবং ২য় পুরস্কার দর্পণ বার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সরওয়ার এর সৌজন্যে দেয়া হবে।

—সম্পাদক, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

অধ্যক্ষের সঙ্গে হামদর্দ প্রতিনিধির সাক্ষাত

দর্পন রিপোর্ট ॥ গত ১২ ডিসেম্বর হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ-এর বিক্রয় প্রতিনিধি মোঃ আবু ইউসুফ অধ্যক্ষ কক্ষে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী-র সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি কিছু ক্যালেন্ডার, প্রসপেক্টাস ইত্যাদি অধ্যক্ষকে উপহার দেন এবং অধ্যক্ষের নিকট হামদর্দের ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

আলী আজম রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ডিরেক্টর

দর্পণ রিপোর্ট ॥ ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ সম্পাদক এস. এম. আলী আজম ১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য ইন্টারন্যাশনাল রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা নর্থের প্রফেশনাল ডিরেক্টর মনোনীত হয়েছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর '৯৬ রোটারী সচিবালয় সুগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এ মনোনয়ন দেয়া হয়। জনাব আজম ১৯৯৬-৯৭ বছরে উক্ত ক্লাবে ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর পদে আছেন।

উল্লেখ্য, জনাব আজম সমাজ সেবায় আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জাতীয় তরুণ সংঘের শাখা সভাপতি এবং বরিশালের অন্যতম বৃহৎ সমিতি মুলাদী থানা হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব ও যুগ্ম সম্পাদক।

বিজয় দিবস স্কেটিং র‍্যালী

ক্রীড়া প্রতিবেদক ॥ ১৬ই ডিসেম্বর '৯৬ রোলারস স্কেটিং ক্লাব রমনা পার্ক সংলগ্ন সড়কে এক বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় বিজয় দিবস স্কেটিং র‍্যালীর আয়োজন করে। এ সময় ঢাকা কমার্স কলেজ সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাবের আহবায়ক এস. এম. আলী আজম উপস্থিত ছিলেন এবং সদস্য সচিব মোঃ দেলোয়ার হোসেন র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

শুভ বিবাহ

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ১১ই ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক জনাব **মোঃ ওয়ালী উল্ল্যাহর** সাথে কুমিল্লার পশ্চিম বাগিচাগাঁও-এর জনাব মোঃ আব্দুল খালেক এর কন্যা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম শিমুল এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লার পিকিং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ বিয়েতে উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমানসহ ২০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ ডিসেম্বর '৯৬ ফিন্যান্স বিভাগের প্রভাষক **সৈয়দা তপা হাশেমীর** সঙ্গে ঢাকাস্থ মোঃ মতিউর রহমান শাহ-এর ছেলে এস.এম. মনজুর মুর্শেদ-এর শুভ বিবাহ হয়। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দ, তথ্য সচিব, শিক্ষক সমিতি সভাপতি প্রফেসর কাজী ফারুকীসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ টেকনিশিয়ান **অমল বাড়ই** ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল স্কুল মনিপুর-এর শিক্ষিকা লিনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীসহ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারী এ বিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশে শিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া

উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সব ধরনের পরামর্শ এবং সুযোগ-সুবিধা পাবেন ইউসিস (USIS) থেকে। এখানে ব্যক্তিগতভাব বা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা-Student Advisor, United States Information Service, Jiban Bima bhaban (4th floor), 10 Diklusha C/A, Dhaka. TOFEL ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। TOFEL ছাড়াও আর যে সব পরীক্ষার দরকার হয় তা হচ্ছে Sat, Gre, Gmat. যারা উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চান তাদের মনে রাখা দরকার এক্ষেত্রে আপনাকে পড়াশুনায় খুব ভাল ফলাফল করতে হবে, পড়াশুনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খরচ বহন করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং ইংরেজীতে ভাল দক্ষতা থাকতে হবে। গ্রাজুয়েট লেবেলে স্কলারশীপ, গ্রাজুয়েট এসোসিয়েটশীপ, টিচিং এসিষ্ট্যান্টশীপ, বেতন মওকুফ ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়। মনে রাখবেন, স্টুডেন্ট ভিসার কোন ছাত্র কলেজ/ভার্সিটির ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করতে পারে না। তবে অনুমতি নিয়ে ক্যাম্পাসে সপ্তাহে বিশ ঘন্টা কাজ করা যেতে পারে। আরও বেশি তথ্য জানার জন্য USIS-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আমেরিকান ইসলামিক বৃত্তি প্রবর্তন

ওয়াশিংটন থেকে ইউসিস॥ আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ল্যাডার সম্প্রতি মোহাম্মদ সাইদ ফারসি চেয়ার অব ইসলামিক পিস' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ডঃ মোহাম্মদ সাইদ ফারসির কাছ থেকে ২৬ লাখ ডলারের একটি বিরাট অংকের সাহায্য পাওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। এটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিকে দেয়া একক বৃহত্তম দানগুলোর অন্যতম। ডঃ ফারসির পুত্র হানি আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ১৯৯২ সালের ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য।

অভিভাবকের অভিমত
ঢাকা কমার্স কলেজে সাধারণ জ্ঞান ক্লাস

সাধারণ জ্ঞান এমন একটি বিষয় যা মোটেই সাধারণ নয়। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে খুব যত্ন করে এ বিষয়ে মেধা উন্নয়ন করতে হয়। আভিধানিকভাবে সাধারণ জ্ঞান বলতে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় মেধাকে বোঝায়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এর পরিসর আরও অনেক ব্যাপক। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতই এ বিষয়ের পরিধিও কোন ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুতঃ সাধারণ জ্ঞান হচ্ছে সকল জ্ঞানের সমন্বয়। ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে আজ একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। গতানুগতিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ সাধারণ জ্ঞান চর্চার যে প দক্ষেপ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এ ধরনের মেধা চর্চাই আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষিত এবং যোগ্য করে তুলতে পারে। বাণিজ্য বিভাগে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে হলে সার্বজনীন শিক্ষালাভ সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা কমার্স কলেজের সাধারণ জ্ঞান চর্চার এ উদ্যোগ কেবলই কলেজ কর্তৃপক্ষের উন্নত এবং প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করেনা বরং শতশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভীড়ে নিজেদের বিশেষত্বকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করে।

মানুষ হবে না আর-কোন রবাহুত অতিথি। অনেক চিন্তা, ভাবনা, স্বপ্ন আর প্রেম দিয়ে সৃষ্টি হবে আমাদের আগামী মানুষ।

আবদুল মতিন
ইনফরমেশন সিষ্টেমস্ কনসালটেন্ট
[ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্রী ফারজানা মতিন-M২১ এর অভিভাবক।]

বই পরিচিতি

একজন মানবিক এবং বুদ্ধিজীবিক রাষ্ট্রনায়কের প্রতিকৃতি

ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সচিব, লেখক, সাংবাদিক, পর্যটক, শিক্ষা' বিদ্ ও গবেষক জনাব তোফায়েল আহমদ লিখিত 'একজন মানবিক এবং বুদ্ধিজীবিক রাষ্ট্রনায়কের প্রতিকৃতি' বইটিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর জীবনী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর বক্তৃতামালা ও কর্মধারা, চিন্তা চেতনা ইত্যাদি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্পষ্ট করে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশের ১৭ জন প্রখ্যাত বিচারপতির নামে যাঁদের ৪ জন সাবেক প্রেসিডেন্ট। বইটির প্রকাশকাল ১৪ আগস্ট '৯৬। প্রকাশক জিয়াউন নাহার, ২৬ পুরানা পল্টন, ফোন ৯৫৬৫১৯৩, মূল্য ৩০০টাকা। বইটির লেখক জনাব আহমদ ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্রী অনুপমা তাসনীম এর পিতা।

গোলাম কবীর

---

১. উচ্চ মাধ্যমিক হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান থিয়োরী
২. উচ্চ মাধ্যমিক হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান সহায়িকা

এই বই দুটি লিখেছেন ঢাকা কমার্স কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুছ ছাত্তার মজুমদার। থিয়োরী বইটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কে থিয়োরী জ্ঞানার্জন ও ভাল ফলাফলের জন্য প্রশ্নোত্তরগুলো সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এর প্রকাশকাল এপ্রিল, ৯৫। পরিবেশনায় বাণী ভবন। দাম ত্রিশ টাকা। সহায়িকা বইটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়োগিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জটিল সমস্যাসমূহ সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সমস্যা সমূহের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এর প্রথম প্রকাশ মে, '৯২ এবং দ্বিতীয় প্রকাশ এপ্রিল '৯৪। বইটির দাম ৬৫ টাকা।

আমিনুল ইসলাম

প্রকাশনা

দর্পণ রিপোর্ট॥ গত ২৮ ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম বারের মত আকর্ষণীয় ১৯৯৭ সালের কারেন্ডার, ডায়েরী ও নববর্ষ কার্ড প্রকাশ করে এবং তা ছাত্র-শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

প্রেসক্রিপশন

রোগের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন মিটফোর্ড হাসপাতালের এক্স হাউজ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন ডাঃ শেখ ছাইদুল হক।

(১) **রাকিবুল হাসান,** মার্কেটিং সম্মান-১ম বর্ষ ঃ আমি একজন ছাত্র, বয়স ১৮ বছর। গত ১০দিন যাবত এক ধরনের চুলকানি যা অনেক সময় পানির ফোস্কার মত দেখা যায় এবং সব সময় বিশেষ করে রাত্রিতে শোবার সময় খুব বেশি চুলকায়। এ রোগ থেকে মুক্তির উপায় কি?

উত্তর ঃ আপনার উপসর্গ শুনে মনে হচ্ছে এটি স্কেবিস। এটা অনেক সময় Infected থাকতে পারে, অনেক সময় Non infected থাকে, Infection থাকলে প্রথম ৫/৭ দিন একটা Broad Spectium antibiotic খেতে হবে। তারপর, পর পর তিনদিন গলার নীচে সমস্ত শরীরে 25% Benzyl Benzoite লাগতে হবে এবং তিন দিন পর গোসল করতে হবে সাথে সাথে রোগীর সমস্ত কাপড় চোপড় গরম পানিতে ধৌত করতে হবে। পরিবারের অন্য সদস্যদের এই রোগ থাকলে তাদেরও চিকিৎসা করতে হবে। তবে Infection না থাকলে শুধুমাত্র 25% Benzyl Benzoite ঔষধ উপরোক্ত নিয়মে মাখলে রোগ ভাল হবে।বাজারে Benzyl Benzoite-Scabiol ও আরও অনেক নামে পাওয়া যায়।

(২) **মনির হোসেন মুন্না,** দ্বাদশ-২৯৩৫ ঃ গত দু'-তিন দিন ধরে প্রথমে আমার ক্ষুধামন্দাভাব এবং শরীরে তাপমাত্রা বেশি। হঠাৎ গতদিন থেকে দেখছি প্রস্রাবের রং হলুদ হচ্ছে এবং দিনে দু'একবার বমিও হচ্ছে। এমতাবস্থায় পরিত্রানের উপায় কি?

উত্তর ঃ আপনার এ বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে আপনি জন্ডিস রোগ বা Viral hepatitis এ আক্রান্ত হয়েছেন। তবে মনে রাখা দরকার অনেক সময় পানি কম খাওয়াতে প্রস্রাবের রং হলুদ হতে পারে। এ রোগ হলে আপনাকে প্রচুর পরিমানে পানি খেতে হবে। জন্ডিস না কমা পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ঔষধ সেবন না করাই ভাল। এ রোগের তীব্রতা বোঝার জন্য রক্তে বিলুরুবিনের মাত্রা দেখা দরকার এবং লিভারের Function মূল্যায়ন করা দরকার। তাছা এটি Hepatitis B Virus জনিত কিনা তা অবশ্যই জেনে নেয়া উচিত। এসময় খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক রাখা দরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে লিভার বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শ নেয়া উচিত।

কবিতা

মাহে রমজান

হুসনে জাহান আরজু
এম, কম, ব্যবস্থাপনা-পার্ট-১, রোল-৭৯

হে মহা সর্ব শক্তিমান,
তুমি মোরে দিয়েছ শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান।
সৃজন করেছ মোরে করে মুসলমান,
জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হৃদয়ে
করেছ দান মহা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন।
সৃজন করেছ মোরে করে মুসলমান।
সংযমের তরে দিয়েছ চির খুশীর মাহে রমজান।
কৃতজ্ঞ তোমার কাছে হে অপার মহীয়ান,
তোমার লালিত্যে যেন হই কোরবান।
সদা যেন রাখি প্রভু তোমার মান
এ প্রার্থনায় ভরে থাকে এ দেহ প্রাণ।
এ ধরা মাঝে যবে ফুটবে আলো
ঘুরে ফিরে আসবে রাত দিন
তেমনি ভাবে ভুল ভাঙ্গতে আসবে মাহে রমজান।
শ্রষ্টা তোমার আলয়ে যত পাপ তাপ যত নিপীড়িতের গান
গেয়ে যেতে সৃষ্টি করেছ পবিত্র মাহে রমজান।
জগত মাঝারে যত হিংসা দ্বেষ ভুলি
ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ ভুলে কোলে যেন নেয় তুলি।
সৃজন করেছ তুমি তাই পবিত্র মাহে রমজান
বন্দনা করি খোদা তোমার জয়গান
কৃতজ্ঞ করেছ মোরে করে মুসলমান।

এইচ, এস, সি পরীক্ষা-১৯৯৭

সম্ভাব্য প্রশ্নমালা

[সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন হওয়ায় এবং অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হওয়ায় প্রশ্নপত্রে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নের থেকে নতুনত্ব আসছে। এখন আর সীমিত সংখ্যক প্রশ্নোত্তর পাঠে সব প্রশ্নে কমন নাও পড়তে পারে। তবুও বাণিজ্যনীতির কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন দেয়া হল। তবে ভাল ফলাফলের জন্য এছাড়াও পাঠ্য বই সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা থাকা দরকার।]

বাণিজ্যনীতি-১ম পত্র

(কারবার পদ্ধতি ও বাণিজ্যিক পত্র যোগাযোগ)

বড় প্রশ্ন ঃ

*১. কারবারের সংজ্ঞা দাও/কারবার বলতে কি বুঝ? কারবারের আওতা/ পরিধি/ শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।

২. কারবারের গুরুত্ব আলোচনা কর।/একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারবারের ভূমিকা আলোচনা কর।

*৩. এক মালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

৪. এক মালিকানা কারবার আমাদের দেশে এত জনপ্রিয় কেন?/ বৃহদায়তন কারবারের পাশাপাশি একমালিকানা কারবারের টিকে থাকার কারণ বর্ণনা কর।

৫. একমালিকানা কারবারের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা কর।

*৬. "চুক্তিই অংশীদারী কারবারের ভিত্তি"-আলোচনা কর।

৭. অংশীদারী চুক্তিপত্র কি? ভবিষ্যত ঝগড়া বিবাদ এড়াতে হলে চুক্তিপত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত?

৮. অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

*৯. যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা দাও। এর গঠণ প্রণালী আলোচনা কর।

১০. পাবলিক লিঃ কোম্পানী কাকে বলে? এর সাথে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর পার্থক্য আলোচনা কর।

* ১১. সমবায় সমিতির সংজ্ঞা দাও। এর মৌলিক নীতিগুলো আলোচনা কর।

১২. বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির বর্ণনা দাও।

*১৩. পাইকারী ব্যবসায়ীর কার্যাবলীর দ্বারা কিভাবে উৎপাদন কারী ও খুচরা ব্যবসায়ী উপকৃত হয় বর্ণনা কর।

*১৪. রাষ্ট্রীয় কারবার কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কি কি?

*১৫ রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

*১৬. কারবারের অর্থ সংস্থান বলতে কি বুঝ? এর বিভিন্ন উৎসগুলো বর্ণনা কর।

*১৭. বিক্রয়িকতা কি? একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলী আলোচনা কর।

ছোট প্রশ্ন ঃ

১. কারবার পদ্ধতি বলতে কি বুঝ?

২. উদ্যোক্তার কার্যাবলী কি?

* ৩. কাবাবারের সামাজিক দায়িত্বগুলো কি কি?

৪. বাণিজ্যের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায়?

৫. বাণিজ্যের মাধ্যমে কালগত প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায়?

৬. অংশীদারী কারবার নিবন্ধন করা কি বাধ্যতামূলক?

৭. ঐচ্ছিক/ ইচ্ছাধীন অংশীদারী কারবার কি?

৮. অংশীদারী কারবার নিবন্ধন না করার পরিনাম কি?

৯. সীমিত দায়/পরিমিত অংশীদারী কাকে বলে?

১০ শেয়ার কি? বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের বর্ণনা দাও।

১১ ন্যূনতম মূলধন/চাঁদা কি?

১২. শেয়ার ও ডিবেঞ্চার এর পার্থক্য দেখাও।

*১৩. ভোক্তা সমবায় সমিতি ও উৎপাদক সমবায় সমিতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

*১৪. একজন খুচরা ব্যবসায়ীর কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

*১৫. পাইকারী ব্যবসায়ীর কার্যাবলী আলোচনা কর।

১৬. খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

১৭ বৈদেশিক বাণিজ্যে কি কি জাহাজী দলিল ব্যবহৃত হয়?

১৮. নৌ-ভাটক/চার্টার পার্টি কি?

পত্রযোগাযোগ ঃ

*১. আবেদনপত্র *২. নিয়োগপত্র ৩. পরিচয় পত্র /সুপারিশপত্র *৪. তাগাদাপত্র।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২. প্রাতিষ্ঠানিক ও আধাপ্রাতিষ্ঠানিক পত্রের পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩. অভিযোগ পত্র কেন রচিত হয় ? ৪. যোগ্যতানুসন্ধান পত্র বলতে কি বুঝ ? ৫. ফরমায়েশ পত্র রচনাকালে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে ? ৬. যোগদান পত্র কি ? ইহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ৭. পরিচয় পত্র প্রয়োজন কেন ? ৮. মূল্যবিজ্ঞাসা পত্র কাকে বলে। এরূপ পত্রে সাধারণতঃ কি কি বিষয় উল্লেখ থাকে।

বাণিজ্যনীতি-২য় পত্র
(ব্যাংকিং ব্যবসায়)

বড় প্রশ্ন ঃ

*১। ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। একটি আদর্শ ব্যাংকের আবশ্যকীয় গুনাবলী/ উপাদান/বৈশিষ্ট্য/দক্ষতা যাচাই সমূহ বর্ণনা কর।

*২। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। কার্য অনুযায়ী ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ কর এবং ইহাদের প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও।

*৪। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

*৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা কর।

*৬। বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট ও মৌলিক নীতিসমূহ আলোচনা কর।

৭। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা/ গুরুত্ব/ প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

*৮। তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে কি বুঝ? তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

*৯। ব্যাংক হিসাব কি? ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি সমূহ আলোচনা কর।

১০। ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকারের ব্যাংক হিসাব বর্ণনা কর।

১১। ঋণের দলিল বলতে কি বুঝ ? ইহা হস্তান্তরের শর্তাবলি কি কি ? হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কর।

*১২। চেকের সংগা দাও। বিভিন্ন প্রকার চেকের বর্ণনা দাও।

১৩। চেকে বিভিন্ন প্রকার দাগ কাটার পদ্ধতি এবং দাগ কাটার তাৎপর্য বা গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৪। বিনিময় বিলের সংজ্ঞা দাও। বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন পক্ষ সমূহ আলোচনা কর।

*১৫। বিনিময় বিলের অনুমোদন বলতে কি বুঝ? বিনিময় বিলের অনুমোদনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

১৬। বিনিময় বিলের বাট্টারণ কি? বিনিময় বিলের বাট্টাকরণের সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

*১৭। বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদানের সময় কি কি নীতি/ সাবধানতা অবলম্বন করে, আলোচনা কর।

১৮। ব্যাংকের আগাম বা ঋণদান বলতে কি বুঝ? বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ/ আগামের বর্ণনা দাও।

*১৯। বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে? বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারণ করা যায়?

২০। বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলতে কি বুঝ? বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি সমূহ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক—ব্যাখ্যা কর।

২। শাখা ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার লাভের কারণ কি?

৩। আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী হিসাবে মহাজন শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর।

* ৪। " কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক " -ব্যাখ্যা কর।

*৫। " কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের শেষ আশ্রয় স্থল"-আলোচনা কর।

৬। নিকাশ ঘর কি? পাঁচটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম লিখ।

৭। বাণিজ্যিক ব্যাংকের রক্ষাকবচগুলো কি কি?

৮। ব্যাংকের পাশ বই কি?

৯। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত পত্রের একটি নমুনা দেখাও।

১০। চলতি, স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কি?

১১। দাগকাটা চেক ও দাগছাড়া চেকের মধ্যে পার্থক্য কি?

১২। চেকের বৈধ শর্তাবলী কি কি?

১৩। চেকে দাগকাটার সুবিধা কি?

*১৪। বিনিময় বিলের লিখন ও প্রতিবাদকরণ বলতে কি বুঝ?

১৫। নোটারি পাবলিক/লেখা প্রমাণক কাকে বলে?

১৬। প্রয়োজনবোধে রেফারী বলতে কি বুঝ?

*১৭। বাণিজ্যিক বিল এবং অর্থ সংস্থানকারী বিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

১৮। নগদ ঋণ, ধার ও জমাতিরিক্ত ঋণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

১৯। ভ্রমণকারী চেক ও ভ্রাম্যমান নোটের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

২০। ভ্রমণকারী চেক এবং প্রত্যয় পত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

২১। বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝ?

মোঃ শফিকুল ইসলাম
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ ও
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

জানুয়ারী

১ঃ সৌদি বাদশা ফাহাদ তার সৎভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আজীজের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

৫ঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী মুরাইয়ামার পদত্যাগ।

৮ঃ ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরার মৃত্যু।

১২ঃ ICDDRB-এর কলেরা জীবাণু প্রতিরোধক ভ্যাকসিন উদ্ভাবন।

২১ঃ ফিলিস্তিন নির্বাচনে PLO নেতা ইয়াসির আরাফাত জয়ী।

২৮ঃ প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রান্সের ষষ্ঠ পরমাণু পরীক্ষা।

ফেব্রুয়ারী

১১ঃ কলিকাতায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধন।

১৩ঃ ভারত-নেপাল পানি ও বিদ্যুৎ চুক্তি স্বাক্ষর।

১৫ঃ বিরোধী দলহীন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৪ঃ পারিবারিক সংঘর্ষে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দু'জামাতাসহ ৮ জন নিহত।

মার্চ

৯ঃ বিরোধী দলের লাগাতর ২১ দিন অসহযোগের প্রথম দিন।

১৪ঃ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলনের চূড়ান্ত ইশতেহার ঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমন্বিত লড়াই করা হবে।

১৭ঃ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকা চ্যাম্পিয়ন।

১৯ঃ ষষ্ঠ সংসদ অধিবেশন উদ্বোধন। নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী।

জিম্বাবুয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রবার্ট মুগাবে জয়ী।

২০ঃ নেলসন ম্যান্ডেলা ও উইনির বিবাহ বিচ্ছেদ।

২৩ঃ তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লী পেং হুই জয়ী।

২৫ঃ বিরোধীদলহীন সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস।

৩০ঃ BNP সরকারের বিদায়। বিচারপতি হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।

এপ্রিল

৭ঃ সিঙ্গাপুরে সিঙ্গারকাপে শ্রীলংকাকে হারিয়ে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন।

৮ঃ সচিব আবু হেনা প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

১৯ঃ শারজাহ কাপে দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন।

২৩ঃ ইরানে পার্লামেন্ট নির্বাচনে রক্ষণশীলদের জয়।

২৪ঃ রুশ ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় চেচেন নেতা জোখার দুদায়েভ নিহত।

মে

২ঃ নির্বাচনে ঋণ খেলাপীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেশে প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ জারী।

অর্থ আত্মসাতের দায়ে ভারতে ধর্মগুরু চন্দ্রস্বামী গ্রেফতার।

১৬ঃ ভারতের ১০ম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর শপথ গ্রহণ।

২০ঃ সেনাবাহিনী প্রধান নাসিম বরখাস্ত। মাহবুবুর রহমানকে নিয়োগ।

২৮ঃ যুক্তফ্রন্ট নেতা কর্নাটক মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি দেব গৌড় ভারতের ১১তম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত, শপথ ১ জুন।

৩১ঃ ইসরাইলে প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ডানপন্থী লিকুদ পার্টির নেতা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জয়ী।

জুন

১২ঃ সংসদ নির্বাচন। ৭৫% ভোট কাস্ট। নিহত ৮।

১৬ঃ ২৭৩ এমপির নাম গেজেটে। আওয়ামীলীগ ১৩৪, বিএনপি ১০৪, জাতীয় পার্টি ২৯।

১৯ঃ ২৭ আসনে পুনঃ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ ১২, বিএনপি ১২, জাতীয় পার্টি ২।

২০ঃ ৫,০১৭ কোটি টাকা ভর্তুকিসহ বাজেট পেশ।

২৩ঃ দেশে দশম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার শপথ।

২৮ঃ ফ্রান্সে G-7 বৈঠকে ৪০ দরিদ্র দেশের ঋণ মওকুফের পরিকল্পনা।

জুলাই

১২ঃ বিশ্ব দাবা ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশীপে রাশিয়ার গ্রান্ডমাস্টার এন্যাতলী কারপভের শিরোপা লাভ।

চার্লস-ডায়না বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৪ঃ সপ্তম সংসদ অধিবেশন উদ্বোধন।

১৯ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় ২৬তম অলিম্পিক গেইমস উদ্বোধন।

২৩ঃ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের ১৩ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। দায়িত্বভার গ্রহণ ৯ অক্টোবর।

আগস্ট

২ঃ গুলিবিদ্ধ সোমালী নেতা ফারাহ আইদিদের ইন্তেকাল।

৪ঃ আইদিদ পুত্র হোসেইন পিতার উত্তরসুরী নির্বাচিত।

৫ঃ অলিম্পিক গেইমস সমাপ্ত।

৯ঃ রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন-এর দ্বিতীয় বারের জন্য শপথ গ্রহণ।

৩ ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট চুন ডু হোয়ানের উৎকোচ গ্রহণের জন্য রায়ে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা।

সেপ্টেম্বর

১১ঃ সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়াম-এর বাংলাদেশকে ১৯০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পারমানবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অনুমোদন।

১৫ঃ কুয়ালালামপুরে প্রথম এসিসি ক্রিকেটে আরব আমিরাতকে হারিয়ে বাংলাদেশের শিরোপা লাভ।

১৮ঃ বসনিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আলিয়া ইজেত বেগোভিচ বিজয়ী

২১ঃ ভারতের কংগ্রেস (আই) পার্টির সভাপতি থেকে নরসীমা রাওর ইস্তফা।

২৭ঃ আফগানিস্তানে তালেবান বাহিনী কাবুল দখল করে। সাবেক কম্যুনিষ্ট প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ ও তার ভাইকে নৃশংশভাবে ফাঁসিদিয়ে হত্যা করে।

৩০ঃ ফিলিপাইনের মুসলিম স্বায়ওশাসিত অঞ্চল মিন্দানাওয়ের গর্ভণর হিসেবে নূর মিসোরীর শপথ।

অক্টোবর

৩ঃ পোল্যান্ডের মহিলা কবি সিম্বোরস্ক সাহিত্যে নোবেল পান।

২২ঃ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদে জাপানের কাছে ভারতের পরাজয়।

২৪ঃ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শেখ হাসিনার ভাষণ।

নভেম্বর

৫ঃ পাকিস্তানে পার্লামেন্ট বাতিল। বেনজীর ভুট্টো বরখাস্ত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

৭ঃ রিউতারো হাশিমতো জাপানের প্রধানমন্ত্রী পুনঃনির্বাচিত।

২১ঃ নোবেল বিজয়ী প্রফেসর সালামের ইন্তেকাল।

ডিসেম্বর '৯৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী

০১-১২-৯৬

• হারিস সিলাদাজিক বসনিয়া সরকারের কো-চেয়ারম্যান মনোনীত।

০২-১২-৯৬

• যুক্তরাষ্ট্রের পানি নীচ দিয়ে চলাচলকারী বিশ্বের প্রথম বিমান ডিপফ্লাইট-১ এর পরীক্ষা শুরু হয়।

০৩-১২-৯৬

• 'কমনওয়েলথ উন্মুক্ত দাবা' কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু।

০৭-১২-৯৬

• ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা জয়রাম দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হন।

৮-১২-৯৬

• মন্ত্রিসভার বৈঠকে হজ্জনীতি অনুমোদন।

০৯-১২-৯৬

• ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় প্রথম ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের বার্ষিক সম্মেলন শুরু।

১০-১২-৯৬

• সুরিনাম ও. আই. সি'র নতুন সদস্য। বর্তমানে OIC-এর সদস্য দাঁড়াল ৫৪।

১২-১২-৯৬

• গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগান্তকারী চুক্তি স্বাক্ষরিত।

• ও. আই. সি (OIC)-এর নতুন মহাসচিব হিসেবে মরক্কোর আজেদিন লারাকি নির্বাচিত।

১৩-১২-৯৬

• ডঃ গিল ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত। তিনি টি এন সেশানের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

• অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্যাপ্টেন সিতারা ও তারামন বিবি পতাকা গ্রহণ করেন।

১৫-১২-৯৬

• বিজয় সরণীতে ৩য় ঢাকা বইমেলা শুরু।

১৮-১২-৯৬

• চট্টগ্রামে দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০-১২-৯৬

• মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যানডার্নবাগ বিমানঘাটি থেকে একটি গোয়েন্দা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে। গ্রীনিচ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় এটি টাইটার ৪ রকেট উপগ্রহটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে।

২১-১২-৯৬

• দশম ভারত শিল্পায়ন বাণিজ্য মেলা '৯৬ কলিকাতা ময়দানে শুরু।

২২-১২-৯৬

• জাতিসংঘ নির্বাহী পরিচালক ডঃ নাফিস সাদিক ঢাকায় আসেন।

২৩-৬-৯৬

• মন্ত্রীসভার বৈঠকে '৯৭ সালের কৃষি শুমারি প্রস্তাব অনুমোদিত।

চেচনিয়ায় দুদায়েভের সম্মানে যাদুঘর খোলার ঘোষণা।

২৫-১২-৯৬

• মিরপুর পর্বতায় জাতীয় ক্রেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

২৬-১২-৯৬

• বরিশালের গৌরনদীকে পৌরসভা ঘোষণা।

২৭-১২-৯৬

• প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিনদিনব্যাপী পঞ্চম সার্ক লা' সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

২৮-১২-৯৬

• বিশ্ব এস্তেমা টঙ্গীতে শুরু।

• ঠাকুরগাঁও টিভি রিলে ষ্টেশন উদ্বোধন।

• কুমিল্লার কোট বাড়িতে সার্ক প্রধান বিচারপতিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

২৯-৬-৯৬

গুয়েতেমালা সরকার ও বামপন্থী গেরিলারা ৩৬ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

৩০-১২-৯৬

• বিশ্ব ইজতেমার আখেরী মোনাজাত।

৩১-১২-৯৬

• বঙ্গবন্ধু কাপ শুরু।

১৯৯৭ সালের সম্ভাব্য ঘটনাবলী

৫ জানুয়ারী সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্টের পূর্ণ মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। নির্বাচন হবে এপ্রিলের মধ্যে।

৯ জানুয়ারী ভারতের বুদ্ধগয়াতে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

২ হতে ৪ ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে ক্ষুদ্র শুণ শীর্ষ সম্মেলন।

১৫ ফেব্রুয়ারী এশিয়া-ইউরোপ ৩ গ্রুপের বৈঠক সিঙ্গাপুরে।

২৮ ফেব্রুয়ারী প্যারিসে বিশ্ব পরিবেশের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

১২-১৪ মার্চ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণ পূর্ব এশীয় জাতীয় ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের সম্মেলন।

৫ মে মাসে পোপ দ্বিতীয় জনপল পোল্যান্ড সফর করবেন।

১৪ মে জেনেভায় ১৯০ জাতির বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন।

১৬ মে সুইডেনের স্টকহোমে ৩ মাস ব্যাপী সৃজনশীল ব্যক্তিদের সম্মেলন শুরু।

১ জুন সিঙ্গাপুরে সপ্তাহব্যাপী চিন্তা-চেতনাবিষয়ক ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

১ জুলাই হংকং পুনরায় চীনা সার্বভৌমত্বের অধীনে চলে যাবে।

৮ ও ৯ জুলাই স্পেনের মাদ্রিদে ন্যাটো শীর্ষ বৈঠক।

১০ ডিসেম্বর সুইডেনের স্টকহোমে এবং নরওয়ের অসলোতে ১৯৯৭ সালের নোবেল পুরস্কার উৎসব।

২৬ ডিসেম্বর লন্ডনে বক্সিং ডে'র ছুটি।

মাসিক
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ

জানুয়ারী ১৯৯৭ ।। পৌষ-মাঘ ১৪০৩

স।। ম্পা।। দ।। কী।। য়

অস্থির শিক্ষাঙ্গন : নববর্ষের প্রত্যাশা

মহাকালের অতল গর্ভে হারিয়ে গেল উনিশশত ছিয়ানব্বই সাল। জাগতিক নিয়মে আমাদের জীবন থেকে আর একটি বছর কেটে গেল। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় চলে গেল বিগত বছর। আর এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সারা বছর জুড়ে ছোবল মারল শিক্ষাঙ্গনের উপর। কতিপয় পুঁজিপতি রাজনীতিবিদের ছত্রছায়ায় মেধাবী ছাত্ররা কলম ফেলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। ছিয়ানব্বই-এ সুস্থ শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ কমই পাওয়া গিয়েছে। দলীয় প্রভাব বিস্তার, চর দখলের মত হল দখল, চাঁদাবাজী আর টেণ্ডারবাজী এ ছিল ছিয়ানব্বইর প্রাপ্তি। দলীয় ছাত্র-ছাত্রীবাহিনীর অস্ত্রের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির পদত্যাগ, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির আকস্মিক বদল, ইডেন-বদরুন্নেসায় ছাত্রীদের চুলোচুলি, জগন্নাথ হলে বর্বরোচিত পুলিশ হামলা, শিক্ষাবোর্ডের ফল বিপর্যয়—এ ছিল ছিয়ানব্বইয়ে শিক্ষাঙ্গনের ব্যর্থতা।

গত বছর সারাদেশে বড় ধরনের ৪৩টি ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। আর এ সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ৭জন। আহত হয়েছে অর্ধসহস্র।বছরের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন আহমেদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দিলে এক চাক মধুপোকা তাঁর দিকে ধেঁয়ে আসল। তিনি লেপমুড়ো দিলেন। এছাড়া বাঁচার উপায় কি!

এদেশে যে কোন আন্দোলন এসে ঠেকে শিক্ষাঙ্গন দেয়ালে। ছাত্র-শিক্ষকের স্কন্ধে ভর করে জমে উঠে রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা। সেশন জ্যামের স্বীকার হয় সাধারণ ছাত্র-সমাজ। শেষ হয় দু'চারটে তাজা প্রাণ। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক, বই, জার্ণাল সবই আছে। নেই শুধু সুষ্ঠু পরিবেশ। বারুদের গন্ধে কলুষিত পবিত্র শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশেও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু সেখানে তার কুপ্রভাব শিক্ষাঙ্গন ঘেষতে পারে না, চলে লেখাপাড়া, সৃজনশীলতা, নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা।

অস্থির শিক্ষাঙ্গনের মাঝেও ছিয়ানব্বইয়ে দেশের শিক্ষাঙ্গনের অবকাঠামোগত দিকসহ কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে যা অনস্বীকার্য। যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। তদ্রাচ্ছান্ন নীতি প্রণেতাগণ অত্যাধুনিক পাঠ্যসূচী প্রণয়নে সজাগ হয়েছেন। মেধামূল্যায়নে সমমাপকাঠি হিসেবে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সকল বোর্ডে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৩ বছরের অনার্স কোর্সকে ৪ বছর মেয়াদী করা হয়েছে। বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি করায়ত্ত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ইন্টারনেট কানেকশন নিতে প্রস্তুত। এরিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে। ই-মেল যুক্ত করা হয়েছে নতুন কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে। এ সময়ে দেশে প্রচুর সংখ্যক এম. ফিল, পি. এইচ. ডি ও অন্যান্য ডিগ্রীধারী তৈরি হয়েছে।

সাতানব্বইয়ে আমাদের শিক্ষাঙ্গন, রাজনীতি, অর্থনীতি আরো স্থিতিশীল হোক। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়ে ফেলে অন্তরের সবটুকু সুষমা দিয়ে নববর্ষে আমরা আরো উদ্যোগী, উদ্যোমী ও কর্মঠ হব। নিরক্ষরতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহানী, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, পশ্চাৎপদতা, দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, নারী নির্যাতন, অপহরণ, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আমরা থাকবো সদা অতন্দ্র প্রহরীর মত। ক্যাম্পাসে আর দেখতে চাইনা অস্ত্রের ঝনৎকার আর অস্বাভাবিক মৃত্যু। দেশে বিরাজমান হোক স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক বিশ্বভ্রমাণ্ড। প্রকৃতি হোক সদয়—এই আমাদের প্রত্যাশা।

পরিশেষে, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা।

অভিমত

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর দুটি সংখ্যাই দেখলাম। অনেক সময় নিয়ে অনেকটা পড়লাম, ভাল লাগল। বিশেষতঃ প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে বলতে হয়, শুধু কলেজে নয় দেশে প্রকাশিত কোন মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এর চেয়ে সাজানো, গোছানো, আকর্ষণীয় ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ছোট হলেও দ্বিতীয় সংখ্যাটি সংবাদে ভরপুর। পত্রিকাটিতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের লেখা ও সংবাদসহ বাজারে ছাড়লে আরো গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে বিশ্বাস।

মোঃ সাহিদুর রহমান সাইদ
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক ঃ আপনার পরামর্শ বাস্তবায়নে আমরা চেষ্টা করছি।

চিঠিপত্র

দর্পণে স্বাস্থ্য/প্রেসক্রিপশন বিভাগ চাই

সুস্থ দেহে সুস্থ মন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কাজই ঠিকমত করা যায় না। আর ছাত্র জীবনই স্বাস্থ্য গঠনের উপযুক্ত সময়। আমরা কিভাবে স্বাস্থ্য গঠন করতে পারি এবং বিভিন্ন রোগমুক্তি পেতে পারি সেই পরামর্শ লাভের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণে স্বাস্থ্য বা প্রেসক্রিপশন বিভাগ প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সৈয়দ আব্দুল হামিদ সুশান
গণিত ২য় বর্ষ, রোল-২৪৩৯, আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ।

বিভাগীয় সম্পাদক, স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ এ সংখ্যা থেকে দেখ।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্যে জরুরী পরামর্শ

❑ শেয়ারে বিনিয়োগে যেমন লাভের সম্ভবনা আছে, তেমনি লোকসানের ঝুঁকিও রয়েছে। শেয়ার বাজারে শেয়ারমূল্য ইস্যু বা ক্রয়মূল্যের নিচে নেমে আসার কারণে মূলধনী লোকসান হতে পারে। কোম্পানি লোকসান বা সীমিত লাভ করার কারণে লভ্যাংশ নাও দিতে পারে।

❑ গুজব বা কানকথার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করবেন না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেবার আগে (ক) প্রাথমিক শেয়ার বা আইপিও'র ক্ষেত্রে প্রোসপেক্টাস বা অফার ফর সেল, (খ) রাইট শেয়ারের ক্ষেত্রে রাইট শেয়ার অফার ডকুমেন্ট এবং (গ) স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বার্ষিক/ অর্ধবার্ষিক হিসাব বিবরণী বিবেচনা করবেন। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ব্যবসা পরিস্থিতি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেষ্টার পরামর্শ নিতে পারেন।

❑ স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় আইনসঙ্গত নয়। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জাল সার্টিফিকেট, অন্যায্য মুল্য বা অন্যায় পরিস্থিতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

❑ কমিশন থেকে সনদপ্রাপ্ত স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার বা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করবেন না।

❑ সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়কালে স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার বা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিকে লিখিত ক্রয়-বিক্রয় আদেশ প্রদান করবেন। স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার ক্রয়-বিক্রয় শেষ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কনফারমেশন নোট প্রদান করতে বাধ্য।

❑ স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার বিনিয়োগকারীদের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের সর্বোচ্চ দশ দিনের মধ্যে শেয়ার ডেলিভারী এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সর্বোচ্চ দশ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য।

❑ বনিযোগকারীরা প্রবঞ্চিত হলে বা তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে তারা কমিশনের 'অভিযোগ সেল'-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

লেখা আহ্বান

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণে প্রকাশের জন্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, লেখাপড়া, অর্থনীতি, আর্ন্তজাতিক, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, কার্টুন ইত্যাদি বিষয়ে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। ভাল লেখার জন্য সম্মানী দেয়া হয়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ সম্পাদক, ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ, ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন, চিড়িয়াখানা রোড, ঢাকা-১২১৬।

প্রতিনিধি আবশ্যক

ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ-এর জন্য দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা বায়োডাটা, ১ কপি সত্যায়িত ছবি ও সাম্প্রতিক কোন সংবাদসহ সম্পাদক বরাবরে লিখুন।

মাসিক
তথ্য ও তত্ত্ববহুল
ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ
THE MONTHLY DHAKA COMMERCE COLLEGE DARPON

১ম বর্ষ ❑ ৩য় সংখ্যা ❑ জানুয়ারী ১৯৯৭ ❑ ৮ পৃষ্ঠা

দ্বাদশ শ্রেণীর পঞ্চম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল

১ম : খোকন বেপারী

২য় : আশিকুর রহমান

৩য় : হাফসা বিনতে কাসেম

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ২৮ ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বাদশ শ্রেণীর প্রি-কোয়ালি ফাইয়িং বা পঞ্চম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। ৫১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৩৪জন ১ম বিভাগ পেয়েছে ১১ জন, ২য় বিভাগ ১৫১জন, ৩য় বিভাগ ৪৭ জন এবং বিশেষ বিবেচনায় পাশ ২৫ জন।

মেধা তালিকা

১মঃ মোঃ খোকন বেপারী, রোল ২৫০০, প্রাপ্ত নম্বর ৭২৭, ২য়ঃ জি. এম. আশিকুর রহমান, রোল ২৬১২, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৪, ৩য়: হাফসা বিনতে কাসেম, রোল ২৫৫৫, প্রাপ্ত নম্বর ৬৫৮, ৪র্থ : মোঃ বেলাল উদ্দীন, রোল ২৮২৫, প্রাপ্ত নম্বর-৬৫৩, ৫ম: মোঃ আকরামুল হাসান, রোল ২৮৫৯, প্রাপ্ত নম্বর ৬৪৩, ৬ষ্ঠ: মোঃ সাইফুল ইসলাম, রোল ২৮৮৫, প্রাপ্ত নম্বর-৬২২, ৭ম: মোঃ তৌফিকুল আলম, রোল-২৭৬২, প্রাপ্ত নম্বর-৬১৪, ৮ম : মোঃ মামুনুর রহমান, রোল-২৪৯২, প্রাপ্ত নম্বর-৬১১ ও মোঃ কামরুল হাসান, রোল-২৬৭৩, ৯ম : সরকার আরিফ, রোল-২৭৫৮, প্রাপ্ত নম্বর-৬১০, ১০ম: মোঃ রফিকুল ইসলাম, রোল-২৬৫৪, প্রাপ্ত নম্বর-৬০৯।

মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারী অধ্যবসায়ী খোকন বেপারী কলেজের সকল পর্ব পরীক্ষায় ১ম হয়েছে। বরিশালের উজিরপুরের ছেলে খোকন এস. এস. সি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে ৭ম স্থান অধিকার করেছে।

২য় স্থান অধিকারী আশিকুর রহমান কলেজের ১ম পর্ব পরীক্ষায় ২৪ এম, ৩য় পর্বে ১৮তম ও ৪র্থ পর্বে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। সে এস. এস. সি পরীক্ষায় ৭৪৩ নম্বর পেয়েছে। আশিক চাঁদপুর জেলা পশু সম্পদ অফিসার মোঃ আতাউর রহমান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া গোকর্ণঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নূরজাহান বেগম-এর পুত্র।

মেধা তালিকায় ৩য় স্থানকারী এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম হাফসা বিনতে কাসেম ১ম পর্বে ২২তম, ৩য় পর্বে ২য় এবং ৪র্থ পর্বে ৪র্থ হয়েছিল। হাফসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শণ বিভাগের প্রফেসর দার্শনিক, প্রখ্যাত লেখক ডঃ আবুল কাসেম এবং ঢাকা মহিলা কলেজ এর অধ্যাপিকা কামরুন্নেছার কন্যা। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের হাফসা এস. এস. সি. পরীক্ষায় ৭৮৪ নম্বর পেয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১লা ডিসেম্বর হতে ২১শে ডিসেম্বর '৯৬ পর্যন্ত পঞ্চম পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান মাষ্টার্স ২য় ব্যাচের ক্লাশ শুরু

মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে এম. কম. কোর্স উদ্বোধন

মার্কেটিং ও ফিন্যান্স এম. কম. ১ম পর্ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথি বৃন্দ ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (ডান থেকে ২য়)।

দর্পণ রিপোর্ট ॥ গত ৫ ডিসেম্বর '৯৬ ঢাকা কমার্স কলেজে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে এম, কম ১ম পর্ব কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একই দিনে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষা বর্ষে ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান মাষ্টার্স ১ম পর্বের ২য় ব্যাচ এবং মার্কেটিং ও ফিন্যান্স মাষ্টার্স ১ম পর্বের ১ম ব্যাচের ক্লাস শুরু উপলক্ষে এক ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক পরিচিতি সভা হয়। কলেজ হল রুমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্বাবিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর এম. এ. কুদ্দুস এবং ফিন্যান্স বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ এস.এম. মাহফুজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান, বাণিজ্য অণুষদের ডীন মোঃ শফিকুল ইসলাম, এম কম ব্যবস্থাপনা ১ম পর্ব (পুরাতন)এর ছাত্র মোঃ মঈন চৌধুরী ও নবাগত ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র মোঃ আশিকুর রহমান। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ পাঠ করান বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা। *উল্লেখ্য, দেশে এ কলেজেই প্রথম কলেজ পর্যায়ে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়।*

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ইসলাম বলেন, আমাদের মত দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি চরিত্র গঠনেও অগ্রণী হতে হবে, আর শিক্ষকদেরও হতে হবে আদর্শবাণ। *ভিসি বলেন, আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভূক্ত কলেজ লাইব্রেরীতে কিছু বই দিব এবং তা ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরীতে দিয়ে শুরু করব।* প্রোভিসি বলেন, বৈদেশিক জব মার্কেটে প্রবেশের জন্য এদেশের ছাত্রদের প্রচুর পড়তে হবে, জানতে হবে ও ইংরেজী অনুশীলন করতে হবে। প্রফেসর কুদ্দুস বলেন, এরূপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমার ভাল লাগছে। প্রফেসর মাহফুজুর রহমান বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে থাকা দরকার এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাতেই ভাল করা সম্ভব। এদিক দিয়ে এ কলেজ একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, আজ এ কলেজের জন্য এক স্মরণীয় দিন কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই প্রথমে ঢাকা কমার্স কলেজে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পবিত্র স্থান। এখানে ছাত্র -শিক্ষক সকলকে তাদের স্ব স্ব দায়িত্বে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। পরিশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ব্যবস্থাপনা সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভাগীয় শিক্ষকদের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবন ভ্রমণ

শরিফুল ইসলাম ॥ গত ১১ হতে ১৫ ডিসেম্বর আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩জন শিক্ষক ও সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবন ভ্রমণ করি। বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যারের নেতৃত্বে আমরা শিক্ষা সফরে বের হই। ভ্রমণ দলে ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব শেখ বশির আহমেদ।

১২ ডিসেম্বর আমরা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ও ইপিজেড ভ্রমণ করি। ১৩ তারিখে বিশ্বের বৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে যাই এবং সূর্যোদয় উপভোগ করি। ১৪ ডিসেম্বর আমরা বান্দরবনের বিশাল অরণ্যে কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে যাই। ১৫ ডিসেম্বর আমরা আবার ঢাকা ফিরে আসি।